২৫ পারা

إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلا تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ (٤٧)

(৪৭) কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহর নিকটই আছে,[১] তাঁর অজ্ঞাতসারে কোন ফল আবরণ মুক্ত হয় না, কোন নারী গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব করে না।[২] যেদিন আল্লাহ ওদেরকে ডেকে বলবেন, 'আমার অংশীদাররা কোথায়?' তখন ওরা বলবে, 'আমরা আপনার নিকট নিবেদন করেছি যে, (এ ব্যাপারে) আমাদের মধ্যে কেউ সাক্ষী নয়।'[৩]

وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ (٤٨)

(৪৮) পূর্বে ওরা যাদেরকে আহবান করত তারা উধাও হয়ে যাবে[৪] এবং অংশীবাদীরা সুনিশ্চিত হবে যে, ওদের নিষ্কৃতির কোন উপায় নেই।[৫]

لا يَسْأَمُ الإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ (٤٩)

(৪৯) মানুষ কল্যাণ প্রার্থনায় কোন ক্লান্তি বোধ করে না।[৬] কিন্তু যখন তাকে দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে, তখন সে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে পড়ে।[৭]

وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا

(৫০) দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করার পর যদি আমি তাকে অনুগ্রহের আস্বাদ দিই, তাহলে সে অবশ্যই বলবে, 'এ আমার প্রাপ্য[৮] এবং আমি মনে করি না যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে। আর আমি যদি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিতও হই, তাহলে তাঁর নিকট তো আমার জন্য কল্যাণই থাকবে।'[৯] আমি সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে ওদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত

---

(১) অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময়-জ্ঞান কারো কাছে নেই। এই জন্য যখন জিব্রাঈল ﷺ নবী ﷺ-কে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তা কখন ঘটবে?' তখন উত্তরে তিনি বললেন, "এ ব্যাপারে আমার অতটাই জ্ঞান আছে, যতটা জ্ঞান তোমার আছে।" অন্য স্থানে আল্লাহ তাআলা বলেন, "এর চরম জ্ঞান তো তোমার পালনকর্তার কাছে।" *(সূরা নাযিআত ৪৪ আয়াত)* তিনি আরো বলেন, "তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, 'কিয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হবে?' বলে দাও, 'এই দিনের খবর তো আমার পালনকর্তার কাছেই রয়েছে।" *(সূরা আরাফ ১৮৭ আয়াত)*

(২) এখানে আল্লাহর পরিপূর্ণ ও সর্বব্যাপী জ্ঞানের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর এই জ্ঞান-বৈশিষ্ট্যে কেউ অংশীদার নেই। অর্থাৎ, এইরূপ পরিপূর্ণ ও সর্বব্যাপী জ্ঞান তিনি ছাড়া আর কারো কাছে নেই। নবীদের কাছেও নেই। তাঁরা সেই পরিমাণ জ্ঞান লাভ ক'রে থাকেন, যে পরিমাণ আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে অহী মারফত দান ক'রে থাকেন। আবার তাঁদের এই অহীলব্ধ জ্ঞানও নবুঅতের মর্যাদা ও তার দায়িত্ব পালনের সাথে সম্পৃক্ত; অন্যান্য বিদ্যা ও বিষয়ের সাথে নয়। এই জন্য কোন নবী বা রসূল -- চাহে তিনি যত বড়ই মর্যাদাবান হন না কেন -- তাঁর জন্য এ কথা বলা বা বিশ্বাস রাখা বৈধ নয় যে, সৃষ্টিজগতে যা ঘটেছে এবং ঘটবে, তিনি সব জানেন। কারণ, এ গুণ ও বৈশিষ্ট্য একমাত্র মহান আল্লাহর। যে বাপারে অন্য কাউকে শরীক করা হল শির্ক।

(৩) অর্থাৎ, বর্তমানে আমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি এটা মানার জন্য প্রস্তুত নয় যে, তোমার কোন শরীক আছে।

(৪) তারা এদিকে ওদিকে অদৃশ্য হয়ে যাবে এবং ধারণা হিসাবে তারা কারো উপকার করতে পারবে না।

(৫) এখানে ظَن (ধারণা) يَقِين (দৃঢ়-বিশ্বাস বা সুনিশ্চিত)এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন এ কথা দৃঢ়-বিশ্বাস করতে বাধ্য হবে যে, তাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। যেমন, অন্য জায়গায় আল্লাহ তাআলা বলেছেন, {وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا} অর্থাৎ, অপরাধীরা জাহান্নাম দেখে সুনিশ্চিত হবে যে, তারা সেখানে পতিত হবে এবং তারা ওটা হতে কোন পরিত্রাণ স্থল পাবে না। *(সূরা কাহাফ ৫৩ আয়াত)*

(৬) অর্থাৎ, দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও আসবাব-পত্র, সুস্থতা ও শক্তি, সম্মান ও মর্যাদা এবং অন্যান্য পার্থিব নিয়ামত চাইতে মানুষ ক্লান্ত ও বিরক্ত হয় না; বরং অবিরাম চাইতেই থাকে। এখানে 'মানুষ' বলতে অধিকাংশ মানুষ উদ্দেশ্য।

(৭) অর্থাৎ, কষ্ট পৌঁছলেই, নিরাশ হয়ে পড়ে। অথচ, আল্লাহর খাঁটি বান্দার অবস্থা এর বিপরীত হয়। এরা প্রথমতঃ পার্থিব জীবনের সুখ-সামগ্রী চায় না; বরং সর্বদা তারা আখেরাতের চিন্তা-ভাবনাই ক'রে থাকে। দ্বিতীয়তঃ কষ্ট পৌঁছবার পরও তারা আল্লাহর রহমত এবং তাঁর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ে পড়ে না। বরং পরীক্ষাকেও গোনাহর প্রায়শ্চিত্ত এবং মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ মনে ক'রে থাকে। এই জন্য, নৈরাশ্য তাদের নিকটেও পৌঁছতে পারে না।

(৮) অর্থাৎ, আমি আল্লাহর নিকটে প্রিয়। তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট, এই জন্য তিনি আমাকে তাঁর নিয়ামত দান করেছেন। অথচ পার্থিব ধনবত্তা ও দারিদ্র্য এবং সুখ ও দুঃখ তাঁর সন্তুষ্টি অথবা অসন্তুষ্টির কোন নিদর্শন নয়। বরং কেবলমাত্র পরীক্ষার জন্য আল্লাহ এমন করে থাকেন। যার দ্বারা তিনি দেখতে চান যে, তাঁর নিয়ামতের কে শুকরিয়া জ্ঞাপন করে এবং মসীবতে কে ধৈর্য ধারণ করে?

(৯) এই প্রকার বক্তা কাফের অথবা মুনাফিক্ব হবে। কোন মু'মিন এই ধরনের কথা বলতে পারে না। কাফেররাই এটা ধারণা করে যে, আমাদের পার্থিব জীবন যেমন মঙ্গলের সাথে অতিবাহিত হচ্ছে, তেমনি পরকালের জীবনও অতিবাহিত হবে।

করব এবং ওদেরকে আস্বাদন করাব কঠিন শাস্তি।

وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ (٥٠)

(৫১) মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করলে, সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও অহংকারে দূরে সরে যায়[১০] এবং তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করলে, সে তখন দীর্ঘ প্রার্থনায় রত হয়।[১১]

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ (٥١)

(৫২) বল, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি এ (কুরআন) আল্লাহর নিকট হতে (অবতীর্ণ) হয়ে থাকে এবং তোমরা তা প্রত্যাখ্যান কর, তবে যে ব্যক্তি ঘোর বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত আছে[১২] তার অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে?[১৩]

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (٥٢)

(৫৩) আমি ওদের জন্য আমার নিদর্শনাবলী বিশ্বজগতে ব্যক্ত করব এবং ওদের নিজেদের মধ্যেও; ফলে ওদের নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এ (কুরআন) সত্য।[১৪] এ কি যথেষ্ট নয় যে, তোমার প্রতিপালক সর্ববিষয়ের প্রত্যক্ষদর্শী?[১৫]

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (٥٣)

(৫৪) জেনে রাখ, ওরা ওদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎকারে সন্দিহান।[১৬] জেনে রাখ, সব কিছুকে আল্লাহ পরিবেষ্টন ক'রে রয়েছেন।[১৭]

أَلا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ (٥٤)

সূরা-শূরা
(মক্কায় অবতীর্ণ)
সূরা নং ঃ ৪২, আয়াত সংখ্যা ঃ ৫৩

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

---

(১০) অর্থাৎ, সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সত্যের অনুসরণ করা থেকে দূরে সরে যায় এবং ঔদ্ধত্য প্রকাশ ক'রে থাকে।

(১১) অর্থাৎ, আল্লাহর কাছে কাকুতি-মিনতি ও অনুনয়-বিনয় সহকারে লম্বা-চওড়া দুআ করে; যাতে ঐ বিপদ ও অনিষ্ট দূর ক'রে দেন। এমন মানুষ দুঃখ ও বিপদে আল্লাহকে স্মরণ করে, কিন্তু সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যে তাঁকে ভুলে বসে। অভাব-অনটনের সময় সে তাঁর কাছে ফরিয়াদ করে, কিন্তু ধনবত্তা ও সচ্ছলতার সময় তাঁকে স্মরণ করে না।

(১২) شِقَاق এর অর্থ হল জিদ, হঠকারিতা এবং বিরোধিতা। بَعِيد শব্দ সংযোগ করে তাতে আরো আধিক্য (গাঢ়তা) বৃদ্ধি করা হয়েছে। অর্থাৎ, যে চরম বিরোধিতা এবং হঠকারিতা প্রদর্শন করে। এমন কি, অবতীর্ণকৃত কুরআনকেও মিথ্যাজ্ঞান করে। এর থেকে অধিক বড় পথভ্রষ্ট ও হতভাগা আর কে হতে পারে?

(১৩) অর্থাৎ, এমত অবস্থায় তোমাদের থেকে অধিক ভ্রষ্ট ও শত্রু আর কে হতে পারে?

(১৪) যার দ্বারা কুরআনের সত্যতা এবং এটা যে আল্লাহর পক্ষ হতে আগত, তা স্পষ্ট হয়ে যাবে। অর্থাৎ, أنه তে সর্বনামটি কুরআনের প্রতি ইঙ্গিত করে। কেউ কেউ বলেন, তা ইসলাম অথবা রসূল ﷺ-এর প্রতি ইঙ্গিত করে। সকল ক্ষেত্রেই অর্থের নিগূঢ়ত্ব একই। آفاق শব্দটি أفق এর বহুবচন, অর্থ হল কিনারা (দিকচক্রবাল)। উদ্দেশ্য হল, আমি নিজ নিদর্শনাবলী বিশ্বজাহানের দিকচক্রবালেও দেখাবো, আর মানুষের নিজ দেহের ভিতরেও। কেননা, আকাশ ও পৃথিবীর প্রান্তে-প্রান্তেও কুদরতের বড় বড় নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে। যেমন, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি, দিবারাত্রি, বৃষ্টি, বজ্র, বিদ্যুৎ, উদ্ভিদ, জড় পদার্থ, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা ও সমুদ্র প্রভৃতি। 'নিজেদের মধ্যে' বলতে যে সকল মিশ্রিত উপাদান ও পদার্থ দ্বারা মানুষের অস্তিত্ব ও কাঠামো গঠিত তাই উদ্দেশ্য; যার বিস্তারিত বিবরণ চিকিৎসা-বিজ্ঞানের একটি চিত্তাকর্ষী বিষয়। কেউ কেউ বলেন যে, آفاق (দিকচক্রবাল) থেকে পূর্ব ও পশ্চিমের সেই দূর-দূরান্ত এলাকা উদ্দেশ্য, যা জয় করা মুসলিমদের জন্য আল্লাহ সহজ ক'রে দিয়েছিলেন। আর أنفس (নিজেদের মধ্যে) থেকে নিজেদের আরব্য ভূমির উপর মুসলিমদের উন্নতি ও সাফল্য উদ্দেশ্য। যেমন, বদর যুদ্ধ, মক্কা বিজয় প্রভৃতিতে মুসলিমদেরকে প্রভূত সম্মান ও মর্যাদা দান করা হয়েছে।

(১৫) এ প্রশ্ন হল স্বীকৃতিসূচক। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা নিজ বান্দার কথা ও কর্মের সাক্ষী থাকার জন্য যথেষ্ট। আর তিনিই এ কথার সাক্ষ্য দেন যে, কুরআন আল্লাহর বাণী, যা তাঁর সত্য রসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে।

(১৬) এই জন্য এ বিষয়ে না তারা চিন্তা-ভাবনা করে। আর না তার জন্য আমল করে। আর না সেই দিনের কোন ভয় তাদের অন্তরে আছে।

(১৭) আর এ জন্যই কিয়ামত সংঘটিত হওয়া কোন কঠিন ও অসম্ভব বিষয় নয়। কেননা, সমস্ত সৃষ্টির উপর তাঁর প্রভাব, কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা রয়েছে। তিনি যেমনভাবে চান সকল কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন এবং তাতে কেউ তাঁকে বাধা প্রদান করতে পারে না।

حم (١)

(১) হা-মীম।

عسق (٢)

(২) আইন-সীন-ক্বাফ।

كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٣)

(৩) পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ এভাবে তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রত্যাদেশ করে থাকেন।[১৮]

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (٤)

(৪) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই। তিনি সমুন্নত, সুমহান।

تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الأَرْضِ أَلا إِنَّ اللهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (٥)

(৫) আকাশমন্ডলী ঊর্ধ্বদেশ হতে ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়[১৯] এবং ফিরিশ্তা তাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং পৃথিবীর বাসিন্দার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।[২০] জেনে রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ, তিনিই চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[২১]

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَولِيَاءَ اللهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ اللهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (٦)

(৬) যারা আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, আল্লাহ তাদের কার্যকলাপের প্রতি দৃষ্টি রাখেন।[২২] আর তুমি তাদের কর্মবিধায়ক নও।[২৩]

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآناً عَرَبِيّاً لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ (٧)

(৭) এভাবে আমি তোমার প্রতি আরবী ভাষায় কুরআন অহী করেছি;[২৪] যাতে তুমি সতর্ক করতে পার মক্কাবাসীদেরকে এবং ওর আশেপাশের বাসিন্দাকে,[২৫] আর সতর্ক করতে পার জমায়েত হওয়ার দিন (কিয়ামত) সম্পর্কে, যাতে কোন সন্দেহ নেই;[২৬] সেদিন একদল জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং একদল প্রবেশ করবে জাহান্নামে।[২৭]

([১৮]) অর্থাৎ, যেভাবে এই কুরআন তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে, অনুরূপ তোমার পূর্বের নবীদের প্রতিও সহীফা ও গ্রন্থ অবতীর্ণ করা হয়েছে। 'অহী' হল আল্লাহর সেই বাণী, যা তিনি ফিরিশ্তার মাধ্যমে পয়গম্বরদের কাছে পাঠিয়েছেন। একজন সাহাবী রসূল ﷺ-এর কাছে অহীর ধরন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, কোন সময় এটা আমার কাছে ঘন্টার শব্দের মত আসে; আর এই অবস্থা আমার কাছে অতীব কঠিন হয়। যখন এই অবস্থা শেষ হয়ে যায়, তখন আমার সব কিছু মুখস্থ হয়ে যায়। আবার কখনও ফিরিশ্তা মানুষের রূপ ধরে আসেন এবং আমার সাথে কথা বলেন। তিনি যা বলেন আমি তা মুখস্থ করে নিই। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি লক্ষ্য করেছি যে, অহীর অবতরণের ভাব কেটে গেলে তিনি কঠিন ঠান্ডার দিনেও ঘর্মসিক্ত হতেন এবং তাঁর কপাল থেকে ঘামের ফোঁটা পড়তে থাকত। *(বুখারী ঃ অহী পরিচ্ছেদ)*

([১৯]) আল্লাহর মহত্ত্ব ও তাঁর প্রতাপের কারণে।

([২০]) এ বিষয়টি সূরা মুমিনের ৭নং আয়াতে আলোচিত হয়েছে।

([২১]) তাঁর বন্ধুদের এবং তাঁর অনুগতজনদের অথবা তাঁর সকল বান্দাদের জন্য। কেননা, কাফের ও অবাধ্যজনদেরকে সত্বর পাকড়াও না ক'রে এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেওয়াটাও তাঁর এক প্রকার দয়া ও ক্ষমা।

([২২]) অর্থাৎ, তাদের আমলগুলো পর্যবেক্ষণ ক'রে সুরক্ষিত ক'রে রাখেন, যাতে তাদেরকে তার প্রতিফল দান করেন।

([২৩]) অর্থাৎ, তোমার এ দায়িত্ব নয় যে, তুমি তাদেরকে সৎপথে পৌঁছে দেবে অথবা তাদের পাপের কারণে তাদেরকে পাকড়াও করবে। বরং এ কাজ কেবল আমার। তোমার কাজ শুধু পৌঁছে দেওয়া।

([২৪]) অর্থাৎ, যেমন প্রত্যেক নবীকে তাঁর জাতির ভাষাভাষী ক'রে প্রেরণ করেছি, অনুরূপ আমি তোমার প্রতি আরবী ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ করেছি। কারণ, তোমার জাতি এই ভাষাতেই কথা বলে ও বুঝে।

([২৫]) أُمُّ الْقُرَى (সমস্ত নগরের জননী) মক্কার অপর একটি নাম। এ নামকরণ এই জন্য হয়েছে যে, এটা হল আরবের অতীব পুরাতন বসতি। অর্থাৎ, যেন এটা সমস্ত গ্রাম-শহরের মা। অন্যান্য গ্রাম-শহরগুলো এর থেকেই জন্মলাভ করেছে। আর এ থেকে মক্কাবাসীদের বুঝানো হয়েছে। وَمَنْ حَوْلَهَا এর মধ্যে মক্কার পার্শ্বস্থ সমস্ত অঞ্চল শামিল। এদেরকে সতর্ক কর যে, এরা যদি কুফরী ও শির্ক থেকে তওবা না করে, তাহলে আল্লাহ কর্তৃক শাস্তি পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হবে।

([২৬]) কিয়ামতের দিনকে জমায়েত বা একত্রিত হওয়ার দিন এই জন্য বলা হয়েছে যে, সেদিন পূর্বাপর সকল মানুষ একত্রিত হবে। অনুরূপ অত্যাচারী, অত্যাচারিত এবং মু'মিন ও কাফের সকলে জমা হবে। আর সকলেই নিজের নিজের আমল অনুযায়ী প্রতিদান ও শাস্তি লাভ করবে।

([২৭]) যে আল্লাহর নির্দেশাবলী পালন করবে, তাঁর যাবতীয় নিষিদ্ধ ও হারাম বস্তুসমূহ থেকে দূরে থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। পক্ষান্তরে তাঁর অবাধ্যজন এবং হারাম কার্যাদি সম্পাদনকারী জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এই দুটো দলই হবে; তৃতীয় আর

وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ (٨)

(৮) আল্লাহ ইচ্ছা করলে মানুষকে একই জাতিভুক্ত (একই মতাদর্শের অনুসারী) করতে পারতেন;[২৮] কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে স্বীয় অনুগ্রহের অধিকারী ক'রে থাকেন। আর সীমালংঘনকারীদের কোন অভিভাবক নেই, কোন সাহায্যকারীও নেই।

أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٩)

(৯) ওরা কি আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছে? কিন্তু আল্লাহ, অভিভাবক তো তিনিই এবং তিনি মৃতকে জীবিত করেন। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।[২৯]

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ ذَلِكُمُ اللهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (١٠)

(১০) তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর না কেন -- ওর মীমাংসা তো আল্লাহরই নিকট।[৩০] বল, 'তিনিই আল্লাহ -- আমার প্রতিপালক ; আমি ভরসা রাখি তাঁরই ওপর এবং আমি তাঁরই অভিমুখী।'

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَمِنَ الأَنْعَامِ أَزْوَاجاً يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ (١١)

(১১) তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, তিনি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন[৩১] এবং পশুদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন পশুদের জোড়া;[৩২] এভাবে তিনি ওতে তোমাদের বংশ বিস্তার করেন।[৩৩] কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়।[৩৪] তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٢)

(১২) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর চাবি তাঁরই নিকট।[৩৫] তিনি যার প্রতি ইচ্ছা তার রুযী বর্ধিত করেন এবং সংকুচিত করেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا

(১৩) তিনি তোমাদের জন্য নির্ধারিত করেছেন ধর্ম; যার নির্দেশ দিয়েছিলেন নূহকে এবং যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি তোমাকে এবং

কোন দল হবে না।

(২৮) এই অবস্থায় কিয়ামতের দিন কেবল একটাই দল হত। অর্থাৎ, ঈমানদার জান্নাতীদের। কিন্তু আল্লাহর সুকৌশল ও ইচ্ছা এই বাধ্যকরণকে পছন্দ করেনি। বরং মানুষদেরকে পরীক্ষা করার জন্য তিনি তাদেরকে (করা না করার) ইচ্ছা ও এখতিয়ারের স্বাধীনতা দান করেছেন। যে এই স্বাধীনতার সঠিক ব্যবহার করে, সে আল্লাহর রহমতের অধিকারী হয়ে যায়। আর যে তার অপব্যবহার করে, সে প্রকৃতপক্ষে অন্যায়ভাবে আল্লাহর দেওয়া স্বাধীনতা ও এখতিয়ারকে আল্লাহরই অবাধ্যতায় ব্যবহার করে। সুতরাং কিয়ামতের দিন এ রকম অন্যায়কারী যালেমদের কোন সাহায্যকারী হবে না।

(২৯) ব্যাপার যখন এ রকমই, তখন মহান আল্লাহই এই অধিকার রাখেন যে, তাঁকেই ওলী, অভিভাবক, মদদগার ও সাহায্যকারী মনে করা হোক; তাদেরকে নয়, যাদের হাতে কোন এখতিয়ার নেই এবং যারা না কিছু শোনার ও উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা রাখে, আর না উপকার ও অপকার করার কোন যোগ্যতা রাখে।

(৩০) এখানে 'মতভেদ' বলতে দ্বীনের মতভেদ বুঝানো হয়েছে। যেভাবে ইয়াহুদী, খ্রীষ্টান, ইসলাম ইত্যাদি ধর্মের মধ্যে পরস্পর বহু বিরোধ রয়েছে এবং সকল ধর্মের অনুসারীরা দাবী করে যে, তাদের ধর্মই সত্য। অথচ সমস্ত ধর্ম একই সময়ে সত্য হতে পারে না। সত্য ধর্ম তো কেবল একটা এবং একটাই হতে পারে। দুনিয়াতে সত্য দ্বীন এবং সত্য পথ চেনার জন্য মহান আল্লাহর বাণী কুরআন বিদ্যমান। কিন্তু দুনিয়াতে মানুষ আল্লাহর সেই বাণীকে নিজের বিচারক এবং সালিস মানতে প্রস্তুত নয়। তাই পরিশেষে কিয়ামতের দিনই থেকে যায়, যেদিনে মহান আল্লাহ যাবতীয় মতবিরোধের ফায়সালা করবেন এবং সত্যাশ্রয়ীদেরকে জান্নাতে ও অন্যদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।

(৩১) অর্থাৎ, এটা তাঁর অনুগ্রহ যে, তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের জোড়া বানিয়ে দিয়েছেন। কারণ, তোমাদের স্ত্রীদেরকে যদি মানুষের মধ্য থেকে না বানিয়ে অন্য কোন সৃষ্টি থেকে বানানো হত, তবে তোমরা এই প্রশান্তি লাভ করতে পারতে না, যা নিজেদের মধ্য থেকে এবং নিজেদের মতনই হওয়ার কারণে পারছ।

(৩২) অর্থাৎ, এই জোড়া (নর-নারী) বানানোর ধারা চতুষ্পদ জীব-জন্তুর মধ্যেও রেখেছি। আর চতুষ্পদ জন্তু বলতে সেই আট প্রকার নর ও মাদী জন্তু; যার উল্লেখ সূরা আনআমে করা হয়েছে।

(৩৩) يَذْرَؤُكُمْ এর অর্থ, বিস্তার করা অথবা সৃষ্টি করা। অর্থাৎ, তিনি অধিকহারে তোমাদেরকে বিস্তার করছেন। অথবা বংশ পরম্পরায় সৃষ্টি করছেন। মানববংশ এবং চতুষ্পদ জীব-জন্তুর বংশকেও। فِيْهِ অর্থাৎ, فِي ذَلِكَ الْخَلْقِ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ সৃষ্টি করার এই পদ্ধতিতে তোমাদেরকে তিনি প্রথম থেকেই সৃষ্টি ক'রে আসছেন। অথবা فِيْهِ এর অর্থ, গর্ভাশয়ে কিংবা পেটে। বা فِيْهِ এখানে بِهِ অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ, তোমাদেরকে জোড়া জোড়া বানানোর মাধ্যমেই তোমাদেরকে সৃষ্টি করছেন অথবা বিস্তার করছেন। কারণ, এই জোড়াই হল বংশ বৃদ্ধির একমাত্র উপায়। *(ফাতহুল ক্বাদীর ও ইবনে কাসীর)*

(৩৪) না তাঁর সত্তায় এবং না তাঁর গুণাবলীতে। তাঁর সদৃশ তিনিই। তিনি অতুল, অনুপম, একক ও অমুখাপেক্ষী।

(৩৫) مَقَالِيْدُ হল, مِقْلِيْدٌ এবং مِقْلَادٌএর বহুবচন। এর অর্থ ঃ ধন-ভান্ডারসমূহ অথবা চাবিসমূহ।

إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ (١٣) وَمَا تَفَرَّقُوا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ (١٤)

فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لأَعْدِلَ

যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসাকে[৩৬] এই বলে যে, তোমরা ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত কর[৩৭] এবং ওতে মতভেদ করো না।[৩৮] তুমি অংশীবাদীদের যার প্রতি আহবান করছ, তা তাদের নিকট দুর্বহ মনে হয়।[৩৯] আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করেন[৪০] এবং যে তাঁর অভিমুখী হয়, তাকে ধর্মের দিকে পরিচালিত করেন।[৪১]

(১৪) ওদের নিকট জ্ঞান আসার পরই পারস্পরিক বিদ্বেষবশতঃ ওরা নিজেদের মধ্যে মতভেদ ঘটায়।[৪২] এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত অব্যাহতি সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের পূর্ব ঘোষণা না থাকলে ওদের বিষয়ে ফায়সালা হয়েই যেত।[৪৩] ওদের পর যারা গ্রন্থের উত্তরাধিকারী হয়েছে, নিশ্চয় তারা এ (কুরআন) সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছে।[৪৪]

(১৫) সুতরাং এ জন্য[৪৫] তুমি আহবান কর এবং তোমাকে যেভাবে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকতে বলা হয়েছে, সেভাবে তুমি প্রতিষ্ঠিত থাক। আর ওদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না।[৪৬] বল,

---

(৩৬) شَرَعَ অর্থ, বর্ণনা করেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন এবং নির্দিষ্ট করেছেন। لَكُمْ (তোমাদের জন্য) এ সম্বোধন করা হয়েছে উম্মতে মুহাম্মাদীকে। অর্থাৎ, তোমাদের জন্য সেই দ্বীনই নির্ধারিত করেছেন যার অসিয়ত পূর্বের নবীদেরকে ক'রে এসেছেন। এ প্রসঙ্গে কিছু মর্যাদাসম্পন্ন নবীর নাম উল্লেখ করেছেন।

(৩৭) الدِّيْن বলতে, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা, রসূলের আনুগত্য করা এবং তাওহীদ (একত্ববাদ) ও শরীয়তকে মেনে নেওয়া। এটাই ছিল প্রত্যেক নবীর দ্বীন। এরই প্রতি তাঁরা স্ব-স্ব জাতিকে আহবান করেছেন। যদিও প্রত্যেক নবীর শরীয়ত ও নিয়ম-পদ্ধতির মধ্যে আংশিক পার্থক্য ছিল। যেমন আল্লাহ বলেন, {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا} অর্থাৎ, তোমাদের প্রত্যেকের জন্য এক একটি শরীয়ত (আইন) ও স্পষ্ট পথ নির্ধারণ করেছি। *(সূরা মাইদাহ ৪৮ আয়াত)* কিন্তু উল্লিখিত মৌলিক বিষয়ে সবাই শরীক ছিলেন। এই কথাটাকেই নবী ﷺ তাঁর এই ভাষায় ব্যক্ত করেছেন, "আমরা নবীরা হলাম বৈমাত্রেয় ভাইস্বরূপ। আমাদের সকলের দ্বীন একটাই।" *(সহীহ বুখারী ইত্যাদি)* আর সেই একটি দ্বীন হল তাওহীদ (একত্ববাদ) ও রসূলের আনুগত্যের নাম। অর্থাৎ, এঁদের (ঐক্যের) সম্পর্ক এমন আংশিক মসলা-মাসায়েলের সাথে নয়, যে ব্যাপারসমূহে দলীলাদির পরস্পর বিরোধ থাকে। অথবা যে ব্যাপারগুলোতে বুঝার মধ্যে কখনো তারতম্য ও তফাৎ থাকে। কেননা, এগুলোর ব্যাপারে নিজ নিজ ইজতিহাদী দ্বিমত অথবা মতবিরোধ সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে। এই কারণে এই শ্রেণীর গৌণ বিষয়াবলী ভিন্ন ভিন্ন হয় এবং হতে পারে। কিন্তু তাওহীদ ও আনুগত্য (দ্বীনের) কোন আংশিক বিষয় না, বরং তা হল (দ্বীনের) মৌলিক বিষয় যার উপর কুফ্‌রী ও ঈমানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

(৩৮) কেবল এক আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর আনুগত্য (অথবা তাঁর রসূলের আনুগত্য যা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই আনুগত্য) করাই হল ঐক্যের ও ভ্রাতৃত্বের মূল। আর তাঁর ইবাদত ও আনুগত্য থেকে বিমুখতা অথবা এতে অন্যকে শরীক করা হল বিচ্ছিন্নতা ও অনৈক্যের শিকড়। যাকে মহান আল্লাহ 'মতভেদ করো না' বলে নিষেধ করেছেন।

(৩৯) আর তা হল সেই তাওহীদ এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য।

(৪০) অর্থাৎ, যাকে হিদায়াত পাওয়ার যোগ্য মনে করেন, তাকে হিদায়াতের জন্য নির্বাচন করে নেন।

(৪১) অর্থাৎ, আল্লাহর দ্বীন অবলম্বন করার এবং তাঁরই জন্য ইবাদতকে বিশুদ্ধ করার তাওফীক তাকেই দান করেন, যে তাঁর আনুগত্য ও ইবাদতের প্রতি প্রত্যাবর্তিত হয়।

(৪২) অর্থাৎ, জ্ঞান অর্থাৎ হিদায়াত আসার এবং হুজ্জত কায়েম হওয়ার পর তারা মতবিরোধ ও অনৈক্যের পথ অবলম্বন করেছে। অথচ তখন মতবিরোধ করার কোনই বৈধতা অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু কেবল বিদ্বেষ, শত্রুতা এবং জিদ ও হিংসাবশতঃ তারা এ কাজ করেছে। এ থেকে কেউ কেউ ইয়াহুদী এবং কেউ কেউ মক্কার কুরাইশদেরকে বুঝিয়েছেন।

(৪৩) অর্থাৎ, তাদের শাস্তি দানের ব্যাপারে বিলম্ব করার ফায়সালা যদি পূর্বে থেকেই হয়ে না থাকত, তবে সত্বর আযাব প্রেরণ ক'রে তাদেরকে ধ্বংস ক'রে দেওয়া হত।

(৪৪) এ থেকে ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদেরকে বুঝানো হয়েছে, যাদেরকে তাদের পূর্বেকার ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের পর তাওরাত ও ইঞ্জীলের উত্তরাধিকারী বানানো হয়। অথবা আরবদেরকে বুঝানো হয়েছে; যাদের মাঝে আল্লাহ কুরআন অবতীর্ণ করেন এবং তাদেরকে কুরআনের উত্তরাধিকারী বানান। প্রথম অর্থের দিক দিয়ে, الكتاب (গ্রন্থ) বলতে, তাওরাত ও ইঞ্জীল এবং দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়ে তা হবে, কুরআন।

(৪৫) অর্থাৎ, তাদের ঐ অনৈক্য ও সন্দেহের জন্য যার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তুমি তাদেরকে তাওহীদের প্রতি আহবান কর এবং এর উপর অটল থাক।

(৪৬) অর্থাৎ, তারা তাদের খেয়াল-খুশী ও প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে যে জিনিসগুলো গড়ে নিয়েছে যেমন, মূর্তিপূজা ইত্যাদি, তাতে তুমি তাদের অনুসরণ করো না।

بَيْنَكُمْ اللهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ(١٥)

'আল্লাহ যে গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, আমি তাতে বিশ্বাস করি এবং তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে আদিষ্ট হয়েছি।[৪৭] আল্লাহই আমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের প্রতিপালক। আমাদের কর্ম আমাদের জন্য এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের জন্য। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোন বিবাদ-বিসম্বাদ নেই।[৪৮] আল্লাহই আমাদেরকে একত্রিত করবেন এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন।'

وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ(١٦)

(১৬) আল্লাহকে মেনে নেওয়ার পর যারা তাঁর সম্পর্কে বিতর্ক করে[৪৯] তাদের যুক্তিতর্ক তাদের প্রতিপালকের দৃষ্টিতে অসার।[৫০] ওরা তাঁর ক্রোধের পাত্র এবং ওদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

اللهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ (١٧)

(১৭) আল্লাহই সত্যসহ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন এবং (অবতীর্ণ করেছেন) তুলাদন্ড।[৫১] আর তুমি কি জান, সম্ভবতঃ কিয়ামত আসন্ন?[৫২]

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ

(১৮) যারা এ বিশ্বাস করে না, তারাই এ ত্বরান্বিত করতে চায়,[৫৩] কিন্তু যারা বিশ্বাসী, তারা ওকে ভয় করে[৫৪] এবং জানে তা সত্য। জেনে রাখ, কিয়ামত সম্পর্কে যারা বাক্-বিতন্ডা করে[৫৫] তারা ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে।[৫৬]

---

(৪৭) অর্থাৎ, যখনই তোমরা নিজেদের কোন বিবাদ নিয়ে আমার কাছে আসবে, তখনই আমি আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ইনসাফের সাথে তার ফায়সালা করব।

(৪৮) অর্থাৎ, কোন ঝগড়া নেই। কারণ, সত্য সুস্পষ্টরূপে বিকশিত হয়ে গেছে।

(৪৯) অর্থাৎ, এই মুশরিকরা মুসলিমদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করে, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কথা মেনে নিয়েছে। যাতে তাদেরকে পুনরায় সত্য পথ থেকে ফিরিয়ে দেয়। অথবা এর লক্ষ্য হল, ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানরা। যারা মুসলিমদের সাথে তর্ক করত এবং বলত, আমাদের ধর্ম তোমাদের ধর্মের চেয়েও উত্তম এবং আমাদের নবী হলেন তোমাদের নবীর পূর্বে, অতএব আমরা তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

(৫০) دَاحِضَةٌ এর অর্থ, দুর্বল, বাতিল, অসার, ভিত্তিহীন।

(৫১) الْكِتَابَ বলতে সকল কিতাব। অর্থাৎ, সমস্ত নবীদের উপর যত কিতাবই অবতীর্ণ হয়েছে, সে সবই ছিল সত্য। অথবা বিশেষভাবে কুরআন মাজীদকে বুঝানো হয়েছে এবং তার সত্যতাকে সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরা হয়েছে। 'মীযান' (তুলাদন্ড বা দাঁড়িপাল্লা)র অর্থ, ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচার। ইনসাফকে দাঁড়িপাল্লা বলে এই জন্য আখ্যায়িত করা হয়েছে যে, তা হল সমতা ও সুবিচারের যন্ত্র। এর মাধ্যমেই মানুষের মাঝে সমতা বজায় রাখা সম্ভব। এরই সমর্থক হল (নিম্নের) এই আয়াতগুলো, {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمْ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسطِ} অর্থাৎ, আমি আমার রসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব এবং মীযান, যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে।" *(সূরা হাদীদ ২৫ আয়াত)* {وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، أَلاَّ تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ} অর্থাৎ, তিনি আকাশকে সমুন্নত এবং স্থাপন করেছেন তুলাদন্ড। যাতে তোমরা সীমলঙ্ঘন না কর তুলাদন্ডে। তোমরা ন্যায্য ওজন কায়েম কর এবং ওজনে কম দিয়ো না।" *(সূরা রহমান ৭-৯ আয়াত)*

(৫২) قريب 'মুযাক্কার' (পুংলিঙ্গ) এবং 'মুআন্নাষ' (স্ত্রীলিঙ্গ) উভয়েরই 'সিফাত' (বিশেষণ) হিসাবে ব্যবহার হয়; বিশেষ করে 'মউসুফ' (বিশেষ্য) যদি কোন প্রাণী না হয়। যেমনঃ {إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ} *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

(৫৩) অর্থাৎ, বিদ্রূপ স্বরূপ এই মনে করে যে, তা কি আর আসবে নাকি? তাই বলে, 'কিয়ামত সত্বর আসুক।'

(৫৪) প্রথম কারণ ঃ তারা এর সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে পূর্ণ বিশ্বাসী। দ্বিতীয় কারণ ঃ তারা ভয় পায় যে, সেদিন বেলাগ হিসাব হবে, অতএব তারাও আবার আল্লাহর পাকড়াও-এর আওতায় এসে পড়বে কি না। যেমন, অন্যত্র এসেছে, {وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ} অর্থাৎ, আর যারা তাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে --এই বিশ্বাসে তাদের যা দান করবার তা দান করে ভীত-কম্পিত হৃদয়ে। *(সূরা মু'মিনূন ৬০ আয়াত)*

(৫৫) يُمَارُونَ এর উৎপত্তি হল, مِرَاء ধাতু থেকে; যার অর্থ হল, তর্ক-ঝগড়া। অথবা এর উৎপত্তি হল, مِرْيَةٌ ধাতু থেকে; যার অর্থ, সন্দেহ-সংশয়। অর্থাৎ, কিয়ামত সম্পর্কে যারা সন্দেহ পোষণ করে---।

(৫৬) কেননা, তারা এই দলীলগুলো নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না, যা তাদের ঈমান আনার কারণ হতে পারে। অথচ এই দলীলগুলো দিবারাত্রি তারা পরিদর্শন করছে। তা তাদের চোখের সামনে দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে এবং তা তাদের জ্ঞান-বিবেকে

فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلالٍ بَعِيدٍ (١٨)

(১৯) আল্লাহ তাঁর দাসদের প্রতি অতি দয়ালু ; তিনি যাকে ইচ্ছা রুযী দান করেন। আর তিনিই প্রবল, পরাক্রমশালী।

اللهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ العَزِيزُ (١٩)

(২০) যে ব্যক্তি পরলোকের ফসল কামনা করে, আমি তার জন্য পরলোকের ফসল বর্ধিত ক'রে দিই[৫৭] এবং যে কেউ ইহলোকের ফসল কামনা করে, আমি তাকে তারই কিছু দিই,[৫৮] আর পরলোকে এদের জন্য কোন অংশ থাকবে না।[৫৯]

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ (٢٠)

(২১) এদের কি এমন কতকগুলি অংশী (উপাস্য) আছে যারা এদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন ধর্মের, যার অনুমতি আল্লাহ এদেরকে দেননি?[৬০] চূড়ান্ত ঘোষণা না থাকলে এদের বিষয়ে তো ফায়সালা হয়েই যেত। নিশ্চয়ই সীমালংঘনকারীদের জন্য কষ্টদায়ক শাস্তি রয়েছে।

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ وَلَوْلا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٢١)

(২২) তুমি সীমালংঘনকারীদেরকে ওদের কৃতকর্মের জন্য ভীত-সন্ত্রস্ত দেখবে;[৬১] অথচ ওদের ওপর আপতিত হবে তা(র শাস্তি)।[৬২] যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, তারা জান্নাতের বাগানসমূহে প্রবেশ করবে, তারা যা কিছু চাইবে, তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তাই পাবে। এটিই তো মহা অনুগ্রহ।

تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الكَبِيرُ (٢٢)

(২৩) আল্লাহ এ সুসংবাদই তাঁর দাসদেরকে দেন, যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে। বল, 'আমি আমার আহবানের জন্য তোমাদের নিকট হতে আত্মীয়তার সৌহার্দ্য ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান চাই না।'[৬৩] আর যে উত্তম কাজ করে, আমি তার জন্য এতে কল্যাণ

ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي

আসতে পারে। তাই তারা সত্য থেকে অনেক দূরে ছিটকে পড়েছে।

(৫৭) حَرْثٌ এর অর্থ বীজ বপন অথবা ফসল। এখানে রূপকার্থে আমলের ফলাফল এবং তার উপকারিতার জন্য তা ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি নিজের সমস্ত আমল ও চেষ্টা-চরিত্র দ্বারা আখেরাতের নেকী ও সওয়াব লাভের আশা করবে, তার আখেরাতের ফসলকে আল্লাহ বাড়িয়ে দিবেন। একটি নেকীর প্রতিদান দশ থেকে সাতশগুণ পর্যন্ত বরং তার থেকেও বেশী গুণ দান করবেন।

(৫৮) অর্থাৎ, দুনিয়া কামনাকারী দুনিয়া তো পায়। তবে ততটা নয়, যতটা সে চায়; বরং ততটা, যতটা আল্লাহ চান ও তাঁর লিখিত তকদীরে নির্ধারিত থাকে।

(৫৯) এটা সেই বিষয়ই যা সূরা বানী ইসরাঈলের ১৮নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, দুনিয়া তো আল্লাহ প্রত্যেককেই ততটা অবশ্যই দেন, যতটা তিনি তার ভাগ্যে নির্ধারিত করে রেখেছেন; যে দুনিয়া চায় তাকেও এবং যে আখেরাত চায় তাকেও। কেননা, তিনিই সকলের রুযীর দায়িত্ব নিয়ে রেখেছেন। তবে যে আখেরাত কামনা করে অর্থাৎ, আখেরাতের জন্য পরিশ্রম ও মেহনত করে, তাকে কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً (বহুগুণ) নেকী ও সওয়াব দান করবেন। পক্ষান্তরে দুনিয়া কামনাকারীর জন্য আখেরাতে জাহান্নামের আযাব ব্যতীত কিছুই থাকবে না। এখন মানুষের চিন্তা-ভাবনা করে দেখা দরকার যে, তার লাভ দুনিয়া কামনা করাতে, না আখেরাত কামনা করাতে।

(৬০) অর্থাৎ, শির্ক ও পাপাচরণ; যার নির্দেশ আল্লাহ দেননি। তাদের মনগড়া শরীকরা তাদেরকে এই পথে লাগিয়ে দিয়েছে।

(৬১) অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন।

(৬২) ভয় করায় কোন লাভ হবে না। কেননা, নিজেদের কৃতকর্মের শাস্তি তো তাদেরকে ভোগ করতেই হবে।

(৬৩) কুরাইশ গোত্রগুলো এবং নবী ﷺ-এর মাঝে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। আয়াতের অর্থ একেবারে পরিষ্কার যে, আমি ওয়ায-নসীহত এবং দ্বীনের দাওয়াতের কোন পারিশ্রমিক তোমাদের কাছে চাই না। তবে একটি জিনিস অবশ্যই চাই যে, আমার ও তোমাদের মাঝে যে আত্মীয়তা আছে, তার খেয়াল কর। আমার দাওয়াতকে তোমরা মেনে নিচ্ছ না, তো নিয়ো না। এটা তোমাদের ইচ্ছার ব্যাপার। কিন্তু আমার অনিষ্ট করা হতে তো বিরত থাক। তোমরা আমার বন্ধু ও সহায়ক হতে না পারলেও আত্মীয়তার খাতিরে আমাকে কষ্ট দিয়ো না এবং আমার পথে বাধা হয়ো না, যাতে আমি রিসালাতের দায়িত্ব পালন করতে পারি। ইবনে আব্বাস ﷺ-এর অর্থ করেছেন, আমার ও তোমাদের মাঝে যে আত্মীয়তা আছে, তা বজায় রাখ। *(বুখারী ঃ তাফসীর সূরা আশ্-শুরা)* নবী ﷺ-এর বংশ অবশ্যই মর্যাদা-সম্মানের দিক দিয়ে দুনিয়ার সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত বংশ। এই বংশের প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা রাখা এবং তাঁদেরকে ইজ্জত ও সম্মান দান করা, ঈমানের অংশ। কেননা, নবী ﷺ বহু হাদীসে তাঁদেরকে সম্মান ও হিফাযত করার ব্যাপারে তাকীদ করেছেন। পক্ষান্তরে এই আয়াতের কোনই সম্পর্ক সে বিষয়ের সাথে নেই, যে বিষয়কে

বর্ধিত করি।[৬৪] নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অতীব গুণগ্রাহী।[৬৫]

الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْناً إِنَّ اللهَ غَفُورٌ شَكُورٌ (٢٣)

(২৪) ওরা কি বলতে চায় যে, 'সে (মুহাম্মাদ) আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে'? (যদি তাই হত) তাহলে (হে মুহাম্মাদ!) আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমার হৃদয়ে মোহর ক'রে দিতেন।[৬৬] আল্লাহ মিথ্যাকে মুছে দেন[৬৭] এবং নিজ বাণী দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। অন্তরে যা আছে সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহে সবিশেষ অবহিত।

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِباً فَإِنْ يَشَأْ اللهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (٢٤)

(২৫) তিনিই তাঁর দাসদের তওবা কবুল করেন[৬৮] এবং পাপ মোচন করেন। আর তোমরা যা কর, তিনি তা জানেন।

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (٢٥)

(২৬) তিনি বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণদের আহবানে সাড়া দেন[৬৯] এবং তাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ বর্ধিত করেন; আর অস্বীকারকারীদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (٢٦)

(২৭) আল্লাহ তাঁর সকল দাসকে রুযীতে প্রাচুর্য দিলে তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করত;[৭০] কিন্তু তিনি যে পরিমাণ ইচ্ছা সে পরিমাণই দিয়ে থাকেন। তিনি তাঁর দাসদেরকে সম্যক জানেন এবং দেখেন।

وَلَوْ بَسَطَ اللهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ (٢٧)

(২৮) ওদের হতাশাগ্রস্ত হয়ে যাওয়ার পর তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন[৭১] এবং তাঁর করুণা বিস্তার করেন। তিনিই তো অভিভাবক,

وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ

শিয়ারা প্রমাণ করতে চেয়েছে। তারা টেনে-হেঁচড়ে এই আয়াতকে নবী-বংশের প্রতি ভালবাসার সাথে জুড়ে দেয়। আর এই বংশের আওতায় কারা পড়ে তার ব্যক্তিত্বও তারা আলী, ফাতিমা এবং হাসান-হুসাইন (রাযিয়াল্লাহ আনহুম) পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ক'রে দিয়েছে। অনুরূপ তাঁদেরকে ভালবাসার অর্থ তাদের কাছে এই যে, তাঁদেরকে নিষ্পাপ এবং ইলাহী এখতিয়ারের মালিক মনে করতে হবে। অন্য দিকে মক্কার কাফেরদের কাছে তবলীগের বিনিময় স্বরূপ স্বীয় বংশীয় ভালবাসা প্রার্থনা অতীব বিস্ময়কর ব্যাপার; যা নবী ﷺ-এর সুউচ্চ মর্যাদার তুলনায় অনেক নিম্নতর। তাঁর তবলীগকে গ্রহণ না করা সত্ত্বেও তাঁর দাবী কেবল এই ছিল যে, আত্মীয়তার ভিত্তিতে ভালবাসা প্রতিষ্ঠিত রাখা হোক। তাছাড়া এই আয়াত ও সূরাটি হল মক্কী। তখন আলী ও ফাতিমা (রাযিআল্লাহু আনহুমা)র মধ্যে বিবাহ বন্ধন সম্পন্ন হয়নি। অর্থাৎ, তখনও পর্যন্ত এ বংশ অস্তিত্বে আসেনি, যার প্রতি মনগড়া ভালবাসা রাখার প্রমাণ এই আয়াত থেকে করা হয়।

(৬৪) অর্থাৎ, নেকী ও সওয়াবে বৃদ্ধি দান করি। অথবা নেকীর পর তার প্রতিদানে আরো নেকী করার তাওফীক দান করি। যেমন, পাপের প্রতিফল স্বরূপ অনেকে আরো অধিক পাপে লিপ্ত হয়ে থাকে।

(৬৫) এই জন্য তিনি গোপন করেন ও ক্ষমা ক'রে দেন এবং বেশী বেশী ক'রে নেকী দান করেন।

(৬৬) অর্থাৎ, এই অপবাদে যদি সত্যতা থাকত, তবে আমি তোমার অন্তরে মোহর মেরে দিতাম। যার ফলে সেই কুরআনই মিটে যেত, যা তোমার নিজের মনগড়া বলে দাবী করা হয়। অর্থাৎ, আমি তোমাকে এর কঠিন শাস্তি দিতাম।

(৬৭) এই কুরআনও যদি বাতিল হত (যা মিথ্যুকদের দাবী), তবে অবশ্যই মহান আল্লাহ একেও মিটিয়ে দিতেন। কারণ, এটাই (বাতিলকে মিটিয়ে দেওয়া হল) তাঁর নীতি।

(৬৮) তওবার অর্থ হল, পাপের জন্য অনুতপ্ত হওয়া এবং আগামীতে তা আর না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা। কেবল মুখে 'তওবা-তওবা' করা অথবা গুনাহ বা পাপ ত্যাগ না করে তাওবা প্রকাশ করে গেলেই তাওবা হয় না। এটা তো ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করা হয়। নিষ্ঠাপূর্ণ ও সত্যিকার তাওবা আল্লাহ অবশ্যই কবুল করেন।

(৬৯) অর্থাৎ, তাদের দুআ ও প্রার্থনা শোনেন এবং তাদের যাবতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন। তবে শর্ত হল, দুআর আদবসমূহ ও তার শর্তাবলীর প্রতি পূর্ণ যত্নবান হতে হবে। আর হাদীসে এসেছে যে, "মহান আল্লাহ তাঁর বান্দার তাওবায় সেই ব্যক্তির চেয়েও অধিক আনন্দিত হন, যার সওয়ারী মরুপ্রান্তরে খানা-পানিসহ নিখোঁজ হয়ে যায় এবং সে নিরাশ হয়ে কোন গাছের ছায়ায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। অতঃপর (ঘুম থেকে উঠে) হঠাৎ সে তার সাওয়ারী পেয়ে যায় এবং আনন্দে আত্মহারা হয়ে তার মুখ থেকে বের হয়ে যায়, 'হে আল্লাহ! তুমি আমার বান্দা আর আমি তোমার প্রভু।' অর্থাৎ, আনন্দে আত্মহারা হয়ে ভুল বলে ফেলে।" *(মুসলিম, কিতাবুত্ তাওবাহ)*

(৭০) অর্থাৎ, যদি মহান আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমানভাবে প্রয়োজনেরও বেশী রুযীর উপায়-উপকরণসমূহ দান করতেন, তবে তার ফল এই হত যে, কেউ কারো পরাধীনতা স্বীকার করত না। প্রত্যেক ব্যক্তি ফিতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি এবং সীমালঙ্ঘন করার ব্যাপারে অন্যের থেকে এক ধাপ এগিয়ে থাকত। আর এইভাবে পৃথিবী বিপর্যয়ে ভরে যেত।

(৭১) যা বিভিন্ন প্রকারের রুযী উৎপাদনের ব্যাপারে সর্বাধিক উপকারী এবং অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এই বৃষ্টি যখন হতাশার পর হয়,

প্রশংসার্হ।[৭২]

وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ (٢٨)

(২৯) তাঁর অন্যতম নিদর্শন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং এ দুয়ের মধ্যে তিনি যে সব জীবজন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন সেগুলি; তিনি যখন ইচ্ছা তখনই ওদেরকে সমবেত করতে সক্ষম।[৭৩]

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ (٢٩)

(৩০) তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে তা তো তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল এবং তোমাদের অনেক অপরাধ তিনি ক্ষমা ক'রে দেন।[৭৪]

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ (٣٠)

(৩১) তোমরা পৃথিবীতে (আল্লাহর ইচ্ছাকে) ব্যর্থ করতে পারবে না।[৭৫] আর তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নেই, সাহায্যকারীও নেই।

وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ (٣١)

(৩২) তাঁর অন্যতম নিদর্শন সমুদ্রগামী পাহাড় তুল্য নৌযানসমূহ।[৭৬]

وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِي فِي الْبَحْرِ كَالأَعْلامِ (٣٢)

(৩৩) তিনি ইচ্ছা করলে বায়ুকে স্তব্ধ ক'রে দিতে পারেন; ফলে নৌযানসমূহ সমুদ্রের বুকে নিশ্চল হয়ে পড়বে। নিশ্চয়ই এতে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।

إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (٣٣)

(৩৪) তিনি তাদের (আরোহীদের) কৃতকর্মের জন্য নৌযানগুলিকে ধ্বংস ক'রে দিতে পারেন[৭৭] এবং অনেককে তিনি ক্ষমাও করেন।[৭৮]

أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ (٣٤)

(৩৫) যাতে আল্লাহর নিদর্শনাবলী সম্পর্কে যারা বিতর্ক করে[৭৯] তারা জানতে পারে যে, তাদের কোন নিষ্কৃতি নেই।[৮০]

وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ (٣٥)

তখনই এই নিয়ামতের প্রতি সঠিক অনুভূতি সৃষ্টি হয়। আর মহান আল্লাহর এ রকম করার কৌশলও হল এটাই, যাতে বান্দা আল্লাহর নিয়ামতের কদর করে এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে।

(৭২) তিনি সমস্ত কৃতিত্বের মালিক। তিনিই তাঁর নেক বান্দাদের আহারের ব্যবস্থা করেন। সর্বপ্রকার উপকারী জিনিস দানে ধন্য করেন। যাবতীয় অনিষ্টকর এবং ক্ষতিকর জিনিস হতে তাদেরকে হিফাযত করেন। তিনি তাঁর অসংখ্য নিয়ামত এবং সীমাহীন অনুগ্রহের দরুন প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য।

(৭৩) دَابَّــةٌ (যমীনে বিচরণশীল জীব) একটি ব্যাপক শব্দ; যাতে মানুষ ও জ্বিন ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত জীব-জন্তু শামিল। যাদের আকৃতি, রঙ, ভাষা, স্বভাব ও রুচি এবং প্রকার ও শ্রেণী একে অপর থেকে অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন। আর তারা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে রয়েছে। এদের সকলকেই মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন একই ময়দানে একত্রিত করবেন।

(৭৪) এ থেকে উদ্দেশ্য যদি ঈমানদাররা হয়, তবে অর্থ হবে, তোমাদের কোন কোন পাপের কাফ্ফারা সেই বিপদাপদ হয়, যা তোমাদের গুনাহের কারণে তোমাদের উপর আপতিত হয় এবং কিছু গুনাহ মহান আল্লাহ তো এমনিই ক্ষমা ক'রে দেন। আল্লাহর সত্তা বড়ই দয়ালু। ক্ষমা ক'রে দেওয়ার পর আখেরাতে এর জন্য আর পাকড়াও করবেন না, হাদীসে এসেছে যে, "মু'মিন যে কোন কষ্ট এবং দুশ্চিন্তা ও দুঃখের শিকার হয়; এমনকি তার পায়ে কাঁটাও যদি ঢুকে যায়, তাহলে তার ফলে মহান আল্লাহ তার গুনাহ মাফ ক'রে দেন।" *(বুখারী ঃ কিতাবুল মারযা, মুসলিম ঃ কিতাবুল বির্র)* পক্ষান্তরে উদ্দেশ্য ও সম্বোধন যদি ব্যাপক ও সাধারণ হয়, তাহলে অর্থ হবে, দুনিয়াতে যে বিপদাপদের তোমরা সম্মুখীন হও, এ সবই তোমাদের পাপের ফল। অথচ মহান আল্লাহ অনেক পাপ তো এমনিই মাফ ক'রে দেন। অর্থাৎ, হয় চিরদিনকার জন্য মাফ ক'রে দেন। অথবা পাপের শাস্তি সত্বর দেন না। (আর শাস্তি দানে বিলম্ব করাও এক প্রকার ক্ষমাশীলতা) যেমন, অন্যত্র বলেছেন, {وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّــةٍ} অর্থাৎ, আল্লাহ যদি মানুষকে তাদের কৃতকর্মের কারণে পাকড়াও করতেন, তবে ভূপৃষ্ঠে চলমান কাউকে ছেড়ে দিতেন না।" *(সূরা ফাত্বির ৪৫ আয়াত, সূরা নাহ্লের ৬১নং আয়াতও এই অর্থেরই।)*

(৭৫) অর্থাৎ, তোমরা পালিয়ে কোন এমন স্থানে যেতে পারবে না, যেখানে তোমরা আমার পাকড়াও থেকে রেহাই পেতে পার অথবা যে বিপদ আমি তোমাদের উপর প্রেরণ করতে চাই, তা থেকে তোমরা বেঁচে যাও।

(৭৬) الجَوَارِ অথবা الجَوَارِيْ হল, جَارِيَةٌ (চলমান)এর বহুবচন। অর্থ, নৌকা ও পানিজাহাজসমূহ। এগুলো মহান আল্লাহর পরিপূর্ণ শক্তির নিদর্শন। সমুদ্রে ভাসমান পাহাড়সম নৌযান ও জাহাজসমূহ তাঁরই নির্দেশে চলমান। তিনি নির্দেশ দিলে এগুলো সমুদ্রপৃষ্ঠে নিশ্চল হয়ে পড়বে।

(৭৭) অর্থাৎ, সমুদ্রকে নির্দেশ দিলে তাতে উত্তাল তরঙ্গ সৃষ্টি হবে এবং তারা তাতে ডুবে যাবে।

(৭৮) তা না হলে সমুদ্রে সফরকারীদের কেউ নিরাপদে ফিরে আসত না।

(৭৯) অর্থাৎ, তা অস্বীকার করে।

(৮০) অর্থাৎ, পালিয়ে আল্লাহর আযাব থেকে তারা নিষ্কৃতি লাভ করতে পারবে না।

فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (٣٦)

(৩৬) বস্তুতঃ তোমাদেরকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে, তা পার্থিব জীবনের ভোগ;[৮১] কিন্তু আল্লাহর নিকট যা আছে, তা উত্তম ও চিরস্থায়ী[৮২] তাদের জন্য, যারা বিশ্বাস করে ও তাদের প্রতিপালকের ওপর নির্ভর করে।

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (٣٧)

(৩৭) এবং যারা মহাপাপ ও অশ্লীল কাজ হতে দূরে থাকে এবং ক্রোধান্বিত হলে ক্ষমা ক'রে দেয়।[৮৩]

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (٣٨)

(৩৮) এবং যারা তাদের প্রতিপালকের আহবানে সাড়া দেয়,[৮৪] নামায প্রতিষ্ঠা করে,[৮৫] আপোসে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে[৮৬] এবং তাদেরকে যে রুযী দিয়েছি, তা হতে ব্যয় করে।

([৮১]) যা সামান্য এবং তুচ্ছ। যদিও কারূনের ধনভান্ডারও হয় (তবুও)। কাজেই তা পেয়ে ধোঁকায় পতিত হয়ো না। কেননা, তা হল ক্ষণস্থায়ী ও ধ্বংসশীল।

([৮২]) অর্থাৎ, যাবতীয় নেক কাজের যে প্রতিদান আল্লাহর কাছে পাওয়া যাবে, তা পার্থিব ধন-সম্পদ থেকে অনেক গুণ বেশী উত্তম এবং চিরস্থায়ী। কারণ, তা নষ্টযোগ্য ও ধ্বংসশীল নয়। অতএব ইহকালকে পরকালের উপরে প্রাধান্য দিও না। এ রকম করলে অনুতপ্ত হতে হবে।

([৮৩]) অর্থাৎ, মানুষকে ক্ষমা ক'রে দেওয়া হল তাদের প্রকৃতি ও স্বভাবের অংশ; প্রতিশোধ গ্রহণ করা নয়। যেমন, রসূল ﷺ-এর সম্পর্কে এসেছে যে, ((مَا انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ قَطُّ إِلاَّ أَنْ تُنْتَهَكَ حُرُمَاتُ اللهِ)) "তিনি নিজের জন্য কোন দিন প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। তবে আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করা হলে, তার ব্যাপার হত ভিন্ন। (অর্থাৎ, এই ক্ষেত্রে তিনি আল্লাহর নিমিত্তে তার প্রতিশোধ নিতেন)।" *(বুখারী ঃ আদব অধ্যায়)*

([৮৪]) অর্থাৎ, তারা তাদের প্রতিপালকের নির্দেশ মান্য করে, তাঁর রসূলের অনুসরণ করে এবং যে কাজ করলে তাঁর তিরস্কারের শিকার হতে হবে, তা থেকে বিরত থাকে।

([৮৫]) এখানে নামাযের যত্ন নেওয়া এবং তা কায়েম ও প্রতিষ্ঠা করার কথা বিশেষ করে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, যাবতীয় ইবাদতের মধ্যে তাঁর গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী।

([৮৬]) شُوْرَى শব্দ ذِكْرَى এবং بُشْرَى শব্দের মত 'মুফাআলা' থেকে 'ইসমে মাসদার' (ক্রিয়া বিশেষ্য)। অর্থাৎ, ঈমানদাররা প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ আপোসে পরামর্শ ক'রে করে। নিজের মতকেই শেষ মত ভাবে না। নবী করীম ﷺ-কেও মহান আল্লাহ নির্দেশ দেন যে, মুসলিমদের সাথে পরামর্শ কর। *(সূরা আলে-ইমরান ১৫৯)* তাই তিনি যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারে এবং অন্যান্য সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যকলাপে পরামর্শ করার প্রতি চরম যত্ন নিতেন। এ থেকে মুসলিমদের মনে উৎসাহ সৃষ্টি হত এবং বিষয়সমূহের বিভিন্ন দিক পরিষ্কার হয়ে যেত। উমার ﷺ যখন বল্লমের আঘাতে আহত হয়ে গেলেন এবং জীবনের কোন আশাই অবশিষ্ট থাকল না, তখন তিনি খেলাফতের ব্যাপারে পরামর্শ করার জন্য ছয়জনের নাম নিলেন; উসমান, আলী, ত্বালহা, যুবায়ের, সা'দ এবং আব্দুর রাহমান বিন আউফ ﷺ। তাঁরা আপোসে পরামর্শ করলেন এবং অন্যান্য লোকদের সাথেও পরামর্শ করলেন। অতঃপর উসমান ﷺ-কে খেলাফতের জন্য নির্বাচন করলেন। কেউ কেউ পরামর্শ করার এই নির্দেশ ও তাকীদকে দলীল বানিয়ে রাজতন্ত্র খন্ডন করেন এবং গণতন্ত্র সাব্যস্ত করেন। অথচ পরামর্শ করার যত্ন রাজতন্ত্রেও নেওয়া হয়। বাদশাহরও পরামর্শসভা হয়। যে সভায় প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা হয়। তাই এই আয়াত দ্বারা রাজতন্ত্রের অস্বীকৃতি অবশ্যই হয় না। এ ছাড়া গণতন্ত্র ও পরামর্শ করার অর্থ একই মনে করাও একেবারে ভুল। পরামর্শ যে কোন লোক দ্বারা হয় না, আর না যেনতেন লোকের নিকট থেকে তার প্রয়োজন হয়। পরামর্শ করার অর্থ, এমন লোকদের সাথে পরামর্শ করা, যারা সেই বিষয়ের স্পর্শকাতরতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বোঝে, যে বিষয়ে পরামর্শ করার দরকার হয়। যেমন, কোন বাড়ী বা ব্রিজ ইত্যাদি নির্মাণ করার জন্য কোন ঘোড়ার গাড়ি- চালক, দর্জি অথবা রিক্সা-চালকের সাথে নয়, বরং ইঞ্জিনিয়ারের সাথে পরামর্শ করতে হবে। কোন রোগ ও চিকিৎসার ব্যাপারে পরামর্শ করার প্রয়োজন হলে ডাক্তার ও বিশেষজ্ঞদের সাথে করতে হবে (কসাই ও কামারের সাথে নয়)। গণতন্ত্রে কিন্তু এর বিপরীতই হয়। প্রত্যেক সাবালককে পরামর্শদানের যোগ্য মনে করা হয়। তাতে সে যদি মূর্খ, নিরক্ষর, নির্বোধ এবং রাজনৈতিক স্পর্শকাতর ও সঙ্কটময় পরিস্থিতি সম্পর্কে একেবারে অনভিজ্ঞ হয়, তবুও। কাজেই 'পরামর্শ' শব্দ দ্বারা গণতন্ত্র সাব্যস্ত ও প্রমাণ করা গা-জোরামি ও প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। আর যেমন সমাজতন্ত্রের সাথে 'ইসলামী' শব্দ জুড়ে দিলেই সমাজতন্ত্র ইসলামের সম্মানে সম্মানিত হয়ে যায় না, অনুরূপ গণতন্ত্রের সাথে 'ইসলামী' তালি লাগিয়ে দিলেও পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রের লেবাসের উপর ইসলামী খেলাফতের শেরোয়ানী শোভনীয় হবে না। পাশ্চাত্যের এ বীজ ইসলামের মাটিতে অঙ্কুরিত হওয়া সম্ভব নয়।

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ (٣٩)

(৩৯) এবং যারা অত্যাচারিত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে।[৮৭]

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (٤٠)

(৪০) মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ।[৮৮] আর যে ক্ষমা ক'রে দেয় ও আপোস-নিষ্পত্তি করে, তার পুরস্কার আল্লাহর নিকট আছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ (٤١)

(৪১) তবে অত্যাচারিত হওয়ার পর যারা প্রতিশোধ গ্রহণ করে, তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না।

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٤٢)

(৪২) কেবল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, যারা মানুষের ওপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অহেতুক বিদ্রোহাচরণ ক'রে বেড়ায়। তাদের জন্যই রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُورِ (٤٣)

(৪৩) অবশ্যই যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে, নিশ্চয় তা দৃঢ়-সংকল্পের কাজ।

وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ (٤٤)

(৪৪) আল্লাহ কাউকেও পথভ্রষ্ট করলে তার জন্য তিনি ব্যতীত কোন অভিভাবক নেই। আর সীমালংঘনকারীরা যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন তুমি ওদেরকে বলতে শুনবে, আমাদের কি ফিরে যাওয়ার কোন উপায় নেই?

وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ (٤٥)

(৪৫) জাহান্নামের নিকট উপস্থিত করা হলে তুমি ওদেরকে দেখতে পাবে অপমানে অবনত হয়ে ওরা চোরা দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। আর যারা বিশ্বাস করেছে, তারা বলবে, 'আসল ক্ষতিগ্রস্ত তো তারাই; যারা কিয়ামতের দিন নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিজনবর্গকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। জেনে রেখো, সীমালংঘনকারীরা অবশ্যই স্থায়ী শাস্তি ভোগ করবে।'[৮৯]

وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ (٤٦)

(৪৬) আল্লাহর শাস্তির বিরুদ্ধে ওদের সাহায্য করার জন্য ওদের কোন অভিভাবক থাকবে না এবং আল্লাহ কাকেও পথভ্রষ্ট করলে তার কোন গতি নেই।

اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ (٤٧)

(৪৭) আল্লাহর নির্ধারিত সেই দিন আসার পূর্বে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের আহবানে সাড়া দাও, যা রদ্দ হবার নয়।[৯০] সেদিন তোমাদের কোন আশ্রয়স্থল থাকবে না এবং লুকিয়ে নিখোঁজ হওয়ার স্থানও না।[৯১]

---

(৮৭) অর্থাৎ, তারা প্রতিশোধ গ্রহণ করতে অপারগ নয়। প্রতিশোধ নিতে চাইলে নিতে পারে। কিন্তু শক্তি থাকা সত্ত্বেও তারা ক্ষমা ক'রে দেওয়াকে প্রাধান্য দেয়। যেমন, নবী করীম ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন এমন লোকদের ব্যাপারে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছিলেন, যারা ছিল তাঁর রক্তপিপাসু। হুদাইবিয়ার সন্ধির দিন তিনি সেই ৮০জন লোককে মাফ করে দিয়েছিলেন, যারা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল। লাবীদ ইবনে আ'স্বাম ইয়াহুদীর কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি, যে তাঁকে যাদু করেছিল। সেই ইয়াহুদী মহিলাকেও তিনি মাফ ক'রে দিয়েছিলেন, যে তাঁর খাদ্যে বিষ মাখিয়ে দিয়েছিল। যার কষ্ট তিনি জীবনের শেষে মরণ-মুহূর্তেও অনুভব করেছিলেন। *(ইবনে কাসীর)* (অবশ্য পরবর্তীতে তারই বিষে এক সাহাবীর মৃত্যু হলে তার খুনের বদলে তাকে হত্যা করা হয়েছিল।)

(৮৮) এটা হল 'কেসাস' (অনুরূপ প্রতিশোধ নেওয়া)এর অনুমতি। মন্দের বদলা যদিও মন্দ নয়, তবুও (শব্দে ও কর্মে) সাদৃশ্য বর্তমান থাকার কারণে এটাকেও মন্দ বলা হয়েছে।

(৮৯) অর্থাৎ, দুনিয়াতে কাফেররা আমাদেরকে বোকা, অনুন্নত ও ক্ষতিগ্রস্ত মনে করত। অথচ আমরা তো দুনিয়াতে আখেরাতকে প্রাধান্য দিতাম এবং পার্থিব ক্ষতির কোনই গুরুত্ব দিতাম না। আজ দেখে নাও, প্রকৃত ক্ষতির শিকার কারা হয়েছে; যারা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ক্ষতির কোনই পরোয়া করেনি এবং আজ যারা জান্নাতের সুখভোগ করছে তারা, নাকি তারা যারা দুনিয়াকেই সব কিছু ভেবে নিয়েছিল এবং আজ জাহান্নামের আযাবে পরিবেষ্টিত হয়েছে, যা থেকে নিষ্কৃতি লাভ সম্ভবই নয়?

(৯০) অর্থাৎ, যাকে রোধ করার এবং রদ্দ করার শক্তি কারো নেই।

(৯১) অর্থাৎ, তোমাদের জন্য কোন এমন স্থান হবে না, যেখানে তোমরা লুকিয়ে নিখোঁজ ও পরিচয়হীন হয়ে যাবে অথবা দৃষ্টিগোচর হবে না। যেমন অন্যত্র বলেন, {يَقُوْلُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُّ، كَلاَّ لاَ وَزَرَ، إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ} অর্থাৎ, সেদিন মানুষ বলবে, পলায়নের জায়গা কোথায়? না, কোন আশ্রয়স্থল নেই। তোমার পালনকর্তার কাছেই সেদিন ঠাঁই হবে। *(সূরা ক্বিয়ামাহ ১০- ১২)* অথবা نَكِير অর্থ, ইনকার (অস্বীকার) করা। অর্থাৎ, তোমরা নিজেদের পাপসমূহকে অস্বীকার করতে পারবে

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ الْبَلاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الإِنسَانَ كَفُورٌ(٤٨)

(৪৮) ওরা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, (হে মুহাম্মাদ!) তাহলে তোমাকে তো আমি ওদের রক্ষক ক'রে পাঠাইনি।(৯২) তোমার কাজ তো কেবল প্রচার ক'রে যাওয়া। আর আমি মানুষকে যখন আমার তরফ থেকে অনুগ্রহ(৯৩) আস্বাদন করাই, তখন সে এতে উৎফুল্ল হয়(৯৪) এবং যখন ওদের কৃতকর্মের জন্য ওদের বিপদ-আপদ(৯৫) ঘটে, তখন মানুষ হয়ে পড়ে অকৃতজ্ঞ।(৯৬)

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (٤٩)

(৪৯) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন;(৯৭) তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন।

أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (٥٠)

(৫০) অথবা দান করেন পুত্র-কন্যা উভয়ই(৯৮) এবং যাকে ইচ্ছা তাকে বন্ধ্যা ক'রে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান।

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلاَّ وَحْياً أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ

(৫১) কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় যে, আল্লাহ তার সঙ্গে সরাসরি কথা বলবেন ওহীর (প্রত্যাদেশ) মাধ্যম ব্যতিরেকে, অন্তরাল ব্যতিরেকে অথবা কোন দূত প্রেরণ ব্যতিরেকে; আর তখন আল্লাহ যা চান তা তাঁর অনুমতিক্রমে অহী (প্রত্যাদেশ) করেন;(৯৯)

না। কারণ, প্রথমতঃ সবকিছুই লিখিত থাকবে। দ্বিতীয়তঃ স্বয়ং মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও সাক্ষ্য দেবে। কিংবা যে আযাব তোমাদেরকে তোমাদের পাপের কারণে দেওয়া হবে, তোমরা সেই আযাবকে অস্বীকার করতে পারবে না। কেননা, পাপ স্বীকার করা ছাড়া কোন উপায় থাকবে না।

(৯২) যেমন, অন্যত্র বলেছেন, {لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ} (البقرة: ٢٧٢) তিনি আরো বলেন, {فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ} (الرعد: ٤٠) {فَذَكِّرْ إِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرٌ، لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ} (الغاشية: ٢١-٢٢) এ সব আয়াতের অর্থ হল, তোমার দায়িত্ব কেবল আল্লাহর বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। মেনে নিক, আর না নিক এ ব্যাপারে তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। কারণ, হিদায়াত দেওয়া তোমার এখতিয়ারে নেই। এটা কেবল আল্লাহরই এখতিয়ারাধীন।

(৯৩) অর্থাৎ, রুযী লাভের উপায়-উপকরণের প্রাচুর্য, শারীরিক সুস্থতা ও রোগশূন্যতা, সন্তান-সন্ততির আধিক্য এবং মর্যাদা-সম্মান ইত্যাদি।

(৯৪) অর্থাৎ, অহংকার ও গর্ব প্রদর্শন করে। নচেৎ আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহ পেয়ে আনন্দিত হওয়া অথবা খুশী প্রকাশ করা অপছন্দনীয় ব্যাপার নয়। কিন্তু তা হতে হবে নিয়ামতের বর্ণনা এবং কৃতজ্ঞতা স্বরূপ; অহংকার, গর্ব এবং লোকপ্রদর্শনের জন্য যেন না হয়।

(৯৫) অভাব-অনটন, অসুস্থতা, সন্তানহীনতা ইত্যাদি।

(৯৬) অর্থাৎ, সত্বর নিয়ামতসমূহ ভুলে যায় এবং নিয়ামত-দাতাকেও। এটা অধিকাংশ মানুষের অবস্থা অনুপাতে বলা হয়েছে, যাতে দুর্বল ঈমানের লোকেরাও শামিল। তবে আল্লাহর নেক বান্দা এবং পূর্ণ ঈমানের অধিকারী লোকদের অবস্থা এ রকম নয়। যেহেতু তারা কষ্টের সময় ধৈর্য ধরে এবং নিয়ামতসমূহের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। যেমন, রসূল ﷺ বলেছেন, "মুমিনের ব্যাপারটাই বিস্ময়কর! যদি তার কোন মঙ্গল আসে, তাহলে তাতে সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা করে। আর তা তার জন্য মঙ্গলময়। আবার যদি তার কোন অমঙ্গল আসে, তাহলে তাতে সে ধৈর্য ধরে। আর তাও তার জন্য মঙ্গলময়। এ মঙ্গল মু'মিন ছাড়া আর কারো জন্য নয়। *(মুসলিম)*

(৯৭) অর্থাৎ, বিশ্বজাহানে কেবল আল্লাহরই ইচ্ছা এবং তাঁরই নিয়ন্ত্রণ চলে। তিনি যা চান, তা-ই হয় এবং যা চান না, তা হয় না। অন্য কেউ এতে হস্তক্ষেপ করার শক্তি ও এখতিয়ার রাখে না।

(৯৮) অর্থাৎ, যাকে চান পুত্র ও কন্যা উভয়ই দান করেন। এখানে মহান আল্লাহ চার প্রকার মানুষের কথা উল্লেখ করেছেন। (ক) যারা কেবল পুত্র সন্তান লাভ করে। (খ) যারা কেবল কন্যা সন্তান লাভ করে। (গ) যারা পুত্র ও কন্যা উভয় সন্তান লাভ করে। (ঘ) বন্ধ্যা; যারা না পুত্র সন্তান পায়, আর না কন্যা সন্তান। মানুষের মাঝে এই পার্থক্য ও তফাৎ আল্লাহ তাআলার মহাশক্তির নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ কর্তৃক জারী এই তফাৎকে পৃথিবীর কোন শক্তি পরিবর্তন করার সামর্থ্য রাখে না। এই পার্থক্য তো জাতকের দিক দিয়ে। জনকের দিক দিয়েও মানুষ চার প্রকার। যথা ঃ (ক) আদম ﷺ-কে কেবল মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর না বাপ আছেন, আর না মা। (খ) হাওয়া (আলাইহাস সালাম)কে আদম ﷺ হতে; অর্থাৎ পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর মা নেই। (গ) ঈসা ﷺ-কে কেবল নারীর গর্ভ থেকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর বাপ নেই। (ঘ) অবশিষ্ট সকল মানুষকে নারী-পুরুষের মিলনের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন। তাদের জনক আছে এবং জননীও। فَسُبْحَانَ اللهِ الْعَلِيْمِ الْقَدِيْرِ *(ইবনে কাসীর)*

(৯৯) এই আয়াতে অহীর তিনটি প্রকারের কথা বর্ণিত হয়েছে। প্রথম ঃ অন্তরে কোন কথা প্রক্ষিপ্ত করা (ঢুকিয়ে দেওয়া) অথবা স্বপ্নে বলে দেওয়া এই প্রত্যয়ের সাথে যে, তা আল্লাহরই পক্ষ হতে। দ্বিতীয় ঃ অদৃশ্য থেকে সরাসরি কথা বলা। যেমন, মূসা ﷺ-

নিঃসন্দেহে তিনি সমুন্নত, প্রজ্ঞাময়।

حَكِيمٌ (٥١)

(৫২) এভাবে আমি নিজ নির্দেশে তোমার প্রতি অহী (প্রত্যাদেশ) করেছি আত্মা।[১০০] তুমি তো জানতে না গ্রন্থ কি, ঈমান (বিশ্বাস) কি।[১০১] পক্ষান্তরে আমি একে করেছি এমন আলো, যার দ্বারা আমি আমার দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করি।[১০২] আর নিশ্চয়ই তুমি সরল পথ প্রদর্শন কর--

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٥٢)

(৫৩) সেই আল্লাহর পথ[১০৩] যাঁর মালিকানায় আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই। জেনে রেখো, সকল পরিণাম আল্লাহরই নিকট প্রত্যাবর্তন করে।[১০৪]

صِرَاطِ اللهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ أَلا إِلَى اللهِ تَصِيرُ الأُمُورُ (٥٣)

সূরা যুখরুফ

(মক্কায় অবতীর্ণ)

সূরা নং ঃ ৪৩, আয়াত সংখ্যা ঃ ৮৯

অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(১) হা-মীম।

حم (١)

(২) সুস্পষ্ট গ্রন্থের শপথ।

وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (٢)

(৩) আমি এ অবতীর্ণ করেছি কুরআনরূপে আরবী ভাষায়,[১০৫] যাতে তোমরা বুঝতে পার।

إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (٣)

(৪) নিশ্চয় এ আমার নিকট মূল গ্রন্থে (লাওহে মাহফূযে সুরক্ষিত) মহান, প্রজ্ঞাময়।[১০৬]

وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ (٤)

এর সাথে তুর পাহাড়ে বলা হয়েছিল। তৃতীয়ঃ ফিরিশ্তার মাধ্যমে স্বীয় অহী প্রেরণ করা। যেমন, জিবরীল ﷺ অহী নিয়ে আগমন করতেন এবং নবীদেরকে শুনাতেন।

(১০০) رُوْحٌ (রূহ বা আত্মা)এর অর্থ এখানে কুরআন। অর্থাৎ, যেভাবে আমি তোমার পূর্বে অন্যান্য নবীদের প্রতি অহী প্রেরণ করেছি, অনুরূপ আমি তোমার প্রতি কুরআন অহী করেছি। কুরআনকে روح (আত্মা) বলে এই জন্য আখ্যায়িত করা হয়েছে যে, কুরআন দ্বারা অন্তঃকরণের জীবন লাভ হয়। যেমন, আত্মার মধ্যে মানুষের জীবন রহস্য লুক্কায়িত।

(১০১) 'গ্রন্থ' বা 'কিতাব' বলতে কুরআন। অর্থাৎ, নবুঅতের পূর্বে কুরআনের কোন জ্ঞান তোমার ছিল না। অনুরূপ ঈমানের বিস্তারিত জ্ঞানও তোমার ছিল না, যা শরীয়তে বাঞ্ছিত।

(১০২) অর্থাৎ, কুরআনকে নূর (জ্যোতি) বানিয়েছি। এর দ্বারা আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে চাই হিদায়াত দানে ধন্য করি। অর্থাৎ, কুরআন দ্বারা হিদায়াত কেবল তারাই পায়, যাদের মধ্যে ঈমানের খোঁজ ও তার প্রতি তীব্র আগ্রহ থাকে। তারা এটাকে হিদায়াত লাভের নিয়তে পড়ে, শোনে এবং চিন্তা-গবেষণা করে। তাই আল্লাহ এদের সাহায্য করেন এবং এদের জন্য হিদায়াতের পথ সুগম করে দেন। এই পথের উপরেই এরা চলতে থাকে। কিন্তু যারা নিজের চোখ বন্ধ ক'রে নেয় ও কানে ছিপি লাগিয়ে নেয় এবং জ্ঞান-বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না, তারা হিদায়াত কিভাবে পেতে পারে? যেমন মহান আল্লাহ বলেন, {قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ آمَنُوا هُدىً وَّشِـفَاءٌ وَالَّذِيْنَ لاَيُؤْمِنُوْنَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمىً أُولَئِكَ يُنَادُوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيْدٍ} অর্থাৎ, বল, বিশ্বাসীদের জন্য এ পথনির্দেশক ও ব্যাধির প্রতিকার। কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তাদের কর্ণে রয়েছে বধিরতা এবং কুরআন হবে এদের জন্য অন্ধকারস্বরূপ। এরা এমন যে, যেন এদের বহু দূর হতে আহবান করা হয়। *(সূরা হামীম সাজদাহ ৪৪ আয়াত)*

(১০৩) এই সঠিক ও সরল 'পথ' হল ইসলাম। এটাকে মহান আল্লাহর নিজের প্রতি সম্পৃক্ত করে এ পথের মাহাত্ম্য ও উচ্চ মর্যাদার কথা পরিষ্কার ক'রে দিয়েছেন এবং এতে এ ইঙ্গিতও রয়েছে যে, এটাই একমাত্র মুক্তির পথ।

(১০৪) অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন যাবতীয় ব্যাপারের ফায়সালা আল্লাহরই হাতে হবে। এতে রয়েছে কঠোর ধমক যা প্রতিফল (বদলা ও শাস্তি)কে অনিবার্য করে।

(১০৫) যেহেতু তা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ও সুন্দরতম ভাষা। দ্বিতীয়তঃ প্রাথমিক পর্যায়ে সম্বোধন আরবদেরকেই করা হয়েছে। তাই তাদের ভাষাতেই কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। যাতে তারা বুঝতে চাইলে যেন সহজে বুঝতে পারে।

(১০৬) এখানে কুরআন কারীমের সেই মাহাত্ম্য ও মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে, যা ঊর্ধ্ব জগতে (মহান আল্লাহর) নিকট রয়েছে। যাতে নিম্ন জগদ্বাসীরাও এর মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের প্রতি খেয়াল রেখে প্রকৃতার্থে যেন তার প্রতি গুরুত্ব দেয় এবং তা থেকে হিদায়াতের সেই উদ্দেশ্য সাধন করে, যার জন্য তাকে দুনিয়াতে অবতীর্ণ করা হয়েছে। أُمُّ الْكِتَـابِ বলতে 'লাওহে মাহফূয'কে বুঝানো হয়েছে।

أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذِّكْرَ صَفْحاً أَنْ كُنتُمْ قَوْماً مُسْرِفِينَ(٥)

(৫) তোমরা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায় বলে কি আমি তোমাদের নিকট হতে উপদেশ-বাণী (কুরআন) প্রত্যাহার ক'রে নেব?[১০৭]

وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الأَوَّلِينَ (٦)

(৬) পূর্ববর্তীদের নিকট আমি বহু রসূল প্রেরণ করেছি।

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون (٧)

(৭) এবং যখনই ওদের নিকট কোন নবী এসেছে, তখন ওরা তাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে।

فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشاً وَمَضَى مَثَلُ الأَوَّلِينَ (٨)

(৮) ওদের মধ্যে যারা এদের অপেক্ষা শক্তিতে প্রবল ছিল[১০৮] তাদেরকে আমি ধ্বংস করেছিলাম; আর পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত ঘটে গেছে।[১০৯]

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (٩)

(৯) তুমি যদি ওদেরকে জিজ্ঞাসা কর, 'কে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? ওরা অবশ্যই বলবে, এগুলিকে সৃষ্টি করেছেন পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ (আল্লাহ)।'[১১০]

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ مَهْداً وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاً لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (١٠)

(১০) যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন শয্যাস্বরূপ[১১১] এবং ওতে করেছেন তোমাদের চলার পথ, যাতে তোমরা সঠিক পথ লাভ করতে পার।[১১২]

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ (١١)

(১১) যিনি আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন পরিমিতভাবে[১১৩] অতঃপর তা দিয়ে আমি সঞ্জীবিত করি নির্জীব ভূখন্ডকে। এভাবেই তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে।[১১৪]

([১০৭]) এর বিভিন্ন অর্থ করা হয়েছে। যেমন, (ক) তোমরা যেহেতু পাপসমূহে একেবারে মেতে আছ এবং অব্যাহতভাবে তা করেই যাচ্ছ বলে কি তোমরা ভেবে নিয়েছ যে, আমি তোমাদেরকে ওয়ায-নসীহত করা ছেড়ে দেব? (খ) অথবা তোমাদের কুফ্‌রী ও সীমাতিক্রম করার জন্য আমি তোমাদেরকে কিছুই বলব না এবং আমি তোমাদেরকে এমনিই ছেড়ে দেব। (গ) আমি তোমাদেরকে ধ্বংস ক'রে দেব এবং তোমাদেরকে না কোন জিনিসের নির্দেশ দেব, আর না কোন জিনিস থেকে নিষেধ করব। (ঘ) তোমরা যেহেতু কুরআনের উপর ঈমান আনছ না, তাই আমি কুরআন অবতীর্ণ করার ধারাই বন্ধ ক'রে দেব। প্রথম অর্থকে ইমাম ত্বাবারী এবং শেষোক্ত অর্থকে ইমাম ইবনে কাসীর পছন্দ ক'রে বলেন যে, এটা আল্লাহর অপার অনুগ্রহ যে, তিনি কল্যাণ ও 'যিক্‌র হাকীম' (কুরআন) এর প্রতি দাওয়াত দেওয়ার ধারাবাহিকতা বন্ধ ক'রে দেননি, যদিও তারা বিমুখ হওয়া এবং অস্বীকার করার ব্যাপারে সীমাতিক্রম করছিল। যাতে যার ভাগ্যে হিদায়াত নির্ধারিত আছে, সে যেন তার মাধ্যমে হিদায়াত গ্রহণ ক'রে নেয় এবং যাদের ভাগ্যে দুর্দশা লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে, তাদের উপর হুজ্জত কায়েম হয়ে যায়।

([১০৮]) অর্থাৎ, মক্কাবাসীদের থেকেও বেশী শক্তিশালী ছিল। যেমন, অন্যত্র বলেছেন, {كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً}"তারা এদের চেয়েও সংখ্যায় ও শক্তিতে অনেক বেশী ছিল।" *(সূরা মু'মিন ৮২ আয়াত)*

([১০৯]) অর্থাৎ, কুরআন মাজীদে সেই সম্প্রদায়দের কথা অথবা তাদের গুণাবলী একাধিকবার উল্লিখিত হয়েছে। এতে মক্কাবাসীদের জন্য এইভাবে ধমক দেওয়া হয়েছে যে, পূর্বের জাতিরা রসূলদেরকে মিথ্যাজ্ঞান করার কারণে বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে। এরাও যদি মুহাম্মাদ ﷺ-এর রিসালাতকে মিথ্যা মনে করাতে অটল থাকে, তবে তাদের ন্যায় এরাও ধ্বংস হয়ে যাবে।

([১১০]) কিন্তু এই স্বীকারোক্তির পরেও ঐ সৃষ্ট ব্যক্তি-বস্তুরই মধ্য হতে অনেককেই এই মূর্খরা আল্লাহর অংশীদার বানিয়ে নিয়েছে। এতে তাদের অপরাধ যে বড়ই সাংঘাতিক ও জঘন্য ছিল সে কথা বর্ণিত হয়েছে এবং তাদের নির্বুদ্ধিতা ও মূর্খতার কথাও প্রকাশ হয়েছে।

([১১১]) এমন শয্যা বা বিছানা যা স্থির ও স্থিতিশীল। তোমরা এর উপর চলাফেরা কর, দন্ডায়মান হও, নিদ্রা যাও এবং যেখানে ইচ্ছা যাতায়াত কর। তিনি এটাকে পর্বতমালা দ্বারা সুদৃঢ় ক'রে দিয়েছেন; যাতে তা নড়াচড়া না করে।

([১১২]) অর্থাৎ, এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে এবং এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাতায়াতের জন্য রাস্তা বানিয়ে দিয়েছেন। যাতে কাজকর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য তোমরা যাওয়া-আসা করতে পার।

([১১৩]) অর্থাৎ, যতটায় তোমাদের প্রয়োজন পূরণ হয়। কারণ, প্রয়োজনের কম বৃষ্টি হলে তা তোমাদের জন্য ফলপ্রসূ হত না এবং বেশী হলে তা বন্যায় পরিণত হবে, যাতে তোমাদের ডুবে যাওয়ার ও ধ্বংস হওয়ার ভয় আছে।

([১১৪]) অর্থাৎ, যেভাবে বৃষ্টির পানিতে মৃত ভূমি সজীব হয়ে ওঠে, অনুরূপ কিয়ামতের দিন তোমাদেরকেও জীবিত ক'রে কবর থেকে বের করা হবে।

وَالَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ (١٢)

(১২) যিনি সমস্ত জোড়াসমূহকে সৃষ্টি করেছেন[১১৫] এবং তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন জলযান ও পশু, যাতে তোমরা আরোহণ কর।

لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (١٣)

(১৩) যাতে তোমরা ওর পিঠে স্থির হয়ে বসতে পার[১১৬] অতঃপর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সম্পদ স্মরণ কর ও বল, 'পবিত্র ও মহান তিনি যিনি একে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন; যদিও আমরা একে বশীভূত করতে সমর্থ ছিলাম না।[১১৭]

وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ (١٤)

(১৪) আর আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করব।'[১১৮]

وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءاً إِنَّ الإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ(١٥)

(১৫) ওরা তাঁর দাসদের মধ্য হতে (কিছুকে) তাঁর সন্তার অংশ গণ্য করে।[১১৯] মানুষ তো স্পষ্টই অকৃতজ্ঞ।

أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ (١٦)

(১৬) তিনি কি তাঁর সৃষ্টি হতে নিজে কন্যা-সন্তান গ্রহণ করেছেন এবং তোমাদের জন্য মনোনীত করেছেন পুত্র সন্তান?[১২০]

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلاً ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ (١٧)

(১৭) ওরা পরম দয়াময় আল্লাহর প্রতি যে কন্যা-সন্তান আরোপ করে, ওদের কাউকেও সে কন্যা সন্তানের সংবাদ দেওয়া হলে তার মুখমন্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়।

أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ (١٨)

(১৮) (ওরা কি আল্লাহর প্রতি এমন সন্তান আরোপ করে,) যে অলংকারে লালিত-পালিত হয় এবং তর্ক-বিতর্ক কালে স্পষ্ট যুক্তি দানে অসমর্থ ?[১২১]

([১১৫]) অর্থাৎ, প্রত্যেক জিনিসকে জোড়া জোড়া বানিয়েছেন; নর ও নারী। যাবতীয় উদ্ভিদ, শস্য, ফল-মূল এবং জীবজন্তু সবেই রয়েছে পুং-স্ত্রীর এই ধারা। কেউ কেউ বলেছেন, এ থেকে পরস্পর বিপরীত জিনিসগুলোকে বুঝানো হয়েছে। যেমন, আলো-আঁধার, সুস্থতা-অসুস্থতা, সুবিচার-অবিচার, ভাল-মন্দ, ঈমান-কুফ্‌র, কোমলতা-কঠোরতা ইত্যাদি। কেউ বলেছেন, এখানে أزواج (জোড়া) মানে বিভিন্ন প্রকার। অর্থাৎ, সমস্ত প্রকার বস্তুর স্রষ্টা আল্লাহ।

([১১৬]) لِتَسْتَوُوْا এর অর্থ, لِتَسْتَعْلُوْا অথবা لِتَسْتَقِرُّوْا স্থির হয়ে বসতে পার অথবা সওয়ার হতে পার। ظُهُوْرِهِ তে 'য়মীর' (সর্বনাম) একবচন ব্যবহার হয়েছে 'জিন্‌স' (শ্রেণী)এর দিকে লক্ষ্য ক'রে।

([১১৭]) অর্থাৎ, যদি এই পশুগুলোকে আমাদের অনুগত ও বশীভূত না করে দিতেন, তবে আমরা তাদেরকে আমাদের আয়ত্তে এনে তাদেরকে বাহন ও বোঝ বহনের জন্য এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারতাম না। مُقْرِنِيْنَ অর্থ, مُطِيْقِيْنَ বশীকরণে সমর্থ।

([১১৮]) নবী করীম ﷺ যখন বাহনে আরোহণ করতেন, তখন তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বলতেন এবং سُبْحَانَ الَّذِي থেকে لَمُنْقَلِبُوْنَ পর্যন্ত আয়াতের অংশটুকু পড়তেন। এ ছাড়াও কল্যাণ ও নিরাপত্তা চেয়ে দুআ করতেন। দুআগুলো দুআর বইগুলোতে দ্রষ্টব্য। *(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হাজ্জ)*

([১১৯]) عِبَادٌ বলতে ফিরিশ্তাগণ। আর جُزْءٌ বলতে কন্যাগণ; অর্থাৎ, ফিরিশ্তাগণ যাঁদেরকে মুশরিকরা আল্লাহর কন্যা সাব্যস্ত ক'রে তাঁদের ইবাদত করত। এইভাবে তারা সৃষ্টিকে আল্লাহর শরীক এবং তাঁর অংশ মনে করত। অথচ তিনি এ সব থেকে পাক ও পবিত্র। কেউ কেউ جزء বলতে সেই সব পশুকে বুঝিয়েছেন, যার এক অংশকে নযর-নিয়ায স্বরূপ মুশিরকরা আল্লাহর নামে এবং আর এক অংশকে মূর্তিদের নামে বের করত। এর উল্লেখ সূরা আনআমের ১৩৬নং আয়াতে হয়েছে।

([১২০]) এতে তাদের মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতার কথা উল্লেখ হয়েছে যে, তারা আল্লাহর জন্য এমন সন্তান-সন্ততি সাব্যস্ত করেছে যা তাদের নিজেদেরও পছন্দ নয়। অথচ আল্লাহর যদি সন্তান-সন্ততি হত, তাহলে কি এ রকম হত যে, তিনি নিজের জন্য কন্যা-সন্তান নিতেন, আর তোমাদেরকে পুত্র-সন্তান দিয়ে ধন্য করতেন?

([১২১]) يُنَشَّؤُ শব্দ نُشُوْءٌ থেকে গঠিত। অর্থ, তরবিয়ত ও লালন-পালন। মহিলাদের দু'টি গুণ বিশেষ করে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। (ক) এদের লালন-পালন হয় অলংকারে ও সাজ-সজ্জায়। অর্থাৎ, সাবালিকা হওয়ার সাথে সাথেই সুন্দর ও মনোরম জিনিসের প্রতি তাদের মনের আকর্ষণ সৃষ্টি হয় (এবং নিজ দেহের সৌন্দর্য ও সাজ-সজ্জা নিয়েই ব্যস্ত থাকে। আর তাদের ভরণ-পোষণ করতে হয় পুরুষকে)। এ কথা বলার উদ্দেশ্য হল, যাদের অবস্থা হল এই, তারা তো তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারও ঠিক করে নেওয়ার যোগ্যতা রাখে না। (খ) যদি কারো সাথে তর্ক-বিতর্ক হয়ে যায়, তবে তারা না তাদের কথা (প্রকৃতিগত পর্দা; কোমলতা ও লজ্জাশীলতার কারণে) ভালভাবে ব্যক্ত করতে পারে, আর না বিপক্ষের দলীলাদির খন্ডন করতে পারে। এই হল মহিলাদের দু'টি স্বভাবগত দুর্বলতা যার কারণে তাদের উপর পুরুষদের একধাপ বেশী শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আলোচ্য আয়াতের পূর্বাপর বাগ্‌ধারা থেকেও এই শ্রেষ্ঠত্বের কথা পরিষ্কার হয়। কারণ, আলোচনা এই ব্যাপারেই হচ্ছে। অর্থাৎ, পুরুষ ও মহিলার

وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ (١٩)

(১৯) ওরা দয়াময় আল্লাহর ফিরিশ্তাদেরকে নারী বলে স্থির করে, ওরা কি তাদের সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করেছিল? ওদের উক্তি লিপিবদ্ধ করা হবে এবং ওদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে।[১২২]

وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ (٢٠)

(২০) ওরা বলে, 'পরম দয়াময় ইচ্ছা না করলে আমরা এদের পূজা করতাম না।' এ বিষয়ে ওদের কোন জ্ঞান নেই;[১২৩] ওরা তো কেবল অনুমান-ভিত্তিক কথাই বলে।

أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَاباً مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ (٢١)

(২১) আমি কি ওদেরকে এ (কুরআনের) পূর্বে কোন গ্রন্থ দান করেছি যা ওরা দৃঢ়ভাবে ধারণ ক'রে আছে?[১২৪]

بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ (٢٢)

(২২) বরং ওরা বলে, 'আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এক মতাদর্শের অনুসারী পেয়েছি এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে পথপ্রাপ্ত।'

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ (٢٣)

(২৩) এভাবে তোমার পূর্বে কোন জনপদে যখনই কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেছি, তখনই ওদের মধ্যে যারা বিত্তশালী ছিল তারা বলত, 'আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এক মতাদর্শের অনুসারী পেয়েছি এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি।'

قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (٢٤)

(২৪) (প্রত্যেক সতর্ককারী) বলত, 'তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষগণকে যার অনুসারী পেয়েছ, আমি যদি তোমাদের জন্য তা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পথনির্দেশ আনয়ন করি, তবুও কি তোমরা তাদের পদাংক অনুসরণ করবে?' (প্রত্যুত্তরে) তারা বলত, 'তোমরা যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছ, আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি।'[১২৫]

فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (٢٥)

(২৫) সুতরাং আমি ওদের নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করলাম। অতএব দেখ, মিথ্যাচারীদের পরিণাম কি হয়েছে?

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ(٢٦)

(২৬) (স্মরণ কর,) যখন ইব্রাহীম তার পিতা এবং সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমরা যাদের পূজা কর, তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই;

إِلاَّ الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ (٢٧)

(২৭) সম্পর্ক আছে শুধু তাঁরই সাথে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আমাকে সৎপথে পরিচালিত করবেন।[১২৬]

মধ্যে স্বভাবগত এই তফাতের কারণেই মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের জন্মকে বেশী পছন্দ করা হয়।

(১২২) অর্থাৎ, প্রতিদানের জন্য। কারণ, ফিরিশ্তাদের আল্লাহর বেটি হওয়ার কোন দলীল তাদের কাছে বিদ্যমান নেই।

(১২৩) অর্থাৎ, নিজেদের কার্যকলাপের উপর আল্লাহর ইচ্ছার দোহাই দেয়। এটাই তাদের সব থেকে বড় দলীল। কেননা, বাহ্যিকভাবে এ কথা ঠিক যে, আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কোন কাজ না হয়, আর না হতে পারে। কিন্তু তারা এ ব্যাপারে অজ্ঞ যে, তাঁর ইচ্ছা তাঁর সন্তুষ্টি থেকে পৃথক জিনিস। অবশ্যই প্রতিটি কাজ তাঁর ইচ্ছায় হয়, কিন্তু তিনি সন্তুষ্ট সেই কাজগুলোতেই হন, যার তিনি নির্দেশ দিয়েছেন; প্রত্যেক সেই কাজেই তিনি সন্তুষ্ট নন, যা মানুষ তাঁর (আল্লাহর) ইচ্ছার আওতায় ক'রে থাকে। মানুষ চুরি, ব্যভিচার এবং অত্যাচার ও বড় বড় পাপ করে। আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে কাউকেই এ সব করার সামর্থ্য দেবেন না। সত্বর তার হাত ধরে নিবেন, পায়ের চলা বন্ধ করে দিবেন এবং চোখের দৃষ্টি কেড়ে নিবেন। কিন্তু এটা হবে বাধ্য করার ব্যাপার। অথচ তিনি মানুষকে ইচ্ছা ও এখতিয়ারের স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছেন। যাতে তাকে পরীক্ষা করা যায়। আর এরই কারণে তিনি দুই প্রকারের কাজগুলোকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা ক'রে দিয়েছেন; যেগুলোতে তিনি সন্তুষ্ট হন, সেগুলোও এবং যেগুলোতে তিনি সন্তুষ্ট নন, সেগুলোও। এই উভয় প্রকার কাজগুলোর মধ্য থেকে মানুষ যে কাজই করবে, আল্লাহ তার হাত ধরবেন না। হ্যাঁ, সে কাজ যদি অন্যায় ও পাপাচার হয়, তবে তিনি অবশ্যই অসন্তুষ্ট হবেন। কেননা, সে আল্লাহ প্রদত্ত স্বাধীনতার অপব্যবহার করেছে। আর দুনিয়াতে এই এখতিয়ার তার কাছ থেকে ছিনিয়েও নেবেন না। তবে কিয়ামতে এর শাস্তি অবশ্যই দেবেন।

(১২৪) অর্থাৎ, কুরআনের পূর্বে কোন কিতাব বা গ্রন্থ, যাতে এদেরকে গায়রুল্লাহর ইবাদত করার এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে এবং যেটাকে ওরা শক্ত ক'রে ধরে আছে? অর্থাৎ, ব্যাপার এ রকম নয়, বরং তাদের কাছে পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণ ব্যতীত কোন দলীল নেই।

(১২৫) অর্থাৎ, তারা তাদের পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণে এত শক্ত ছিল যে, পয়গম্বরের (সুপথের জন্য) আলোকপাত ও দলীল তাদেরকে তা থেকে ফিরাতে পারেনি। এই আয়াত অন্ধ অনুকরণ বাতিল হওয়ার এবং তার নিন্দাবাদের অনেক বড় দলীল। *(বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য ঃ ইমাম শাওকানীর ফাতহুল ক্বাদীর)*

(১২৬) অর্থাৎ, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আমাকে তাঁর দ্বীনের হিদায়াত দিয়ে তাতে সুদৃঢ়ও রাখবেন। আমি কেবল তাঁরই ইবাদত করব।

وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٢٨)

(২৮) এ ঘোষণাকে সে চিরন্তন বাণীরূপে তার পরবর্তীদের জন্য রেখে গেছে;[১২৭] যাতে ওরা (সৎপথে) প্রত্যাবর্তন করে।[১২৮]

بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ (٢٩)

(২৯) বস্তুতঃ আমিই ওদেরকে এবং ওদের পূর্বপুরুষদেরকে উপভোগের সুযোগ দিয়েছিলাম[১২৯] যতক্ষণ না ওদের কাছে সত্য ও স্পষ্ট প্রচারক রসূল এল।[১৩০]

وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ (٣٠)

(৩০) যখন ওদের কাছে সত্য এল, তখন ওরা বলল, 'এ তো যাদু এবং আমরা এ প্রত্যাখ্যান করি।'[১৩১]

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ (٣١)

(৩১) ওরা বলে, 'এ কুরআন কেন অবতীর্ণ করা হল না দু'টি জনপদের কোন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির ওপর?'[১৩২]

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ

(৩২) এরা কি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ বন্টন করে![১৩৩] আমিই ওদের মধ্যে জীবিকা বন্টন করেছি ওদের পার্থিব জীবনে এবং এককে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করেছি; যাতে ওরা একে অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে[১৩৪] এবং ওরা যা জমা করে,

---

([১২৭]) অর্থাৎ, এই কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র অসিয়ত তাঁর সন্তানদেরকে ক'রে গেছেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, {وَوَصَّى بِهَا إِبْرَهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ} (البقرة: ١٣٢) কেউ কেউ جَعَلَهَا (ক্রিয়া)এর ফায়েল (কর্তৃকারক) আল্লাহকে বানিয়েছেন। অর্থাৎ, আল্লাহ এই কালেমাকে ইব্রাহীম ﷺ-এর পর তাঁর সন্তানদের মধ্যেও বাকী রাখেন এবং তা হল, তারা যেন কেবল এক আল্লাহরই ইবাদত করে।

([১২৮]) অর্থাৎ, ইব্রাহীম ﷺ-এর সন্তানদের মধ্যে তাওহীদবাদীদের এই দল এই জন্য সৃষ্টি করেন যে, এঁদের তাওহীদের নসীহতে মানুষ শির্ক থেকে ফিরে আসবে। لَعَلَّهُمْ এর সর্বনামের লক্ষ্য মক্কাবাসী। অর্থাৎ, হতে পারে মক্কাবাসী সেই দ্বীনের প্রতি ফিরে আসবে, যে দ্বীন ছিল ইব্রাহীম ﷺ-এর এবং যে দ্বীনের ভিত্তি ছিল তাওহীদের উপর, শির্কের উপর নয়।

([১২৯]) এখানে আবারও সেই সমস্ত নিয়ামতের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে, যা মহান আল্লাহ তাদেরকে দান করেছিলেন এবং নিয়ামতগুলো দেওয়ার পর আযাব প্রেরণ করার ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করা হয়নি, বরং তাদেরকে পূর্ণ অবকাশ দেওয়া হয়েছিল। যার কারণে তারা ধোকায় পতিত হয়ে নিজেদের প্রবৃত্তির বান্দা বনে গিয়েছিল।

([১৩০]) 'হক্ব' বা 'সত্য' বলতে কুরআন, আর 'রসূল' বলতে মুহাম্মাদ ﷺ-কে বুঝানো হয়েছে। مُبِينٌ হল রসূলের 'সিফাত' (বিশেষণ)। স্পষ্ট ও পরিষ্কারভাবে বর্ণনাকারী অথবা যাঁর রিসালাত একেবারে স্পষ্ট উজ্জ্বল। তাতে কোন প্রকারের অস্পষ্টতা ও প্রচ্ছন্নতা নেই।

([১৩১]) ওরা কুরআনকে যাদু গণ্য ক'রে তা অস্বীকার করেছে। আর পরের শব্দগুলি দ্বারা নবী করীম ﷺ-কে তুচ্ছ ও হেয় গণ্য করেছে।

([১৩২]) দু'টি জনপদ বলতে মক্কা ও তায়েফকে বুঝানো হয়েছে। আর প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি বলতে অধিকাংশ মুফাস্সিরের নিকট মক্কার অলীদ বিন মুগীরা এবং তায়েফের উরওয়া বিন মাসউদ সাক্বাফীর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেউ কেউ আরো কিছু নাম উল্লেখ করেছেন। তবে এর উদ্দেশ্য হল, এমন দু'টি ব্যক্তিত্বের নির্বাচন, যারা হবে পূর্ব থেকেই মহা সম্মান ও পদের অধিকারী, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও বিত্তশালী এবং স্ব-স্ব গোত্রে গণ্যমান্য। অর্থাৎ, কুরআন যদি অবতীর্ণ হত, তবে দু'টি শহরের মধ্য থেকে এ রকম কোন ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ হত, ঐ মুহাম্মাদের উপর নয়, যার ঘর পার্থিব ধন-সম্পদ থেকে শূন্য এবং যে তার জাতির নেতৃত্ব ও সর্দারির পদেও প্রতিষ্ঠিত নয়।

([১৩৩]) 'রহমত' বা অনুগ্রহ-এর মানে নিয়ামত, সম্পদ। আর এখানে এর অর্থ নবুঅত; যা সবচেয়ে বড় নিয়ামত। 'ইস্তিফহাম' (প্রশ্ন) এখানে 'ইনকার' (অস্বীকৃতি) এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, এ কাজ তাদের নয় যে, তারা প্রতিপালকের নিয়ামতকে -- বিশেষ ক'রে নবুঅতের মত নিয়ামতকে নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী বন্টন করবে। বরং এ কাজ কেবল প্রতিপালকের। কারণ, তিনিই সব কিছুর জ্ঞান রাখেন এবং প্রত্যেক ব্যক্তির সমস্ত অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত। তিনিই ভাল বুঝেন যে, মানুষের মধ্য থেকে নবুঅতের মুকুট কার মাথায় অধিক শোভনীয় হবে এবং স্বীয় অহী ও রিসালাত দানে কাকে ধন্য করতে হবে।

([১৩৪]) অর্থাৎ, ধনে-মালে, পদমর্যাদায় এবং বুদ্ধি-জ্ঞানে আমি মানুষের মাঝে এই পার্থক্য ও তফাৎ এই জন্য রেখেছি যে, যাতে বেশী মালের অধিকারী ব্যক্তি স্বল্প মালের অধিকারী ব্যক্তির কাছ থেকে, উচ্চ পদের মালিক তার চাইতে নিম্ন পদের মালিকের কাছ থেকে এবং অনেক বেশী জ্ঞান-বুদ্ধির মালিক তার চাইতে কম জ্ঞান-বুদ্ধির মালিকের কাছ থেকে কাজ নিতে পারে। মহান আল্লাহর পরিপূর্ণ এই কৌশলের মাধ্যমে বিশ্বজাহানের সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে। অন্যথা সকলেই যদি ধন-মালে, মান-সম্মানে, জ্ঞান-গরিমায় এবং বুদ্ধি-বিবেচনা ও অন্যান্য পার্থিব উপায়-উপকরণে সমান হত, তবে কেউ কারো কাজ করার জন্য প্রস্তুত হত না। অনুরূপ ছোট মানের ও তুচ্ছ মনে করা হয় এমন কাজও কেউ করত না। এ হল মানুষেরই প্রয়োজনীয় বিষয়; যা মহান আল্লাহ প্রত্যেককে পার্থক্য ও তফাতের মাঝে রেখেছেন এবং যার কারণে প্রত্যেক মানুষ অপর মানুষের মুখাপেক্ষী হয়। মানবিক সমস্ত প্রয়োজন কোন একজন মানুষ --তাতে সে যদি কোটিপতিও হয় তবুও --অন্য মানুষের

لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيّاً وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (٣٢)

তা হতে তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ উৎকৃষ্টতর।[১৩৫]

وَلَوْلا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فَضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ (٣٣)

(৩৩) সত্যপ্রত্যাখ্যানে মানুষ এক মতাবলম্বী হয়ে পড়বে[১৩৬] এ আশংকা না থাকলে পরম দয়াময়কে যারা অস্বীকার করে, তাদেরকে তিনি দিতেন ওদের গৃহের জন্য রৌপ্যনির্মিত ছাদ এবং সিঁড়ি; যাতে তারা আরোহণ করত।

وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَاباً وَسُرُراً عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ (٣٤)

(৩৪) দিতেন তাদের গৃহের জন্য রৌপ্যনির্মিত দরজা, বিশ্রামের জন্য পালঙ্ক,

وَزُخْرُفاً وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ (٣٥)

(৩৫) এবং স্বর্ণালংকার।[১৩৭] কিন্তু এ সব তো পার্থিব জীবনের ভোগসম্ভার। আর সাবধানীদের জন্য তোমার প্রতিপালকের নিকট রয়েছে পরকাল।[১৩৮]

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ (٣٦)

(৩৬) যে ব্যক্তি পরম দয়াময় আল্লাহর স্মরণে উদাসীন হয়[১৩৯] তিনি তার জন্য এক শয়তানকে নিয়োজিত করেন, অতঃপর সে হয় তার সহচর।[১৪০]

وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنْ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ(٣٧)

(৩৭) শয়তানেরাই মানুষকে সৎপথ হতে বিরত রাখে। আর মানুষ মনে করে, তারা সৎপথপ্রাপ্ত।[১৪১]

حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ (٣٨)

(৩৮) অবশেষে যখন সে আমার নিকট উপস্থিত হবে, তখন সে শয়তানকে বলবে, 'হায়! আমার ও তোমার মাঝে যদি পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান থাকত।' সুতরাং কত নিকৃষ্ট সহচর সে![১৪২]

وَلَنْ يَنفَعَكُمْ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ

(৩৯) ওদেরকে বলা হবে, 'তোমরা সীমালংঘন করেছিলে; আজ

সাহায্য-সহযোগিতা না নিয়েই সে একাকী পূরণ করতে চাইলেও তা কোন দিন পারবে না।

([১৩৫]) এই রহমত বা অনুগ্রহ থেকে আখেরাতের সেই সব নিয়ামতকে বুঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ তাঁর নেক বান্দাদের জন্য প্রস্তুত ক'রে রেখেছেন।

([১৩৬]) অর্থাৎ, দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও উপায়-উপকরণের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কারণে কেবল দুনিয়াকামীই হয়ে যাবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখেরাত চাওয়া সব ভুলে যাবে --এ আশঙ্কা।

([১৩৭]) অর্থাৎ, কিছু জিনিস রূপার ও কিছু জিনিস সোনার। কেননা, রকমারি হলে আরো বেশী সুন্দর দেখায়। উদ্দেশ্য হল, দুনিয়ার ধন-মাল আমার দৃষ্টিতে এত তুচ্ছ যে, যদি উল্লিখিত আশঙ্কা না থাকত, তবে আল্লাহর সকল অস্বীকারকারীকে প্রচুর ধন-দৌলত দেওয়া হত। কিন্তু এতে বিপদ এই ছিল যে, সকল মানুষ দুনিয়ার পূজারী হয়ে যেত। দুনিয়া যে অতি তুচ্ছ তা এই হাদীস দ্বারাও পরিষ্কার হয়ে যায়। বলা হয়েছে, "যদি আল্লাহর কাছে দুনিয়ার মূল্য একটি মশার ডানার সমানও হত, তবে মহান আল্লাহ কোন কাফেরকে এই দুনিয়া থেকে এক আঁচলা পানিও পান করতে দিতেন না।" *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ঃ যুহ্দ অধ্যায়)*

([১৩৮]) যারা শির্ক ও অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকে এবং আল্লাহর আনুগত্য করে, তাদের জন্য হল আখেরাত এবং জান্নাতের এমন সব নিয়ামত, যা ধ্বংসশীল ও শেষ হওয়ার নয়।

([১৩৯]) عَشَا يَعْشُو এর অর্থ হল, চোখের রোগ রাতকানা অথবা তার কারণে যে অন্ধত্ব আসে। অর্থাৎ, যে আল্লাহর যিক্র থেকে অন্ধ (বা উদাসীন) হয়ে যায়।

([১৪০]) এই শয়তান আল্লাহর যিক্র থেকে উদাসীন ব্যক্তির সাথী হয়ে যায়। সে সব সময় তার সাথে থেকে তাকে সমস্ত নেকীর কাজে বাধা দেয়। অথবা মানুষ নিজেই এই শয়তানের সঙ্গী হয়ে যায় এবং তার নিকট থেকে কোন সময় পৃথক হয় না, বরং সমস্ত কার্যকলাপে তারই অনুসরণ করে এবং তার যাবতীয় কুমন্ত্রণায় তার আনুগত্য করে।

([১৪১]) অর্থাৎ, এই শয়তান তার সত্যের পথে বাধা হয়ে তা থেকে তাকে বিরত রাখে এবং সব সময় তাকে বুঝায় যে, তুমি সত্যের উপর আছ। ফলে সে আসলেই নিজের ব্যাপারে এই ধারণা করতে লাগে যে, সে সত্যের উপর রয়েছে। অথবা কাফের শয়তানদেরকে সৎপথপ্রাপ্ত মনে করে এবং তাদের আনুগত্য ক'রে চলে। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

([১৪২]) مَشْرِقَيْنِ (দ্বিবচন ঃ দুই পূর্ব) থেকে পূর্ব ও পশ্চিমকে বুঝানো হয়েছে। فَبِئْسَ الْقَرِينُ এর 'মাখসূস বিয্যাম্ম' (নিন্দিত) উহ্য আছে ঃ أَنْتَ أَيُّهَا الشَّيْطَانُ! হে শয়তান, তুমি অতীব নিকৃষ্ট সাথী। এটা কাফের কিয়ামতের দিন বলবে। কিন্তু সেদিন এই স্বীকৃতির লাভ কি হবে?

مُشْتَرِكُونَ (٣٩)

তোমাদের এ অনুতাপ তোমাদের কোন কাজে আসবে না। নিশ্চয় তোমরা সকলেই শাস্তির ভাগী হবে।'

أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٤٠)

(৪০) তুমি কি বধিরকে শোনাতে পারবে? অথবা যে অন্ধ এবং যে ব্যক্তি স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে তাকে কি পারবে সৎপথে পরিচালিত করতে?[১৪৩]

فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ (٤١)

(৪১) আমি যদি তোমার মৃত্যু ঘটাই[১৪৪] তবুও আমি ওদের নিকট থেকে অবশ্যই প্রতিশোধ নেব;[১৪৫]

أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ (٤٢)

(৪২) অথবা আমি ওদেরকে যে (শাস্তির) অঙ্গীকার করেছি, তোমাকে তা দেখিয়ে দেব।[১৪৬] নিশ্চয় ওদের ওপর আমার পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে।[১৪৭]

فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٤٣)

(৪৩) সুতরাং তোমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করা হচ্ছে তা দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর।[১৪৮] অবশ্যই তুমি তো সরল পথেই রয়েছ।[১৪৯]

وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ (٤٤)

(৪৪) নিশ্চয় তা তোমার এবং তোমার সম্প্রদায়ের জন্য উপদেশ;[১৫০] আর অচিরেই তোমাদেরকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে।

وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ (٤٥)

(৪৫) তোমার পূর্বে আমি যে সব রসূল প্রেরণ করেছিলাম, তাদেরকে তুমি জিজ্ঞাসা কর,[১৫১] পরম দয়াময় কি তিনি ব্যতীত ওদের জন্য কোন দেবতা স্থির করেছিলেন, যার উপাসনা করা হত?[১৫২]

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي

(৪৬) অবশ্যই মূসাকে আমি আমার নিদর্শনাবলীসহ ফিরআউন ও তার পারিষদবর্গের নিকট পাঠিয়েছিলাম; সে বলেছিল, 'আমি

---

(১৪৩) অর্থাৎ, যার ব্যাপারে অনন্তকালের জন্য দুর্ভাগ্য লিপিবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে, সে ওয়ায-নসীহত শোনার ব্যাপারে কানা ও কালা। তোমার দাওয়াত ও তবলীগে সে সঠিক পথে আসতে পারবে না। এখানে 'ইস্তিফহাম' (জিজ্ঞাসা) 'ইনকার' (অস্বীকৃতি) অর্থে ব্যবহার হয়েছে। যেভাবে বধির (কালা) শোনা হতে এবং অন্ধ দেখা থেকে বঞ্চিত, অনুরূপ প্রকাশ্য ভ্রষ্টতায় পতিত ব্যক্তিও সত্যের দিকে আসা থেকে বঞ্চিত। এতে নবী ﷺ-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে। যাতে এই ধরনের লোকদের কুফ্‌রীর কারণে তিনি বেশী অস্থিরতা অনুভব না করেন।

(১৪৪) অর্থাৎ, এদের উপর আযাব আসার পূর্বে যদি আমি তোমার মৃত্যু ঘটাই অথবা তোমাকে মক্কা থেকে বের ক'রে নিই।

(১৪৫) দুনিয়াতেই, যদি আমার ইচ্ছা এর দাবী করে (তবেই), অন্যথায় আখেরাতের আযাব থেকে তো তারা কোনভাবেই বাঁচতে পারবে না।

(১৪৬) অর্থাৎ, তোমার মৃত্যুর পূর্বেই অথবা মক্কাতেই তোমার বিদ্যমান থাকা অবস্থায় তাদের উপর আযাব প্রেরণ করে।

(১৪৭) অর্থাৎ, আমার যখন ইচ্ছা তাদের উপর আযাব প্রেরণ করতে পারি। কারণ, আমি তাদের উপর শক্তিশালী। সুতরাং রসূল ﷺ-এর জীবদ্দশায় বদরের যুদ্ধে কাফেররা শিক্ষামূলক পরাজয় এবং লাঞ্ছনার শিকার হয়।

(১৪৮) অর্থাৎ, কুরআন কারীমকে। তাতে অন্য যে কেউ তাকে মিথ্যা ভাবুক না কেন।

(১৪৯) এটা হল فَاسْتَمْسِكْ (কুরআন দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর)এর কারণ।

(১৫০) এই নির্দিষ্টীকরণের অর্থ এই নয় যে, অন্যদের জন্য উপদেশ নয়। বরং সর্বপ্রথম সম্বোধন যেহেতু কুরাইশদেরকেই করা হয়েছে সেহেতু তাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। নচেৎ কুরআন তো সারা বিশ্বের জন্য উপদেশ। মহান আল্লাহ বলেন, {وَمَا هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِيْنَ} (القلم: ٥٢) যেমন, রসূল ﷺ-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, {وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ} অর্থাৎ, তুমি তোমার নিকট আত্মীয়দেরকে সতর্ক কর। *(সূরা শুআরা' ২১৪ আয়াত)* এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহর পয়গাম কেবল আত্মীয়দের কাছেই পৌঁছাতে হবে। বরং এর অর্থ হল, তবলীগের কাজ শুরু হবে নিজের আত্মীয়দের থেকেই। কেউ কেউ 'যিক্‌র' অর্থ এখানে 'সম্মান' করেছেন। অর্থাৎ, এই কুরআন তোমার জন্য ও তোমার জাতির জন্য সম্মানের উৎস। এই কুরআন তাদের ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। তাই এটাকে তারাই বেশী বুঝত এবং এরই মাধ্যমে তারা সারা বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ মর্যাদা পেতে পারে। কাজেই এদের উচিত এটাকে গ্রহণ ক'রে এর দাবী অনুযায়ী সর্বাধিক আমল করা।

(১৫১) নবীদেরকে এ প্রশ্ন হয়তো ইসরা ও মি'রাজের সময় বায়তুল মুক্বাদ্দাসে অথবা আসমানে করা হয়েছিল, যেখানে সমস্ত নবীদের সাথে রসূল ﷺ-এর সাক্ষাৎ হয়েছিল। অথবা এখানে أَثَرٌ শব্দ উহ্য আছে। অর্থাৎ, তাঁদের অনুসারীদের (ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদের)কে জিজ্ঞাসা কর। কেননা, তারা তাঁদের যাবতীয় শিক্ষা সম্পর্কে অবগত আছে এবং তাঁদের উপর অবতীর্ণকৃত কিতাবগুলোও তাদের কাছে বিদ্যমান।

(১৫২) উত্তর অবশ্যই নেতিবাচক হবে। আল্লাহ কোন নবীকেই এই নির্দেশ দেননি। বরং এর বিপরীত প্রত্যেক নবীকে তাওহীদের প্রতি আহবান করারই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিশ্বজগতের প্রতিপালক কর্তৃক প্রেরিত।’[১৫৩]

رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٤٦)

(৪৭) সে ওদের নিকট আমার নিদর্শনাবলীসহ আসা মাত্র ওরা তা নিয়ে হাসিঠাট্টা করতে লাগল।[১৫৪]

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ (٤٧)

(৪৮) আমি ওদেরকে যে নিদর্শন দেখিয়েছি তার প্রত্যেকটি ছিল ওর পূর্ববর্তী নিদর্শন অপেক্ষা বৃহত্তর।[১৫৫] আমি ওদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করেছিলাম; যাতে ওরা সৎপথে প্রত্যাবর্তন করে।[১৫৬]

وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلاَّ هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٤٨)

(৪৯) ওরা বলেছিল, ‘হে যাদুকর![১৫৭] তোমার প্রতিপালক[১৫৮] তোমার প্রতি যে অঙ্গীকার করেছেন[১৫৯] তুমি তাঁর নিকট আমাদের জন্য তা প্রার্থনা কর; (অঙ্গীকার পূর্ণ করলে) আমরা অবশ্যই সৎপথ অবলম্বন করব।’[১৬০]

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ (٤٩)

(৫০) অতঃপর যখন আমি ওদের ওপর হতে শাস্তি বিদূরিত করলাম, তখনই ওরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করল।

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ (٥٠)

(৫১) ফিরআউন তার সম্প্রদায়কে সম্বোধন ক’রে বলেছিল,[১৬১] ‘হে আমার সম্প্রদায়! আমি কি মিশরের অধিপতি নই? এই নদীগুলি আমার নিম্নদেশে প্রবাহিত,[১৬২] তোমরা কি দেখ না?

وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلا تُبْصِرُونَ (٥١)

---

(১৫৩) মক্কার কুরাইশরা বলেছিল যে, আল্লাহ যদি কাউকে নবী বানিয়ে প্রেরণ করতেন, তবে মক্কা ও তায়েফের কোন এমন ব্যক্তিকে প্রেরণ করতেন, যে হত প্রতিপত্তি ও বিত্তশালী এবং সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী। যেমন, ফিরআউন মূসা ﷺ-এর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বলেছিল, “আমি মূসা অপেক্ষা উত্তম। এ তো আমার থেকে (মর্যাদায়) অনেক কম। এ তো পরিষ্কারভাবে কথা বলতেও পারে না।” যে কথা পরে আসছে। সম্ভবতঃ উভয় অবস্থার মধ্যে সাদৃশ্য থাকার কারণে এখানে মূসা ﷺ ও ফিরআউনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এ ছাড়া এতে নবী কারীম ﷺ-এর জন্য সান্ত্বনারও একটি দিক রয়েছে যে, মূসা ﷺ-কেও বহু পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হয়েছে। সে ধৈর্য ও দৃঢ় সংকল্প অবলম্বন করেছিল। অনুরূপ তুমিও মক্কার কাফেরদের দেওয়া কষ্ট ও অভদ্র ব্যবহারে দুঃখিত না হয়ে ধৈর্য ও হিম্মত বজায় রাখ। পরিশেষে তুমিও মূসা ﷺ-এর মত বিজয়ী ও সফল হবে। আর মক্কাবাসীরা ফিরআউনের মতই ব্যর্থ ও অসফল হবে।

(১৫৪) অর্থাৎ, মূসা ﷺ যখন ফিরআউন ও তার সভাসদদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিলেন, তখন তারা তাঁর রসূল হওয়ার দলীল তলব করল। তিনি তখন সেই সব দলীল ও মু’জিযাগুলি পেশ করলেন, যা আল্লাহ তাঁকে দিয়ে ছিলেন। সেগুলো দেখে তারা উপহাস ও বিদ্রূপ করল এবং বলল যে, এগুলো কি এমন জিনিস? এগুলো তো যাদুর মাধ্যমে আমরাও পেশ করতে পারি।

(১৫৫) এই নিদর্শনগুলো হল সেই নিদর্শন, যা তুফান, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ এবং রক্ত ইত্যাদির আকারে একের পর এক তাদেরকে দেখানো হয়েছিল। যার উল্লেখ সূরা আ’রাফের ১৩৩-১৩৫ আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। পরে আগত প্রত্যেক নিদর্শন পূর্বের চেয়ে আরো বৃহত্তর ছিল এবং এর ফলে মূসা ﷺ-এর সত্যতা আরো বেশী সুস্পষ্ট হয়ে যেত।

(১৫৬) এই নিদর্শনসমূহ অথবা আযাব দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল, যাতে তারা নবীকে মিথ্যা মনে করা থেকে বিরত হয়।

(১৫৭) বলা হয় যে, সে যুগে যাদু কোন নিন্দনীয় জিনিস ছিল না। বড় জ্ঞানীদেরকে সম্মানার্থে ‘যাদুকর’ বলে সম্বোধন করা হত। এ ছাড়া সমস্ত মু’জিযা এবং নিদর্শনের ব্যাপারে তাদের ধারণা ছিল যে, এ সব হল মূসা ﷺ-এর যাদুর ভেলকি। তাই তারা তাঁকে ‘যাদুকর’ বলে সম্বোধন করল।

(১৫৮) “তোমার প্রতিপালক” এ কথা তারা তাদের শির্কীয় ধারণার ভিত্তিতে বলেছিল। কারণ, মুশরিকদের বিভিন্ন প্রতিপালক ও উপাস্য হত। অর্থাৎ, ওহে মূসা! তোমার প্রতিপালক দ্বারা এ কাজ করিয়ে নাও!

(১৫৯) অর্থাৎ, আমরা ঈমান আনলে আযাব প্রত্যাহার করার অঙ্গীকার।

(১৬০) যদি এ আযাব প্রত্যাহার ক’রে নেওয়া হয়, তবে আমরা তোমাকে সত্য রসূল বলে মেনে নেব এবং তোমার প্রতিপালকেরই ইবাদত করব। কিন্তু প্রত্যেকবার তারা নিজেদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করত। যেমন, পরের আয়াতে এসেছে এবং সূরা আ’রাফেও এ কথা উল্লিখিত হয়েছে।

(১৬১) যখন মূসা ﷺ এমন কয়েকটি নিদর্শন পেশ করেছিলেন, যার পরেরটি ছিল প্রথমটির চেয়ে আরো বৃহত্তর, তখন ফিরআউন নিজ জাতির মূসা ﷺ-এর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ার আশঙ্কা বোধ করল। তাই সে তার পরাজয়ের গ্লানিকে ঢাকার জন্য এবং অব্যাহতভাবে স্বীয় জাতিকে ধোকায় পতিত রাখার জন্য নতুন ফন্দি এই আঁটল যে, স্বীয় সার্বভৌমত্ব ও প্রশাসনিক ক্ষমতার কথা উল্লেখ করে মূসা ﷺ-এর অমর্যাদা ও অপদস্থতাকে প্রকাশ করা হোক, যাতে জাতি তার প্রশাসনিক ক্ষমতাকে ভয় করে।

(১৬২) এ থেকে বুঝানো হয়েছে নীল-নদ অথবা তার কিছু শাখা-প্রশাখা (অববাহিকা) যা ফিরআউনের মহলের নীচে দিয়ে অতিক্রম করত।

أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلا يَكَادُ يُبِينُ (٥٢)

(৫২) আমি যে এ ব্যক্তি হতে শ্রেষ্ঠ, যে নীচ[১৬৩] এবং স্পষ্ট কথা বলতেও অক্ষম?[১৬৪]

فَلَوْلا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ (٥٣)

(৫৩) সে নবী হলে তাকে স্বর্ণের বালা দেওয়া হল না কেন[১৬৫] অথবা তার সঙ্গে দলবদ্ধভাবে ফিরিশ্তাগণ এল না কেন?'[১৬৬]

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ (٥٤)

(৫৪) এভাবে সে তার সম্প্রদায়কে বেওকুফ বানাল। আর ওরা তার কথা মেনে নিল।[১৬৭] ওরা তো ছিল এক সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।

فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ (٥٥)

(৫৫) যখন ওরা আমাকে ক্রোধান্বিত করল, আমি ওদের নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করলাম এবং ওদের সকলকে ডুবিয়ে মারলাম।

فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفاً وَمَثَلاً لِلآخِرِينَ (٥٦)

(৫৬) পরবর্তীদের জন্য আমি ওদেরকে অতীত নমুনা ও দৃষ্টান্ত ক'রে রাখলাম।[১৬৮]

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ (٥٧)

(৫৭) যখন মারয়্যাম-তনয় (ঈসা)র দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হয়, তখন তোমার সম্প্রদায় শোরগোল আরম্ভ ক'রে দেয়,

وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (٥٨)

(৫৮) এবং বলে, 'আমাদের দেবতাগুলি শ্রেষ্ঠ, না ঈসা?' এরা কেবল বিতর্কের উদ্দেশ্যেই তোমাকে এ কথা বলে। বস্তুতঃ এরা তো এক বিতর্ককারী সম্প্রদায়।[১৬৯]

([১৬৩]) أَمْ এখানে 'ইযরাব' অর্থাৎ, بَلْ (বরং) অর্থে ব্যবহার হয়েছে। আবার কারো নিকট أَمْ 'ইস্তিফহামিয়া' (প্রশ্নবোধক) শব্দ।

([১৬৪]) এখানে মূসা ﷺ-এর তোতলা হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর এ কথা সূরা ত্বাহা ২৭ আয়াতেও আলোচিত হয়েছে।

([১৬৫]) সে যুগে মিসর ও পারস্যের বাদশাহরা (জনসাধারণের উপর) পৃথক মর্যাদা ও বিশেষ সম্মানকে বিকশিত করার জন্য সোনার বালা পরিধান করত। অনুরূপ গোত্রের সর্দারদের হাতেও সোনার বালা এবং গলায় সোনার হার ও চেন পরিয়ে দেওয়া হত। আর এগুলোকে তাদের সর্দারির নিদর্শন মনে করা হত। এই জন্যই ফিরআউন মূসা ﷺ সম্পর্কে বলল যে, যদি তাঁর কোন মর্যাদা ও পৃথক কোন বৈশিষ্ট্য থাকত, তবে তাঁর হাতে সোনার বালা থাকা উচিত ছিল।

([১৬৬]) যাঁরা এ কথার সত্যায়ন করতেন যে, এ (মূসা) হলেন আল্লাহর রসূল। অথবা বাদশাহদের মত তাঁর মান-মর্যাদাকে প্রকাশ করার জন্য তাঁর সাথে থাকতেন।

([১৬৭]) اِستَخَفَّ قَومَه অর্থাৎ, اسْتَخَفَّ عُقُوْلَهُمْ। সে তার জাতির জ্ঞানকে অতি তুচ্ছ ভাবল (তাদেরকে বেঅকুফ বানাল) অথবা তাদেরকে বোকা বানিয়ে তাদের মূর্খতা ও ভ্রষ্টতায় অটল থাকতে তাকীদ করল এবং জাতিও তার কথা মেনে নিল।

([১৬৮]) آسَفُونَا এর অর্থ أَسْخَطُوْنَا অথবা أَغْضَبُونَا আর سَلَفٌ হল سَالِفٌ এর বহুবচন। যেমন, خَدَمٌ হল خَادِمٌ এর এবং حَرَسٌ হল حَارِسٌ এর বহুবচন। 'সালাফ'এর অর্থ হল, যে জিনিস স্বীয় অস্তিত্বে অন্যের পূর্বে হয় (পূর্ববর্তী)। অর্থাৎ, তাদেরকে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য শিক্ষণীয় উপদেশ ও দৃষ্টান্ত বানিয়ে দিলাম। যাতে এই প্রজন্মের মানুষরা ফিরআউনের মত কুফরী, যুলুম, সীমালঙ্ঘন এবং ফাসাদ না করে। তাহলে তারা সেই রকম শিক্ষামূলক অবস্থার সম্মুখীন হওয়া থেকে সুরক্ষিত থাকবে, যার সম্মুখীন হয়েছিল ফিরআউন।

([১৬৯]) পৌত্তলিকতা ও শির্কের খন্ডন এবং মিথ্যা উপাস্যগুলোর অসহায়তার কথা পষ্কিারভাবে তুলে ধরার জন্য মক্কার মুশরিকদেরকে বলা হত যে, তোমাদের সাথে তোমাদের উপাস্যগুলোও জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আর লক্ষ্য হত, পাথরের সেই মূর্তিগুলো, যার তারা পূজা করত। এ থেকে লক্ষ্য কিন্তু সেই সৎলোক (নবী-অলী)গণ নন, যাঁরা তাঁদের জীবদ্দশায় মানুষদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন। অতঃপর তাঁদের মৃত্যুর পর ভক্তরা তাঁদেরকেও উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে। তাঁদের ব্যাপারে কুরআন কারীমে এ কথা পরিষ্কার ক'রে দেওয়া হয়েছে যে, তাঁরা জাহান্নাম থেকে দূরে থাকবে। {إِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ} (الأنبياء: ١٠١) কারণ, এতে তাঁদের কোন দোষ নেই। আর এই জন্যই কুরআন এই মূর্তিগুলোর ব্যাপারে مَا শব্দ ব্যবহার করেছে; যা জ্ঞানহীন প্রাণী বা বস্তুর জন্য ব্যবহার হয়। সুতরাং এ থেকে আম্বিয়া ও সৎলোকেরা বের হয়ে যান; যাঁদেরকে লোকেরা নিজে থেকেই উপাস্য বানিয়ে রেখেছিল। অর্থাৎ, এটা হতে পারে যে, অন্যান্য মূর্তিদের সাথে তাঁদের আকৃতিতে বানানো মূর্তিগুলোকেও আল্লাহ জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন, কিন্তু এ লোকগুলো তো অবশ্যই জাহান্নাম থেকে দূরে থাকবেন। মুশরিকরা নবী ﷺ-এর পবিত্র জবানে ঈসা ﷺ-এর সুনাম শুনে এই অসার তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হত যে, যদি ঈসা প্রশংসার যোগ্য হন অথচ খ্রিষ্টানরা তাঁকে উপাস্য বানিয়েছে, তবে আবার আমাদের উপাস্যগুলো নিন্দিত হল কিভাবে? এরাও কি উত্তম নয়? কিংবা আমাদের উপাস্যগুলো যদি জাহান্নামে যায়, তাহলে ঈসা ও উযায়েরও জাহান্নামে যাবেন। মহান আল্লাহ এখানে বললেন, আনন্দে তাদের শোরগোল করা তাদের বিতর্ক বৈ কিছুই নয়। তাছাড়া তর্কের অর্থই এই হয় যে, বিতর্ককারীর

إِنْ هُوَ إِلاَّ عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلاً لِبَنِي إِسْرَائِيلَ (٥٩)

(৫৯) সে তো ছিল আমারই এক দাস, যাকে আমি অনুগ্রহ করেছিলাম এবং করেছিলাম বনী ইস্রাঈলের জন্য নিদর্শনস্বরূপ।[১৭০]

وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلائِكَةً فِي الأَرْضِ يَخْلُفُونَ (٦٠)

(৬০) আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের পরিবর্তে ফিরিশ্তাদেরকে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী করতে পারতাম।[১৭১]

وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (٦١)

(৬১) নিশ্চয় ঈসা কিয়ামতের একটি নিদর্শন;[১৭২] সুতরাং তোমরা কিয়ামতে অবশ্যই সন্দেহ পোষণ করো না এবং আমার অনুসরণ কর। এটিই সরল পথ।

وَلا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (٦٢)

(৬২) শয়তান যেন তোমাদেরকে কিছুতেই এ হতে নিবৃত্ত না করে, সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ (٦٣)

(৬৩) ঈসা যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ এল, তখন সে বলেছিল, 'আমি তো তোমাদের নিকট প্রজ্ঞাসহ এসেছি; তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছ, তা স্পষ্ট করে দেওয়ার জন্য।[১৭৩] সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর।

إِنَّ اللهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (٦٤)

(৬৪) নিশ্চয় আল্লাহই আমার প্রতিপালক এবং তোমাদের প্রতিপালক, অতএব তাঁর উপাসনা কর, এটিই সরল পথ।'

فَاخْتَلَفَ الأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ (٦٥)

(৬৫) অতঃপর ওদের বিভিন্ন দল নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করল;[১৭৪] সুতরাং সীমালংঘনকারীদের জন্য দুর্ভোগ মর্মন্তুদ দিনের শাস্তির।

هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (٦٦)

(৬৬) ওরা তো ওদের অজ্ঞাতসারে আকস্মিকভাবে কিয়ামত আসারই অপেক্ষা করছে।

কাছে কোন দলীল থাকে না। কিন্তু নিজের মত বহাল রাখার জন্য অযথা কথা কাটাকাটি করে।

(১৭০) প্রথমতঃ এই দিক দিয়ে যে, পিতা ছাড়াই তাঁর জন্ম হয়। দ্বিতীয়তঃ স্বয়ং তাঁকে মৃতকে জীবন দান ইত্যাদি যে সকল মু'জিযা দেওয়া হয়েছিল, সেই দিক দিয়েও।

(১৭১) অর্থাৎ, তোমাদেরকে শেষ ক'রে তোমাদের স্থানে ফিরিশ্তাদেরকে আবাদ করতাম। তারা তোমাদেরই মত পরস্পরের প্রতিনিধিত্ব করত। অর্থাৎ, ফিরিশ্তাদের আসমানে থাকা এমন কোন মর্যাদার ব্যাপার নয় যে, তাদের ইবাদত করা হবে। এটা কেবল আমি আমার ইচ্ছা ও ফায়সালায় ফিরিশ্তাদেরকে আসমানে এবং মানুষদেরকে যমীনে আবাদ করেছি। আমি ইচ্ছা করলে ফিরিশ্তাদেরকেও যমীনে আবাদ করতে পারি।

(১৭২) عِلْمٌ এর অর্থ নিদর্শন। অধিকাংশ মুফাস্সেরের নিকট এর অর্থ হল, কিয়ামতের নিকটতম সময়ে তাঁর আসমান থেকে অবতরণ হবে। এ কথা অনেক সহীহ ও বহুধা সূত্রে বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আর এই অবতরণ এ কথার নিদর্শন হবে যে, কিয়ামত অতি নিকটে। এই জন্যই কেউ কেউ এটাকে আ'য়ন এবং লামে যবর দিয়ে (عَلَمٌ) পড়েছেন। যার অর্থ হয়, নিদর্শন। আবার কারো নিকট তাঁকে কিয়ামতের নিদর্শন গণ্য করা হয়েছে তাঁর জন্মের অলৌকিকতার ভিত্তিতে। অর্থাৎ, যেভাবে মহান আল্লাহ তাঁকে বিনা পিতায় সৃষ্টি করেছেন, তাঁর এই জন্ম প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষকে পুনরায় জীবিত করবেন। সুতরাং আল্লাহর অলৌকিক ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য করলে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। إِنَّهُ তে সর্বনাম থেকে উদ্দিষ্ট হলেন ঈসা ﷺ।

(১৭৩) এর জন্য দেখুন, সূরা আল ইমরানের ৫নং আয়াতের টীকা।

(১৭৪) এ থেকে ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের বুঝানো হয়েছে। ইয়াহুদীরা তো ঈসা ﷺ-এর মর্যাদা ক্ষুন্ন ক'রে তাঁকে --নাউযুবিল্লাহ -- জারজ সন্তান গণ্য করে। আর খ্রিষ্টানরা তাঁর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ক'রে তাঁকে উপাস্য বানিয়ে নেয়। অথবা এ থেকে খ্রিষ্টানদেরই বিভিন্ন দলকে বুঝানো হয়েছে। এরা আপোসে ঈসা ﷺ-এর ব্যাপারে কঠোর পরস্পর-বিরোধী মত পোষণ করে। একদল তাঁকে আল্লাহর পুত্র, অন্যদল তাঁকে আল্লাহ ও তিনের মধ্যে একজন মনে করে এবং আর একদল তাঁকে মুসলিমদের মত আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল গণ্য করে।

الأَخِلاَّءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِينَ (٦٧)

(৬৭) বন্ধুরা সেদিন একে অপরের শত্রু হয়ে পড়বে, তবে সাবধানীরা নয়।[১৭৫]

يَا عِبَادِ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ (٦٨)

(৬৮) হে আমার দাসগণ! আজ তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না।[১৭৬]

الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ (٦٩)

(৬৯) যারা আমার আয়াতে বিশ্বাস করেছিলে এবং আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) ছিলে।

ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ (٧٠)

(৭০) তোমরা এবং তোমাদের সহধর্মিণীগণ সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর।[১৭৭]

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الأَنفُسُ وَتَلَذُّ الأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ(٧١)

(৭১) স্বর্ণের থালা ও পান পাত্র নিয়ে ওদের মাঝে ফিরানো হবে,[১৭৮] সেখানে রয়েছে এমন সমস্ত কিছু, যা মন চায় এবং যাতে নয়ন তৃপ্ত হয়। সেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে।

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٧٢)

(৭২) এটিই জান্নাত, তোমরা তোমাদের কর্মের ফলস্বরূপ যার অধিকারী হয়েছ।[১৭৯]

لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ (٧٣)

(৭৩) সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর ফলমূল, তা থেকে তোমরা আহার করবে।

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ (٧٤)

(৭৪) নিশ্চয় অপরাধীরা স্থায়ীভাবে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে,

لا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (٧٥)

(৭৫) ওদের শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং ওরা তাতে (শাস্তি ভোগ করতে করতে) হতাশ হয়ে পড়বে।[১৮০]

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ (٧٦)

(৭৬) আমি ওদের প্রতি অন্যায় করিনি, কিন্তু ওরা নিজেরাই নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছে।

وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ(٧٧)

(৭৭) ওরা চিৎকার ক'রে বলবে, 'হে মালেক (দোযখের অধিকর্তা)![১৮১] তোমার প্রতিপালক আমাদেরকে নিঃশেষ ক'রে দিন।'[১৮২] সে বলবে, 'তোমরা তো (চিরকাল) অবস্থান করবে।'[১৮৩]

([১৭৫]) কেননা, কাফেরদের বন্ধুত্ব কেবল কুফরী ও পাপাচারের ভিত্তিতে হয় এবং এই কুফরী ও পাপাচারই তাদের আযাবের কারণ হবে। আর এরই কারণে তারা একে অপরকে দোষারোপ করবে এবং পরস্পরের শত্রু হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে ঈমানদার ও আল্লাহভীরু লোকদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও ভালবাসা যেহেতু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের ভিত্তিতে হয়, আর এই দ্বীন ও ঈমানই হল কল্যাণ ও সওয়াব লাভের মাধ্যম, সেহেতু তাঁদের এই বন্ধুত্বে কোন বিচ্ছেদ ঘটবে না। আখেরাতেও তাঁদের এই বন্ধুত্ব অটুট থাকবে, যেমন দুনিয়াতে ছিল।

([১৭৬]) এটা কিয়ামতের দিন সেই আল্লাহভীরুদেরকে বলা হবে, যাঁরা দুনিয়াতে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে একে অপরের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা রাখত। বহু হাদীসেও এর ফযীলতের কথা এসেছে। এমন কি আল্লাহর নিমিত্তে ভালবাসা রাখা এবং তাঁরই নিমিত্তে বিদ্বেষ পোষণ করাকে ঈমান পরিপূর্ণতার বুনিয়াদ বলা হয়েছে। মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে কাউকে ভালোবাসে, আল্লাহর ওয়াস্তে কাউকে ঘৃণা করে, আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু দান করে এবং আল্লাহর ওয়াস্তেই কিছু দান করা হতে বিরত থাকে, সে ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গ ঈমানের অধিকারী।" *(সহীহ আবূ দাউদ ৩৯১০ নং)* আর এমন দুই বন্ধু কিয়ামতের দিনে আল্লাহর আরশের নিচে ছায়া লাভ করবে, যেদিন সেই ছায়া ছাড়া অন্য কোন ছায়া থাকবে না।

([১৭৭]) أَزْوَاجُكُمْ থেকে কেউ মু'মিন (পার্থিব) স্ত্রীগণ, কেউ মু'মিন বন্ধু এবং কেউ জান্নাতের স্ত্রী হুরগণ অর্থ নিয়েছেন। আর সব অর্থই সঠিক। কারণ, এরা সকলেই জান্নাতে যাবে। تُحْبَرُوْنَ শব্দ حَبْــرٌ থেকে গঠিত। অর্থাৎ, সেই আনন্দ ও প্রফুল্লতা যা তাঁরা জান্নাতের নিয়ামত ও সম্মানের কারণে অনুভব করবে।

([১৭৮]) صِحَافٌ হল صَحْفَةٌ এর বহুবচন। এর অর্থ থালা বা প্লেট। সব চেয়ে বড় পাত্রকে جُفْنَةٌ বলা হয়। তার থেকে ছোটকে قَصْعَةٌ (যাতে দশজন মানুষ পেট ভরে খেতে পারবে।) এর থেকে ছোটকে صَحْفَةٌ (যা قَصْعَةٌ এর অর্ধেক) এবং তার থেকে ছোটকে مَكِيْلَةٌ বলা হয়। অর্থাৎ, জান্নাতীরা জান্নাতে যে খাদ্য লাভ করবে তা সোনার প্লেটে দেওয়া হবে।

([১৭৯]) অর্থাৎ, যেভাবে একজন ওয়ারেস (উত্তরাধিকারী) মীরাসের মালিক হয়, অনুরূপ জান্নাতও একটি মীরাস; যার ওয়ারিস হবে তারা, যারা দুনিয়াতে ঈমান ও নেক আমলের মাধ্যমে জীবন-যাপন করেছে।

([১৮০]) অর্থাৎ, মুক্তি পাওয়া থেকে হতাশ ও নিরাশ।

([১৮১]) জাহান্নামের দারোগার নাম।

([১৮২]) অর্থাৎ, আমাদেরকে মৃত্যু দান করুন, যাতে আযাব থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে যাই।

([১৮৩]) অর্থাৎ, সেখানে মৃত্যু আবার কোথায়? শাস্তির এই জীবন মৃত্যু অপেক্ষা আরো নিকৃষ্টতর হবে। আর এ ছাড়া তো অন্য কোন উপায়ও থাকবে না।

لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ(٧٨)

(৭৮) (আল্লাহ বলবেন,) আমি তো তোমাদের নিকট সত্য পৌঁছে দিয়েছিলাম; কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই তো সত্যবিমুখ ছিলে।[৮৪]

أَمْ أَبْرَمُوا أَمْراً فَإِنَّا مُبْرِمُونَ (٧٩)

(৭৯) ওরা কি কোন কিছুর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে? আমিও তো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী।[৮৫]

أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ (٨٠)

(৮০) ওরা কি মনে করে যে, আমি ওদের গোপন বিষয় ও গোপন পরামর্শের খবর রাখি না? অবশ্যই (রাখি)।[৮৬] আমার দূতগণ তো ওদের কাছে থেকে সব লিপিবদ্ধ করে।[৮৭]

قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ (٨١)

(৮১) বল, 'পরম দয়াময় আল্লাহর কোন সন্তান থাকলে আমিই হতাম তার উপাসকগণের অগ্রণী।'[৮৮]

سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (٨٢)

(৮২) ওরা যা আরোপ করে তা হতে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর অধিপতি এবং আরশের অধিকারী পবিত্র ও মহান।[৮৯]

فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (٨٣)

(৮৩) অতএব ওদেরকে যে দিনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে[১৯০] তার সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ওদেরকে সমালোচনা ও খেল-তামাশা করতে দাও।[১৯১]

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (٨٤)

(৮৪) তিনিই উপাস্য নভোমন্ডলে, তিনিই উপাস্য ভূমন্ডলে[১৯২] এবং তিনিই প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।

وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

(৮৫) কত মহান তিনি যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং ওদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর সার্বভৌম অধিপতি।[১৯৩] কিয়ামতের জ্ঞান

([৮৪]) এটা আল্লাহ তাআলার উক্তি অথবা ফিরিশ্তাগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে বলবেন। যেমন কোন বড় অফিসার প্রশাসন বা সরকারের তরফ থেকে 'আমরা' শব্দ ব্যবহার করে। এখানে أكثر (অধিকাংশ) অর্থ সবাই। অর্থাৎ, সমস্ত জাহান্নামী। অথবা أكثر বলতে নেতা ও সর্দারদেরকে বুঝানো হয়েছে। অন্যান্য জাহান্নামীরা তাদের অনুসারী হওয়ার দরুন তাদের মধ্যেই শামিল থাকবে। حَقّ (সত্য) বলতে সেই দ্বীন ও পয়গাম, যা পয়গম্বরগণের মাধ্যমে মানুষের মাঝে পাঠিয়েছেন। আর সর্বশেষ حق (সত্য) হল কুরআন ও ইসলাম।

([৮৫]) إِبْـرَامٌ এর অর্থ হল, সুদৃঢ়, চূড়ান্ত, পাকাপোক্ত ও মজবুত করা। أَمْ এখানে بَـلْ অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ, এই জাহান্নামীরা সত্যকে কেবল অপছন্দই করেনি, বরং তার বিরুদ্ধে সুপরিকল্পিত সংগঠিত ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তও করেছে। তাদের জওয়াবে আমিও চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করলাম। আর আমার থেকে অধিক বলিষ্ঠ ব্যবস্থা কে গ্রহণ করতে পারে? এই অর্থেরই আয়াত হল এইটা ঃ {أَمْ يُرِيْدُوْنَ كَيْداً فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا هُمُ الْمَكِيْدُوْنَ} (الطور: ٤٢)

([৮৬]) অর্থাৎ, গুপ্ত কথাবার্তা যা তারা নিজেদের অন্তরে লুকিয়ে রাখে অথবা নির্জনে চুপেচুপে বলে কিংবা আপোসে যে কানাকানি করে, তারা কি মনে করে যে, আমি তাদের এ সব কিছু শুনি না? অর্থাৎ, আমি সব শুনি ও জানি।

([৮৭]) অর্থাৎ, অবশ্যই শুনি। এ ছাড়া আমার প্রেরিত ফিরিশ্তাগণ পৃথক পৃথকভাবে তাদের সমস্ত কথাবার্তা লিখে রাখে।

([৮৮]) কেননা, আমি আল্লাহর বাধ্য ও তাঁর অনুগত বান্দা। যদি সত্যিকারই তাঁর সন্তান-সন্ততি হত, তবে সর্বপ্রথম আমিই তাদের ইবাদত ও উপাসনা করতাম। আসলে মুশরিকদের বিশ্বাসকে বাতিল ও খন্ডন করা হয়েছে; যারা আল্লাহর সন্তান-সন্ততি সাব্যস্ত করে।

([৮৯]) এটা আল্লাহর উক্তি, যাতে তিনি তাঁর (সমস্ত দোষ-ত্রুটি থেকে) মুক্ত ও পবিত্রতা হওয়ার কথা ঘোষণা দিয়েছেন। অথবা রসূল ﷺ-এর কথা, তিনিও আল্লাহর নির্দেশে তাঁকে সেই সব জিনিস থেকে মুক্ত এবং পাক ও পবিত্র হওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন, যেগুলোর সাথে মুশরিকরা আল্লাহকে সম্পৃক্ত করে।

([১৯০]) অর্থাৎ, এখন যদি ওরা হিদায়াতের পথ অবলম্বন না করে, তবে তুমি তাদেরকে নিজ অবস্থাতেই ছেড়ে দাও এবং দুনিয়ার খেলা-ধূলায় মেতে থাকতে দাও। এটা হল ধমক ও হুঁশিয়ারি।

([১৯১]) তাদের চোখ সেই দিনই খুলবে, যেদিন তাদের এই আচরণের পরিণাম তাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়ে যাবে।

([১৯২]) এ রকম নয় যে, আকাশের উপাস্য অন্য একজন এবং পৃথিবীর উপাস্য আর একজন। বরং যেমন এই উভয়েরই সৃজনকর্তা একজনই, অনুরূপ উপাস্যও একজনই। এই অর্থেরই আয়াত হল এটা, {وَهُوَ اللهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْـأَرْضِ يَعْلَـمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِـبُوْنَ} (الأنعـام: ٣) অর্থাৎ, তিনিই আল্লাহ আসমানে এবং যমীনে। তিনি তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য জানেন এবং তোমরা যা কর, তাও অবগত। *(আনআম ঃ ৩)*

([১৯৩]) এমন সত্তা যিনি সমস্ত এখতিয়ারের মালিক এবং আকাশ-পৃথিবীর রাজত্ব যাঁর হাতে, তাঁর সন্তান-সন্ততির কিসের প্রয়োজন?

وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٨٥)

কেবল তাঁরই আছে[১৯৪] এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।[১৯৫]

وَلاَ يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (٨٦)

(৮৬) আল্লাহর পরিবর্তে ওরা যাদেরকে ডাকে, সুপারিশের অধিকার তাদের নেই।[১৯৬] তবে যারা সত্য উপলব্ধি ক'রে ওর (সত্যের) সাক্ষ্য দেয় তাদের কথা স্বতন্ত্র।[১৯৭]

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ(٨٧)

(৮৭) যদি তুমি ওদেরকে জিজ্ঞাসা কর, 'কে ওদেরকে সৃষ্টি করেছে?' ওরা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ।' তবুও ওরা কোথায় ফিরে যাচ্ছে?

وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلاءِ قَوْمٌ لا يُؤْمِنُونَ (٨٨)

(৮৮) আর রসূলের উক্তি,[১৯৮] 'হে আমার প্রতিপালক! এরা তো সেই সম্প্রদায় যারা বিশ্বাস করবে না।' (এর জ্ঞান কেবল তাঁরই আছে।)

فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (٨٩)

(৮৯) সুতরাং তুমি ওদেরকে উপেক্ষা কর এবং বল, 'শান্তির সম্ভাষণ (সালাম)।'[১৯৯] ওরা শীঘ্রই (এর শেষ ফল) জানতে পারবে।

সূরা দুখান
(মক্কায় অবতীর্ণ)
সূরা নং ঃ ৪৪, আয়াত সংখ্যা ঃ ৫৯

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।

حم (١)

(১) হা-মীম,

وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (٢)

(২) সুস্পষ্ট গ্রন্থের শপথ!

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ (٣)

(৩) নিশ্চয় আমি এ (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এক বর্কতময় (আশিসপূত শবেক্বদর) রাতে;[২০০] নিশ্চয় আমি সতর্ককারী।[২০১]

---

(১৯৪) যা তিনি যথাসময়েই প্রকাশ করবেন।

(১৯৫) যেখানে তিনি প্রত্যেককে তার আমল অনুযায়ী প্রতিদান ও শাস্তি দেবেন।

(১৯৬) অর্থাৎ, দুনিয়াতে যে বাতিল উপাস্যগুলোর এরা পূজা-অর্চনা করে এই মনে করে যে, এরা আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করবে। তাদের সুপারিশ করার মোটেই কোন এখতিয়ার ও যোগ্যতা নেই।

(১৯৭) হক্ব বা সত্য বলতে বুঝানো হয়েছে, তাওহীদের কালেমা 'লা-ইলাহ ইল্লাল্লাহ'কে। এর স্বীকৃতি ও সাক্ষ্য জ্ঞান ও উপলব্ধির ভিত্তিতে হবে। (এর অর্থ না বুঝে) কেবল প্রথাগত ও (অন্যের) দেখাদেখির ভিত্তিতে যেন না হয়। অর্থাৎ, মৌখিকভাবে কালেমা তাওহীদের ঘোষণাদাতাকে জেনে রাখতে হবে যে, এতে কেবল এককভাবে আল্লাহর উপাস্যত্বকেই সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং অন্যান্য সমস্ত উপাস্যের উপাস্যত্ব নাকচ করা হয়েছে। অতঃপর (আন্তরিকভাবে) এই অনুযায়ী হবে তার আমল। এ রকম লোকের ব্যাপারে সুপারিশকারীদের সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে। অথবা অর্থ হল, সুপারিশ করার অধিকার কেবল তাঁরাই লাভ করবেন, যাঁরা সত্যকে স্বীকার করবেন। অর্থাৎ, আম্বিয়া, নেকলোক এবং ফিরিশ্তাগণ এই অধিকার লাভ করবেন। সেই বাতিল উপাস্যরা নয়, যাদেরকে মুশরিকরা মনগড়াভাবে নিজেদের সুপারিশকারী মনে ক'রে থাকে।

(১৯৮) وَقِيلِهِ এর সংযোগ হল وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ এর সাথে। অর্থাৎ, وَعِلْمُ قِيلِهِ আল্লাহরই কাছে রয়েছে কিয়ামতের জ্ঞান এবং স্বীয় পয়গম্বরের অভিযোগের জ্ঞান।

(১৯৯) এ সালাম হল সম্পর্কচ্ছেদ করার সালাম। যেমন, সূরা ক্বাসাস ৫৫ আয়াত {سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ لاَ نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ} এবং সূরা ফুরক্বান ৬৩ আয়াত {قَالُوا سَلاَمًا} -এ রয়েছে। অর্থাৎ, দ্বীনের ব্যাপারে আমার ও তোমাদের পথ ভিন্ন ভিন্ন। তোমরা যদি ফিরে না এসো তো ঠিক আছে, তোমরা তোমাদের কাজ ক'রে যাও, আমিও আমার কাজ ক'রে যাচ্ছি। অতঃপর অতি সত্বর জেনে নেবে যে, কে সত্যবাদী, আর কে মিথ্যাবাদী।

(২০০) (لَيْلَةٌ مُبَارَكَةٌ) বর্কতময় বা আশিসপূত রাত বলতে (لَيْلَةُ الْقَدْرِ) ক্বদরের রাত (শবেক্বদরকে) বুঝানো হয়েছে। যেমন, অন্যত্র পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে, {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ} অর্থাৎ, আমি এ কুরআন শবেক্বদরে (মহিয়সী রাতে) অবতীর্ণ করেছি। *(সূরা ক্বদর)* আর এই শবেক্বদর রমযানের শেষ দশকের বিজোড় রাতগুলোর মধ্যে কোন একটি রাত; যেমন হাদীসে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। সুতরাং কুরআন অবতীর্ণ হয় রমযান মাসে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ} অর্থাৎ, রমযান মাসে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। *(সূরা বাক্বারাহ ১৮৫)* এই আয়াতে ক্বদরের এই রাতকে বর্কতময় রাত

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (٤)

(৪) এ রাতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়।[২০২]

أَمْراً مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (٥)

(৫) আমার আদেশক্রমে,[২০৩] আমি তো রসূল প্রেরণ ক'রে থাকি।

رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٦)

(৬) এ তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে করুণা;[২০৪] নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ(٧)

(৭) আকাশমন্ডলী, পৃথিবী ও ওদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালকের নিকট হতে। যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও।

لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمْ الأَوَّلِينَ(٨)

(৮) তিনি ব্যতীত কোন (সত্য) উপাস্য নেই, তিনি জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান। তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতিপালক।[২০৫]

بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ (٩)

(৯) বস্তুতঃ ওরা সন্দেহের বশবর্তী হয়ে খেল-তামাশা করছে।[২০৬]

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ (١٠)

(১০) অতএব তুমি অপেক্ষা কর সে দিনের, যেদিন আকাশ স্পষ্ট ধূমাচ্ছন্ন হবে।[২০৭]

গণ্য করা হয়েছে। আর এই বর্কতময় হওয়াতে সন্দেহই বা কি? প্রথমতঃ এ রাতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ এ রাতে বহু ফিরিশ্তা সহ জিবরীল আমীনও অবতরণ করেন। তৃতীয়তঃ সারা বছরে সংঘটিত হবে এমন ঘটনাবলীর ফায়সালা করা হয়। (যে কথা পরে আসছে।) চতুর্থতঃ এই রাতের ইবাদত হাজার মাস (৮৩ বছর ৪ মাস) এর ইবাদতের থেকেও উত্তম। শবেক্বদর বা বর্কতময় রাতে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার অর্থ হল, এই রাত থেকে নবী ﷺ-এর উপর কুরআন অবতীর্ণ হওয়া আরম্ভ হয়। অর্থাৎ, সর্বপ্রথম এই রাতেই তাঁর উপর কুরআন অবতীর্ণ হয়। অথবা অর্থ হল, এই রাতে 'লাওহে মাহফুয' থেকে কুরআনকে 'বায়তুল ইয্যাহ'তে অবতীর্ণ করা হয়, যা নিকটতম আসমানে অবস্থিত। অতঃপর সেখান থেকে প্রয়োজন ও ঘটনাঘটনের চাহিদা অনুযায়ী ২৩ বছরের বিভিন্ন সময়ে নবী করীম ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ করা হয়। কেউ কেউ لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ 'বর্কতময় রাত' বলতে শা'বান মাসের ১৫ তারীখের রাত (শবেবরাত)কে বুঝিয়েছেন। কিন্তু এ কথা সঠিক নয়। যখন কুরআনের স্পষ্ট উক্তি দ্বারা এ কথা সুসাব্যস্ত যে, কুরআন শবেক্বদরে অবতীর্ণ হয়েছে, তখন এ থেকে শবেবরাত অর্থ নেওয়া কোনভাবেই ঠিক নয়। তাছাড়া শবেবরাত (শা'বান মাসের ১৫ তারীখের রাত)এর ব্যাপারে যতগুলো বর্ণনা এসেছে, যাতে এ রাতের মাহাত্ম্য ও ফযীলতের কথা বর্ণিত হয়েছে অথবা যাতে এ রাতকে ভাগ্য নির্ধারণের রাত বলা হয়েছে, সে সমস্ত বর্ণনাগুলো সনদের দিক দিয়ে জাল অথবা দুর্বল। অতএব সে (বর্ণনা)গুলো কুরআনের সুস্পষ্ট বর্ণনার মোকাবেলা কিভাবে করতে পারে?

(২০১) অর্থাৎ, কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্য হল, মানুষকে শরয়ী উপকার-অপকার সম্পর্কে অবহিত ও সতর্ক করা, যাতে তাদের উপর হুজ্জত কায়েম হয়ে যায়।

(২০২) يُفْرَقُ، يُفْصَلُ وَيُبَيَّنُ ফায়সালা করা হয় এবং এ কাজকে এ ব্যাপারে দায়িত্বশীল ফিরিশ্তাকে সোপর্দ করে দেওয়া হয়। حَكِيمٍ হিকমতে পরিপূর্ণ, গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহর প্রতিটি কাজই হিকমতে পরিপূর্ণ হয়। অথবা অর্থ, مُحْكَمٍ (মজবুত, পাকাপোক্ত) যাতে কোন পরিবর্তন সাধন সম্ভব নয়। সাহাবা ও তাবেঈন থেকে এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে যে, এই রাতে আগামী বছরের জীবন-মরণ ও জীবিকার উপায়-উপকরণের ফায়সালা লাওহে মাহফূয থেকে অবতীর্ণ ক'রে ফিরিশ্তাদেরকে সোপর্দ করা হয়। *(ইবনে কাসীর)*

(২০৩) অর্থাৎ, সমস্ত ফায়সালা আমার নির্দেশ, অনুমতি এবং আমার নির্ধারিত ভাগ্য ও ইচ্ছা অনুসারে হয়।

(২০৪) অর্থাৎ, গ্রন্থসমূহ অবতীর্ণ করার সাথে সাথে রসূলগণকে প্রেরণ করা আমার করুণা ও রহমতেরই একটি অংশ। যাতে তারা আমার অবতীর্ণকৃত গ্রন্থগুলো সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে এবং আমার যাবতীয় বিধি-বিধান মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়। এইভাবে মানুষের আধিভৌতিক প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করার সাথে সাথে আমি আমার রহমতে মানুষের আধ্যাত্মিক প্রয়োজন পূরণ হওয়ারও সুব্যবস্থা করেছি।

(২০৫) এই আয়াতগুলোও সূরা আ'রাফের ১৫৮নং আয়াতের মত {قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُوْلُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيْتُ}

(২০৬) অর্থাৎ, সত্য ও তার দলীলসমূহ তাদের কাছে এসে গেছে, কিন্তু তারা তার উপর ঈমান আনার পরিবর্তে সন্দেহে পড়ে রয়েছে এবং এই সন্দেহের সাথে সাথে বিদ্রূপ করায় ও খেল-তামাশায় মত্ত রয়েছে।

(২০৭) এতে কাফেরদেরকে ধমক দিয়ে বলা হচ্ছে যে, ঠিক আছে (হে নবী) তুমি ঐ দিনের অপেক্ষা কর, যখন আকাশে ধোঁয়ার আবির্ভাব ঘটবে। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ সম্পর্কে বলা হয় যে, মক্কাবাসীদের বিদ্বেষমূলক আচরণে বিরক্ত হয়ে নবী করীম ﷺ তাদের উপর অনাবৃষ্টির বদ্দুআ করলেন। যার ফলে তাদের উপর অনাবৃষ্টির শাস্তি নেমে এল। এমন কি খাদ্যাভাবে তারা হাড়, চামড়া এবং মৃত ইত্যাদি খেতে বাধ্য হয়ে পড়ল। আকাশের দিকে তাকালে কঠিন ক্ষুধা ও দুর্বলতার কারণে তারা

يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (١١)

(১১) এবং মানবজাতিকে তা আচ্ছন্ন ক'রে ফেলবে। এ হবে মর্মান্তিক শাস্তি।

رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ (١٢)

(১২) তখন ওরা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর হতে শাস্তি দূর কর, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করব।'[২০৮]

أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ (١٣)

(১৩) ওরা উপদেশ গ্রহণ করবে কি ক'রে? ওদের নিকট তো স্পষ্ট ব্যাখ্যাদাতা এক রসূল এসেছিল।

ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ (١٤)

(১৪) অতঃপর ওরা তাকে অমান্য ক'রে বলেছিল, '(সে তো) শিক্ষণপ্রাপ্ত একজন পাগল।'

إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلاً إِنَّكُمْ عَائِدُونَ (١٥)

(১৫) আমি তোমাদের শাস্তি কিছু কালের জন্য দূর করলে, তোমরা তো তোমাদের পূর্বাবস্থায় আবার ফিরে যাবে।

يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ (١٦)

(১৬) যেদিন আমি তোমাদেরকে প্রবলভাবে পাকড়াও করব[২০৯] (সেদিন) আমি অবশ্যই প্রতিশোধ গ্রহণ করব।

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ(١٧)

(১৭) এদের পূর্বে আমি তো ফিরআউন সম্প্রদায়কেও পরীক্ষা করেছিলাম[২১০] এবং ওদের নিকট এক মহান রসূল (মূসা) এসেছিল।

أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٨)

(১৮) (সে বলল,) আল্লাহর দাসদের (বনী ইস্রাঈলদের)কে আমার নিকট ফিরিয়ে দাও।[২১১] নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রসূল।[২১২]

وَأَنْ لا تَعْلُوا عَلَى اللهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (١٩)

(১৯) এবং তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে উদ্ধত হয়ো না,[২১৩] আমি তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করছি।[২১৪]

وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ (٢٠)

(২০) তোমরা যাতে আমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা না করতে পার, তার জন্য আমি আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[২১৫]

কেবল ধোঁয়া দেখত। পরিশেষে অতিষ্ঠ হয়ে তারা নবী করীম ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে আযাব দূরীভূত হলে ঈমান আনার অঙ্গীকার করে। কিন্তু এই অবস্থা দূর হয়ে গেলে তারা পুনরায় কুফরী ও অবাধ্যতায় ফিরে আসে। তাই তো বদর যুদ্ধে তাদেরকে আবার কঠোরভাবে পাকড়াও করা হয়। *(বুখারী ঃ তাফসীর অধ্যায়)* কেউ কেউ বলেন, কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার দশটি বড় বড় নিদর্শনাবলীর একটি নিদর্শন ধোঁয়াও। চল্লিশ দিন যাবৎ এ ধোঁয়া বিদ্যমান থেকে কাফেরদের শ্বাসরোধ করবে। আর মু'মিনদের অবস্থা সর্দি লাগার মত হবে। আয়াতে এই ধোঁয়ার কথাই বলা হয়েছে। এই ব্যাখ্যার ভিত্তিতে এই নিদর্শন কিয়ামতের নিকটতম পূর্ব সময়ে প্রকাশ হবে। আর প্রথম ব্যাখার ভিত্তিতে এটা প্রকাশ হয়ে গেছে। ইমাম শাওকানী বলেন, উভয় ব্যাখ্যাই স্ব-স্ব স্থানে সঠিক। আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হিসাবে এ ঘটনা ঘটে গেছে, যা সঠিক সূত্রে প্রমাণিত। এ দিকে কিয়ামতের নিদর্শনসমূহের যে তালিকা বহু সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তাতেও এই ধোঁয়ার কথা উল্লেখ আছে। কাজেই ওটাও এর পরিপন্থী নয়, বরং তখনও তার আবির্ভাব ঘটবে।

(২০৮) প্রথম ব্যাখ্যা অনুপাতে এ কথা মক্কার কাফেররা বলেছে। আর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা অনুপাতে এ কথা কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ের কাফেররা বলবে।

(২০৯) এখানে পাকড়াও বলতে বদর যুদ্ধের দিন পাকড়াও করার কথা বলা হয়েছে। সেদিন ৭০ জন কাফের মারা গিয়েছিল এবং ৭০ জনকে বন্দী করা হয়েছিল। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা অনুপাতে কঠোরভাবে এই পাকড়াও কিয়ামতের দিন করা হবে। ইমাম শাওকানী বলেন, এখানে সেই পাকড়াও এর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা বদর যুদ্ধে হয়েছিল। কেননা, কুরাইশ প্রসঙ্গের আলোচনাতেই এর উল্লেখ আছে। যদিও কিয়ামতের দিনেও মহান আল্লাহ কঠোরভাবে পাকড়াও করবেন। তবে সে পাকড়াও এত ব্যাপক হবে যে, তাতে সকল শ্রেণীর অবাধ্য শামিল থাকবে।

(২১০) পরীক্ষা করার অর্থ হল, আমি তাদেরকে পার্থিব সুখ-শান্তি, এবং স্বাচ্ছন্দ্য দানে ধন্য করেছিলাম এবং আমার এক সম্মানিত নবীকে তাদের প্রতি প্রেরণ করলাম। কিন্তু তারা না তাদের প্রতিপালকের নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করল, আর না নবীর উপর ঈমান আনল।

(২১১) عِبَادَ اللهِ থেকে এখানে মূসা ﷺ-এর সম্প্রদায় বানী-ইস্রাঈলকে বুঝানো হয়েছে; যাদেরকে ফিরআউন দাস বানিয়ে রেখেছিল। মূসা ﷺ নিজ জাতির স্বাধীনতা দাবী করল।

(২১২) আল্লাহর বার্তা পৌঁছানোর ব্যাপারে আমি বিশ্বস্ত।

(২১৩) অর্থাৎ, তাঁর রসূলের আনুগত্য করতে অস্বীকার ক'রে আল্লাহর সামনে তোমরা ঔদ্ধত্য ও অবাধ্যতা প্রকাশ করো না।

(২১৪) এটা হল পূর্বোক্ত কথার কারণ। অর্থাৎ, আল্লাহর বিরুদ্ধে উদ্ধত হয়ো না। কারণ আমি এমন সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছি, যাকে অস্বীকার করার কোনই অবকাশ নেই।

(২১৫) এই দাওয়াত ও তবলীগের উত্তরে ফিরআউন মূসা ﷺ-কে হত্যা করার হুমকি দেয়। তাই তিনি নিজ প্রতিপালকের কাছে

وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ (٢١)

(২১) যদি তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন না কর, তবে তোমরা আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাও।[২১৬]

فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ (٢٢)

(২২) অতঃপর সে তার প্রতিপালকের নিকট নিবেদন করল, নিশ্চয় ওরা এক অপরাধী সম্প্রদায়।[২১৭]

فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلاً إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ (٢٣)

(২৩) সুতরাং (আমি বললাম,) তুমি আমার দাসদেরকে নিয়ে রাতারাতি বের হয়ে পড়, তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে।[২১৮]

وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْواً إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ (٢٤)

(২৪) সমুদ্রকে শান্ত থাকতে দাও,[২১৯] ওরা এমন এক বাহিনী যা ডুবে মরবে।

كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (٢٥)

(২৫) ওরা পশ্চাতে রেখে গিয়েছিল কত বাগান ও ঝরনা,[২২০]

وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (٢٦)

(২৬) কত শস্যক্ষেত ও সুরম্য প্রাসাদ,

وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ (٢٧)

(২৭) কত বিলাস-সামগ্রী, যাতে ওরা আনন্দিত ছিল!

كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْماً آخَرِينَ (٢٨)

(২৮) এরূপই ঘটেছিল[২২১] এবং আমি এ সম্প্রদায়ের উত্তরাধিকারী করলাম ভিন্ন সম্প্রদায়কে।[২২২]

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ (٢٩)

(২৯) আকাশ ও পৃথিবী কেউই ওদের জন্যে অশ্রুপাত করেনি[২২৩] এবং ওদেরকে অবকাশও দেওয়া হয়নি।

وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ (٣٠)

(৩০) নিশ্চয় আমি উদ্ধার করেছিলাম বনী-ইস্রাঈলকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি হতে,

مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِياً مِنَ الْمُسْرِفِينَ (٣١)

(৩১) (উদ্ধার করেছিলাম) ফিরআউন হতে; নিশ্চয় সে ছিল সীমালংঘনকারীদের মধ্যে উদ্ধত।

وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ (٣٢)

(৩২) আমি জেনে-শুনেই ওদেরকে বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম,[২২৪]

আশ্রয় কামনা করেন।

(২১৬) অর্থাৎ, যদি আমার প্রতি ঈমান না আনো, তো ঠিক আছে আনতে হবে না, তবে আমাকে হত্যা করার অথবা কোন কষ্ট দেওয়ার প্রচেষ্টা করো না।

(২১৭) অর্থাৎ, যখন তিনি দেখলেন যে, দাওয়াতের কোন প্রভাব তাদের উপর পড়ছে না, বরং তাদের কুফরী ও ধৃষ্টতা আরো বেড়ে যাচ্ছে, তখন তিনি আল্লাহর দরবারে তাদের অবস্থা জানিয়ে দুআ করলেন।

(২১৮) আল্লাহ তাঁর দুআ কবুল করলেন এবং তাঁকে নির্দেশ দিলেন যে, বানী-ইস্রাঈলদেরকে নিয়ে রাতারাতি এখান থেকে বেরিয়ে পড়। আর হ্যাঁ, ভয় পেয়ো না, ওরা তোমাদের পিছে ধাওয়া করবে।

(২১৯) رَهْواً এর অর্থ স্থির, শান্ত অথবা শুষ্ক। অর্থাৎ, তোমার লাঠি মারলে সমুদ্র অলৌকিকভাবে স্থির বা শুকনো হয়ে যাবে এবং তাতে পথের সৃষ্টি হবে। অতঃপর তোমরা সমুদ্র পার হয়ে যাওয়ার পর তাকে ঐ অবস্থাতেই ছেড়ে দেবে, যাতে ফিরআউন ও তার সৈন্যরা সমুদ্র পার হওয়ার জন্য তাতে প্রবেশ করে এবং আমি তাদেরকে ওখানেই ডুবিয়ে দিই। আর হলও তাই; যার বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। (সূরা ক্বাসাস ৪০নং আয়াত দ্রঃ)

(২২০) كَمْ 'খাবরিয়্যাহ' (খবরসূচক) যা আধিক্য বুঝাতে ব্যবহার হয়। নীল-নদের উভয় পার্শ্বে পর্যাপ্ত পরিমাণে বাগান, ক্ষেত এবং উঁচু উঁচু অট্টালিকা ও প্রতিপত্তির বহু নিদর্শন ছিল। সব কিছুই এই দুনিয়াতেই থেকে গেল এবং শিক্ষা ও উপদেশ স্বরূপ কেবল ফিরআউন ও তার জাতির নাম রয়ে গেল।

(২২১) كذلك অর্থাৎ, এ ব্যাপারটা ঐভাবেই ঘটেছে, যেভাবে বর্ণনা করা হল।

(২২২) কারো কারো নিকট এ থেকে লক্ষ্য হল বানী-ইস্রাঈল। তবে কারো কারো নিকট বানী-ইস্রাঈলের পুনরায় মিশর ফিরে আসার কথা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত নয়। অতএব মিশর রাজ্যের উত্তরাধিকারী অন্য কোন জাতি হয়ে থাকবে, বানী-ইস্রাঈল নয়।

(২২৩) অর্থাৎ, এই ফিরআউনীদের কোন নেক আমলই ছিল না যে, তা আকাশে চড়ত এবং তার ধারাবাহিকতা ছিন্ন হওয়ার ফলে আকাশ কাঁদত। আর না তারা পৃথিবীতে আল্লাহর ইবাদত করেছে যে, তা থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে পৃথিবী কাঁদত। অর্থাৎ, তাদের ধ্বংসের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে কাঁদার কেউ ছিল না। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

(২২৪) বিশ্ব বলতে বানী-ইস্রাঈলের যুগের বিশ্বকে বুঝানো হয়েছে। সাধারণভাবে সর্ব যুগের বিশ্ব নয়। কারণ, ক্বুরআনে উম্মতে মুহাম্মাদকে كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ (সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি) উপাধি দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, বানী-ইস্রাঈলকে তাদের যুগের বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছিল। তাদেরকে এই শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য কি কারণে দেওয়া হয়েছিল, তা কেবল আল্লাহই জানেন।

وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الآيَاتِ مَا فِيهِ بَلاءٌ مُبِينٌ (٣٣)

(৩৩) এবং ওদেরকে দিয়েছিলাম নিদর্শনাবলী; যাতে ছিল সুস্পষ্ট পরীক্ষা।[২২৫]

إِنَّ هَؤُلاءِ لَيَقُولُونَ (٣٤)

(৩৪) নিশ্চয় ওরা বলে থাকে,[২২৬]

إِنْ هِيَ إِلاَّ مَوْتَتُنَا الأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ (٣٥)

(৩৫) 'আমাদের প্রথম মৃত্যুই একমাত্র মৃত্যু এবং আমরা আর পুনরুত্থিত হবো না।[২২৭]

فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ (٣٦)

(৩৬) অতএব তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে উপস্থিত কর।'[২২৮]

أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (٣٧)

(৩৭) ওরা কি শ্রেষ্ঠ, না তুব্বা' সম্প্রদায় ও তাদের পূর্ববর্তীরা; আমি ওদেরকে ধ্বংস করেছিলাম, নিশ্চয় ওরা ছিল অপরাধী।[২২৯]

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاعِبِينَ (٣٨)

(৩৮) আমি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং ওদের মধ্যে কোন কিছুই খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি;[২৩০]

مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (٣٩)

(৩৯) আমি এ দুটিকে যথার্থরূপেই সৃষ্টি করেছি;[২৩১] কিন্তু ওদের অধিকাংশই তা জানে না।[২৩২]

([২২৫]) নিদর্শনাবলী বলতে, সেই মু'জিযাসমূহকে বুঝানো হয়েছে, যা মূসা ﷺ-কে দেওয়া হয়েছিল। সেগুলোতে পরীক্ষার দিক এই ছিল যে, মহান আল্লাহ দেখতে চেয়েছিলেন, তারা কিভাবে আমল করে? অথবা নিদর্শনাবলী বলতে সেই সব অনুগ্রহকে বুঝানো হয়েছে, যা মহান আল্লাহ তাদের প্রতি করেছিলেন। যেমন, ফিরআউনীদেরকে ডুবিয়ে মেরে তাদেরকে রক্ষা করা, তাদের জন্য সমুদ্র চিরে পথ বানিয়ে দেওয়া, মেঘ দ্বারা ছায়ার ব্যবস্থা করা, মান্ন ও সালওয়া অবতরণ করা ইত্যাদি। এতে পরীক্ষা এই ছিল যে, এই জাতি এইসব অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আল্লাহর আনুগত্যের পথ অবলম্বন করছে, নাকি তার অকৃতজ্ঞতা ক'রে বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার রাস্তা অবলম্বন করছে --তা দেখা।

([২২৬]) এ ইঙ্গিত মক্কার কাফেরদের প্রতি। কারণ, আলোচনার প্রসঙ্গ তাদের সাথেই সম্পৃক্ত। মধ্যভাগে ফিরআউনের ঘটনা তাদেরকে এই কথার উপর সতর্ক করার জন্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, ফিরআউনও তাদের মত কুফ্‌রীতে অটল ছিল। তাদের দেখা উচিত, তার কি পরিণাম হয়েছে। যদি তারাও কুফ্‌রী ও শির্কের উপর অটল থাকে, তবে তাদেরও পরিণাম ফিরআউন ও তার অনুসারীদের থেকে ভিন্ন হবে না।

([২২৭]) অর্থাৎ, পার্থিব এই জীবনই শেষ জীবন। এর পর পুনরায় জীবিত হওয়া এবং হিসাব-নিকাশ হওয়া সম্ভবই নয়।

([২২৮]) এ কথা নবী ﷺ ও মুসলিমদেরকে কাফেরদের পক্ষ হতে বলা হচ্ছে যে, যদি তোমাদের এই বিশ্বাস বাস্তবেই সঠিক হয় যে, পুনরায় জীবিত হতে হবে, তবে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে জীবিত ক'রে দেখিয়ে দাও। এটা ছিল তাদের অমূলক তর্ক ও অসার কথাবার্তা। কেননা, পুনরায় জীবিত হওয়ার আক্বীদা ও বিশ্বাস হল কিয়ামতের সাথে সম্পৃক্ত। কিয়ামত ঘটার পূর্বেই দুনিয়াতে জীবিত হওয়া বা করার ব্যাপার নয়।

([২২৯]) অর্থাৎ, মক্কার এই কাফেররা তুব্বা' এবং তাদের পূর্বের সম্প্রদায় আ'দ ও সামুদ ইত্যাদিদের থেকেও বেশী শ্রেষ্ঠ নাকি? যখন আমি তাদেরকে তাদের পাপের কারণে এদের থেকেও বেশী শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও ধ্বংস ক'রে দিয়েছি, তখন এরা আবার কি এমন মর্যাদা রাখে? তুব্বা' বলতে সাবা' সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে। সাবা'য় হিম্‌য়ার নামক এক গোত্র ছিল। এরা তাদের বাদশাহকে তুব্বা' বলত। যেমন, রোমক রাজাদেরকে কায়সার, পারস্যের রাজাদেরকে কিসরা, মিশরের শাসকদেরকে ফিরআউন এবং হাবশার রাজাদেরকে নাজাশী বলা হত। ঐতিহাসিকগণ এ ব্যাপারে একমত যে, তুব্বা'দের মধ্যে কোন কোন তুব্বা' বড় বিজয়-আধিপত্য অর্জন করে। কোন কোন ঐতিহাসিক তো এতদূর পর্যন্ত বলেছেন যে, তারা দেশসমূহ জয় করতে করতে সমরকন্দ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। এইভাবে আরো কয়েকজন প্রতাপশালী বাদশাহ এই জাতির মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে এবং তারা তাদের যুগের এক বৃহত্তম সম্প্রদায় ছিল; যারা শক্তি-ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিক দিয়ে পৃথক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল। কিন্তু যখন এ জাতিও নবীদেরকে মিথ্যাজ্ঞান করল, তখন তাদেরকেও ধ্বংস করে শেষ করে দেওয়া হল। *(বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য, সূরা সাবা'র এ ব্যাপারে আলোচনার আয়াতসমূহ)* হাদীসে এক তুব্বা'র ব্যাপারে এসেছে যে, সে মুসলিম হয়ে গিয়েছিল। তাকে গালিগালাজ করো না। *(মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৮/ ১৪৫, সহীহুল জা'মে ১৩১৯নং)* তবে তাদের অধিকাংশরাই ছিল অবাধ্য; যার ফলে তাদের ভাগ্যে নেমে এসেছিল ধ্বংস।

([২৩০]) এই বিষয়টাই ইতিপূর্বে সূরা স্বাদ-এর ২৭নং, সূরা মু'মিনূন ১১৫-১১৬নং এবং সূরা হিজ্‌র ৮৫নং ইত্যাদি আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে।

([২৩১]) যথাযথ বা যথার্থ উদ্দেশ্য এটাই যে, মানুষকে পরীক্ষা করা হবে এবং সৎলোকদেরকে তাদের সৎকর্মের প্রতিদান এবং অসৎ লোকদেরকে তাদের অসৎ কর্মের শাস্তি দেওয়া হবে।

([২৩২]) অর্থাৎ, এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ব্যাপারে তারা উদাসীন ও বেখবর। যার কারণে আখেরাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করার ব্যাপারে বেপরোয়া এবং পার্থিব সুখ-সামগ্রীর খোঁজেই সদা ব্যস্ত।

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ (٤٠)

(৪০) সকলের জন্য ওদের বিচার দিন নির্ধারিত রয়েছে।[২৩৩]

يَوْمَ لا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا وَلا هُمْ يُنصَرُونَ(٤١)

(৪১) সেদিন এক বন্ধু অপর বন্ধুর কোন কাজে আসবে না এবং ওরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।[২৩৪]

إِلاَّ مَنْ رَحِمَ اللهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (٤٢)

(৪২) তবে আল্লাহ যার প্রতি দয়া করেন, তার কথা স্বতন্ত্র। নিশ্চয়, আল্লাহ পরাক্রমশালী, দয়াময়।

إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ (٤٣)

(৪৩) নিশ্চয়ই যাক্কুম গাছ হবে

طَعَامُ الأَثِيمِ (٤٤)

(৪৪) পাপীর খাদ্য;

كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ (٤٥)

(৪৫) গলিত তামার মত[২৩৫] তা পেটের ভিতর ফুটতে থাকবে,

كَغَلْيِ الْحَمِيمِ (٤٦)

(৪৬) গরম পানি ফুটার মত।[২৩৬]

خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ (٤٧)

(৪৭) (আমি বলব,) ওকে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে।[২৩৭]

ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ (٤٨)

(৪৮) অতঃপর ওর মাথায় ফুটন্ত পানি ঢেলে দিয়ে শাস্তি দাও--

ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ (٤٩)

(৪৯) (এবং বল,) আস্বাদ গ্রহণ কর, তুমি তো ছিলে সম্মানিত, সম্ভ্রান্ত।[২৩৮]

إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ (٥٠)

(৫০) এটা তো সেই (শাস্তি) যার সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ করতে।

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ (٥١)

(৫১) নিশ্চয় সাবধানীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে--

فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (٥٢)

(৫২) বাগানসমূহে ও ঝরনারাজিতে,

يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ (٥٣)

(৫৩) ওরা পরিধান করবে মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং মুখোমুখি হয়ে বসবে।[২৩৯]

كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ (٥٤)

(৫৪) এরূপই ঘটবে ওদের;[২৪০] আর আয়তলোচনা হুরদের সাথে তাদের বিবাহ দেব।[২৪১]

---

(২৩৩) এটাই হল সেই আসল উদ্দেশ্য, যার জন্য মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকেও।

(২৩৪) যেমন অন্যত্র বলেছেন, (فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَلاَ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ) অর্থাৎ, যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং একে অপরের খোঁজ-খবরও নিবে না। *(সূরা মু'মিনূন ১০১)* তিনি আরো বলেছেন, (وَلاَ يُسْئَلُ حَمِيْمٌ حَمِيْماً) অর্থাৎ, সুহৃদ সুহৃদের খবর নিবে না। *(সূরা মাআরিজ ১০ আয়াত)*

(২৩৫) مُهْلٌ গলিত তামা, আগুনে গলিত জিনিস। অথবা তৈলকিট্ট; যা তেলপাত্রের তলে ঘোলাটে মাটির মত পড়ে থাকে।

(২৩৬) সেই যাক্কুম খাদ্য ফুটন্ত পানির মত পেটে ফুটতে থাকবে।

(২৩৭) এ কথা জাহান্নামে নিযুক্ত ফিরিশ্তাকে বলা হবে। سواء অর্থ মধ্যস্থলে।

(২৩৮) অর্থাৎ, দুনিয়াতে তুমি নিজেকে বড়ই ইজ্জত ও সম্মানের অধিকারী ভেবে ঘোরাফেরা করতে এবং ঈমানদারদেরকে তুচ্ছজ্ঞান করতে।

(২৩৯) কাফের ও ফাসেক্ব লোকদের মোকাবেলায় ঈমানদার ও আল্লাহভীরুদের মর্যাদার কথা বর্ণনা করা হচ্ছে। যাঁরা তাদের নিজেদেরকে কুফ্রী ও পাপাচার থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। أمين এমন স্থানকে বলা হয়, যেখানে সর্বপ্রকার ভয় ও দুশ্চিন্তা থেকে সুরক্ষিত ও নিরাপদ থাকা যায়।

(২৪০) অর্থাৎ, আল্লাহভীরুদের সাথে অবশ্যই এই ধরনের আচরণ করা হবে।

(২৪১) حُوْرٌ হল حَــوْرَاءُ এর বহুবচন। এর উৎপত্তি حَــوَرٌ থেকে। যার অর্থ, চোখের সাদা অংশের অত্যধিক সাদা এবং কালো অংশের অত্যধিক কালো হওয়া। حَــوْرَاءُ (হুর) এই জন্য বলা হয় যে, দৃষ্টি তাদের রূপ ও সৌন্দর্যকে দেখে হয়রান (মুগ্ধ) হয়ে যাবে। عَيْنٌ হল, عَيْنَاءُ এর বহুবচন। আয়তলোচন ঃ প্রশস্ত বা ডাগর চোখ; যেমন হয় হরিণের চোখ। পূর্বেই আলোচনা হয়েছে যে, প্রত্যেক জান্নাতী কমসে কম দু'টি হুর অবশ্যই পাবে। যারা রূপ ও সৌন্দর্যের দিক দিয়ে যেন চাঁদ ও সূর্যের মত উজ্জ্বল হবে। অবশ্য তিরমিযীর একটি সহীহ বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেক শহীদ বিশেষ করে ৭২টি করে হুর পাবেন। *(জিহাদের ফযীলতের পরিচ্ছেদসমূহ)*

يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ (٥٥)

(৫৫) সেখানে তারা নিশ্চিন্তে বিবিধ ফলমূল আনতে বলবে।[২৪২]

لا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلاَّ الْمَوْتَةَ الأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (٥٦)

(৫৬) (ইহকালে) প্রথম মৃত্যুর পর তারা সেখানে আর মৃত্যু আস্বাদন করবে না।[২৪৩] আর তিনি তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করবেন।

فَضْلاً مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (٥٧)

(৫৭) (এ প্রতিদান) তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহস্বরূপ।[২৪৪] এটিই তো মহাসাফল্য।

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٥٨)

(৫৮) আমি তোমার ভাষায় কুরআনকে সহজ ক'রে দিয়েছি, যাতে মানুষ উপদেশ গ্রহণ করে।

فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ (٥٩)

(৫৯) সুতরাং তুমি প্রতীক্ষা কর, নিশ্চয় ওরাও প্রতীক্ষা করছে।[২৪৫]

সূরা জাসিয়াহ

(মক্কায় অবতীর্ণ)

সূরা নং ঃ ৪৫, আয়াত সংখ্যা ঃ ৩৭

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।

حم (١)

(১) হা-মীম,

تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (٢)

(২) এ গ্রন্থ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ।

إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ (٣)

(৩) নিশ্চয় আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে বিশ্বাসীদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।

وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (٤)

(৪) তোমাদের সৃষ্টিতে এবং জীব-জন্তুর বংশবিস্তারে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে,

وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ

(৫) বহু নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য রাত ও দিনের পরিবর্তনে, যে বৃষ্টি বর্ষণ দ্বারা পৃথিবীকে তার মৃত্যুর পর তিনি পুনর্জীবিত করেন তাতে[২৪৬] এবং বায়ুর পরিবর্তনে।[২৪৭]

([২৪২]) آمِنِيْنَ (নির্ভয়ে, নির্বিঘ্নে, নিশ্চিন্তে) এর অর্থ হল, না তা শেষ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকবে, আর না তা খেয়ে কোন রোগ ইত্যাদি হওয়ার ভয় থাকবে। অথবা না মৃত্যু, ক্লান্তি এবং শয়তানের কোন ভয় থাকবে।

([২৪৩]) অর্থাৎ, দুনিয়াতে তাদের যে মৃত্যু এসেছে, সেই মৃত্যুর পর তাদেরকে আর মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে না। যেমন হাদীসে এসেছে যে, "মৃত্যুকে একটি ভেড়ার আকৃতিতে এনে জাহান্নাম এবং জান্নাতের মাঝখানে জবাই করে দেওয়া হবে এবং ঘোষণা করা হবে যে, হে জান্নাতবাসীগণ! তোমাদের জন্য জান্নাতের জীবন হল চিরন্তন। আর তোমাদের মৃত্যু আসবে না। এবং হে জাহান্নামীরা, তোমাদের জন্য জাহান্নামের জীবন হল চিরন্তন। আর মৃত্যু নেই।" *(বুখারী ঃ তাফসীর সূরা মারয়্যাম, মুসলিম ঃ জান্নাত অধ্যায়)* অপর হাদীসের শব্দে এসেছে, "হে জান্নাতবাসীগণ! তোমরা এবার সব সময় সুস্থ-সবল থাকবে, কখনোও অসুস্থ হবে না। তোমাদের জন্য এখন শুধু জীবন আর জীবন, আর মৃত্যু নেই। তোমাদের জন্য কেবল নিয়ামত আর নিয়ামত, এতে কোন কমতি হবে না। আর তোমরা সদা যুবক থাকবে, কখনোও বৃদ্ধ হবে না।" *(বুখারী ঃ কিতাবুর রিক্বাক্ব)*

([২৪৪]) যেমন হাদীসেও আছে, রসূল ﷺ বলেছেন, "এ কথা জেনে নাও যে, তোমাদের মধ্যে কাউকেও তার আমল জান্নাতে নিয়ে যাবে না।" সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনাকেও? বললেন, "হ্যাঁ, আমাকেও। তবে আল্লাহ আমাকে তাঁর অনুগ্রহ ও দয়ায় আচ্ছাদিত করে নিবেন।" *(বুখারী ঃ কিতাবুর রিক্বাক্ব, মুসলিম)*

([২৪৫]) যদি এরা ঈমান না আনে, তবে তুমি আল্লাহর আযাবের অপেক্ষা কর। এরা তো এই অপেক্ষায় আছে যে, হতে পারে ইসলামের জয়লাভ ও প্রভাব-প্রতিপত্তির পূর্বেই তোমার মৃত্যু হয়ে যাবে।

([২৪৬]) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং মানুষ ও জীব-জন্তুর সৃষ্টিতে, দিবারাত্রির আগমন-প্রত্যাগমনে এবং আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে মৃত ভূমিকে পুনরায় জীবিত করে তোলা ইত্যাদি সহ সারা বিশ্বজাহানে এমন অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে, যা আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর প্রতিপালকত্বকে প্রমাণ করে।

([২৪৭]) অর্থাৎ, কখনো হাওয়া উত্তর ও দক্ষিণমুখী হয়, কখনো পূর্ব ও পশ্চিমমুখী, কখনো সমুদ্রের হাওয়া আবার কখনো মরুর লু হাওয়া, কখনো হাওয়া রাতে চলে আবার কখনো দিনে, কোন হাওয়া বৃষ্টিবাহী, কোন হাওয়া ফলপ্রসূ, কোন হাওয়া আত্মার খোরাক (অক্সিজেন)। আবার কোন হাওয়া সব কিছুকে ঝলসে দেয়, কোন হাওয়া শুধু ধুলোবালির ঝড় বয়ে আনে। এত প্রকারের হাওয়াও প্রমাণ করে যে, এই বিশ্বজাহানের কেউ পরিচালক আছেন এবং তিনি একজনই। দু'জন বা তার অধিক নন। সমস্ত এখতিয়ারের মালিক তিনি একাই। এতে তাঁর কোন শরীক নেই। সর্বপ্রকার কর্তৃত্ব কেবল তাঁরই হাতে। অন্য কারো হাতে সামান্য পরিমাণও কিছুর এখতিয়ার নেই। এই অর্থেরই আয়াত হল সূরা বাক্বারার ১৬৪নং আয়াতটি।

رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (٥)

(৬) এগুলি আল্লাহর আয়াত, যা আমি তোমার নিকট যথাযথভাবে আবৃত্তি করছি, সুতরাং আল্লাহর আয়াতের পরিবর্তে ওরা আর কোন্ বাণীতে বিশ্বাস করবে?[২৪৮]

تِلْكَ آيَاتُ اللهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ (٦)

(৭) দুর্ভোগ প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদী মহাপাপীর,[২৪৯]

وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (٧)

(৮) যে আল্লাহর আয়াতের আবৃত্তি শোনে অথচ ঔদ্ধত্যের সঙ্গে (নিজ মতবাদে) অটল থাকে; যেন সে তা শোনেইনি।[২৫০] সুতরাং ওকে মর্মন্তুদ শাস্তির সুসংবাদ দাও।

يَسْمَعُ آيَاتِ اللهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِراً كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٨)

(৯) যখন আমার কোন আয়াত সে অবগত হয়, তখন তা নিয়ে সে পরিহাস করে।[২৫১] ওদের জন্যই রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئاً اتَّخَذَهَا هُزُواً أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (٩)

(১০) ওদের পশ্চাতে রয়েছে জাহান্নাম;[২৫২] ওদের কৃতকর্ম ওদের কোন কাজে আসবে না[২৫৩] এবং ওরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে অভিভাবক স্থির করেছে, তারাও নয়।[২৫৪] আর ওদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।

مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئاً وَلا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٠)

(১১) এ (কুরআন)[২৫৫] সৎপথের দিশারী। যারা তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করে, তাদের জন্য রয়েছে অতিশয় কষ্টদায়ক শাস্তি।[২৫৬]

هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ (١١)

(১২) আল্লাহ তো সাগরকে তোমাদের অধীন ক'রে দিয়েছেন,[২৫৭] যাতে তাঁর আদেশে তাতে জলযানসমূহ চলাচল করতে পারে[২৫৮]

اللهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ

([২৪৮]) অর্থাৎ, আল্লাহর নাযিল করা এই কুরআন, যাতে রয়েছে তাঁর একত্ববাদের বহু প্রমাণাদি, যদি তারা এর উপরও ঈমান না আনে, তবে আল্লাহর কথাকে বাদ দিয়ে কার কথার উপর এবং তাঁর নিদর্শনাবলীকে ছেড়ে আর কোন্ এমন নিদর্শন আছে যার উপর তারা ঈমান আনবে? بَعْدَ اللهِ অর্থ, بَعْدَ حَدِيْثِ اللهِ وَبَعْدَ آيَاتِهِ এখানে কুরআনকে হাদীস আখ্যা দেওয়া হয়েছে। যেমন, ﴿اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيْثِ﴾ (الزمر: ٢٣) আয়াতে এসেছে।

([২৪৯]) أَفَّاكٍ অর্থ, كَذَّابٍ (চরম মিথ্যুক) আর أَثِيْمٍ অর্থ, বড় পাপী। وَيْلٌ মানে ধ্বংস অথবা জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম।

([২৫০]) অর্থাৎ, কুফরীর উপর অটল থাকে এবং সত্যের মোকাবেলায় নিজেদের জ্ঞানকে বড় মনে করে এবং এই অহংকারের কারণে শোনা সত্ত্বেও তারা এমন ভান করে, যেন শোনেইনি।

([২৫১]) অর্থাৎ, একে তো তারা কুরআনকে মন দিয়ে শোনেই না এবং (শোনার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও) যদি কোন কথা তাদের কানে পড়ে যায় অথবা কোন কথা তাদের জ্ঞানে এসে যায়, তবে সেটাকে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপের বিষয় বানিয়ে নেয়। আর এটা করে তাদের ছোট জ্ঞান ও অবুঝ হওয়ার কারণে অথবা কুফরী ও অবাধ্যতার উপর অটল থাকার কারণে অথবা অহংকারের কারণে।

([২৫২]) অর্থাৎ, যারা এই আচরণের মানুষ, তাদের জন্য কিয়ামতে রয়েছে জাহান্নাম।

([২৫৩]) অর্থাৎ, দুনিয়াতে যে মাল তারা অর্জন করেছে, যে সন্তান-সন্ততি এবং দল-বলের জন্য তারা অহংকার প্রদর্শন ক'রে থাকে, এ সব কিছুই কিয়ামতের দিন তাদের কোনই উপকারে আসবে না।

([২৫৪]) যাদেরকে দুনিয়াতে নিজেদের আলিয়া, অভিভাবক, বন্ধু, সাহায্যকারী এবং উপাস্য বানিয়ে রেখেছিল, সেদিন তারা তাদের নজরেই পড়বে না। তারা সাহায্য আর কি করবে?

([২৫৫]) هٰـذَا (এ) অর্থাৎ, কুরআন সৎপথের দিশারী। কারণ, এর অবতীর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্যই হল মানুষকে কুফরী ও শির্কের অন্ধকার থেকে বের ক'রে ঈমানের আলোয় নিয়ে আসা। তাই এটা যে পূর্ণ হিদায়াত ও সৎপথের দিশারী গ্রন্থ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে এ থেকে হিদায়াত তো সে-ই পাবে, যে এর জন্য স্বীয় বক্ষকে উন্মুক্ত ক'রে দেবে। অন্যথা সে ব্যক্তি কিভাবে পথ পাবে, যে পথের খোঁজই করে না?

([২৫৬]) أَلِيْمٌ হল عَذَابٌ এর 'সিফাত' (বিশেষণ)। কেউ কেউ একে رِجْزٌ এর সিফাত বলেছেন। رِجْزٌ মানে عَذَابٌ شَدِيْدٌ (কঠিন শাস্তি)।

([২৫৭]) অর্থাৎ, তাকে এমন বানিয়ে দিয়েছেন যেন তার উপর দিয়ে তোমরা নৌকা ও জল-জাহাজের মাধ্যমে সফর করতে পার।

([২৫৮]) অর্থাৎ, সমুদ্রে নৌকা ও জাহাজসমূহের গমনাগমন তোমাদের কৃতিত্ব ও দক্ষতার ফল নয়, বরং এটা চলে আল্লাহর নির্দেশ ও তাঁর ইচ্ছায়। তা নাহলে তিনি ইচ্ছা করলে সমুদ্র-তরঙ্গে এমন উত্তাল অবস্থা সৃষ্টি ক'রে দেবেন যে, কোন নৌকা ও জাহাজ

وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٢)

এবং যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পার[২৫৯] এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও।[২৬০]

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (١٣)

(১৩) তিনি তোমাদের অধীন ক'রে দিয়েছেন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কিছু নিজের পক্ষ হতে,[২৬১] চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে রয়েছে বহু নিদর্শন।

قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللهِ لِيَجْزِيَ قَوْماً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (١٤)

(১৪) বিশ্বাসীদের বল, তারা যেন ক্ষমা করে ওদেরকে; যারা আল্লাহর দিনগুলির আশা করে না।[২৬২] যাতে আল্লাহ এক সম্প্রদায়কে তার কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দেন।[২৬৩]

مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ (١٥)

(১৫) যে সৎকাজ করে, সে নিজ কল্যাণের জন্যই তা করে এবং কেউ মন্দ কাজ করলে ওর প্রতিফল সেই ভোগ করবে।[২৬৪] অতঃপর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।[২৬৫]

وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (١٦)

(১৬) আমি তো বনী-ইস্রাঈলকে গ্রন্থ, কর্তৃত্ব[২৬৬] ও নবুঅত দান করেছিলাম এবং ওদেরকে উত্তম জীবিকা দিয়েছিলাম[২৬৭] এবং বিশ্বজগতের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম।[২৬৮]

وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنْ الأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ

(১৭) ধর্ম সম্পর্কে ওদেরকে সুস্পষ্ট প্রমাণ[২৬৯] দান করেছিলাম। জ্ঞান আসার পর ওরা শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ মতবিরোধ করেছিল।[২৭০] ওরা যে বিষয়ে মতবিরোধ করত, তোমার প্রতিপালক কিয়ামতের দিন ওদের মধ্যে সে বিষয়ের ফায়সালা

তার পৃষ্ঠে স্থির থাকতে পারবে না। যেমন কখনো কখনো তিনি তাঁর মহাশক্তির (কিঞ্চিৎ) বিকাশ ঘটানোর জন্য এ রকম ক'রে থাকেন। যদি অব্যাহতভাবে তরঙ্গ উত্তাল অবস্থায় থাকে, তবে তোমরা কখনোও সমুদ্রে সফর করার সুযোগই পাবে না।

(২৫৯) অর্থাৎ, সমুদ্র-পথে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে, সমুদ্রে ডুব মেরে মুক্তা-প্রবালাদি ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিস বের ক'রে এবং সমুদ্রস্থিত প্রাণী (মাছ ইত্যাদি) শিকার ক'রে।

(২৬০) এ সব কিছুই এই জন্য করেছেন যে, যাতে তোমরা এই নিয়ামতসমূহের উপর আল্লাহর শুকরিয়া আদায় কর, যে নিয়ামতসমূহ সমুদ্রকে তোমাদের আয়ত্তে ক'রে দেওয়ার ফলে অর্জিত হয়।

(২৬১) 'অধীন' করার অর্থ হল, সেগুলোকে তোমাদের সেবায় নিযুক্ত ক'রে রেখেছেন। তোমাদের জন্য যাবতীয় মঙ্গল ও উপকারিতা এবং তোমাদের জীবন ও জীবিকা সব কিছুই এরই সাথে সম্পৃক্ত। যেমন, চাঁদ-সূর্য, উজ্জ্বল তারকারাজি, মেঘ-বৃষ্টি এবং হাওয়া ইত্যাদি। আর 'নিজের পক্ষ হতে' মানে স্বীয় বিশেষ রহমতে ও অনুগ্রহে।

(২৬২) অর্থাৎ, যারা এই ভয় রাখে না যে, আল্লাহ তাঁর নেক বান্দাদের সাহায্য করার এবং তাঁর শত্রুদের ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখেন। উদ্দেশ্য হল কাফের ও অবিশ্বাসীরা। أَيَّام الله (আল্লাহর দিনগুলি) বলতে ঘটনাঘটন (আযাব-শাস্তি ইত্যাদি) যেমন, {وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ} (إبراهيم: ٥) আয়াতে রয়েছে। অর্থাৎ, সেই কাফেরদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন কর, যারা আল্লাহর আযাব এবং তাঁর পাকড়াও থেকে বেপরোয়া। এ নির্দেশ প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলিমদেরকে দেওয়া হয়েছিল। পরে যখন তারা মোকাবেলা করার যোগ্য হয়ে গেল, তখন তাদের প্রতি কঠোর হওয়ার এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ (জিহাদ) করার নির্দেশ দেওয়া হল।

(২৬৩) অর্থাৎ, যখন তোমরা তাদের দেওয়া যাবতীয় কষ্টে ধৈর্য ধারণ করবে এবং তাদের যুলুম-অত্যাচারকে ক্ষমা করবে, তখন এই সমস্ত পাপ তাদের ঘাড়ে থাকবে, যার শাস্তি কিয়ামতের দিন তাদেরকে দেওয়া হবে।

(২৬৪) অর্থাৎ, প্রত্যেক দল ও ব্যক্তির কর্ম, ভাল হোক অথবা মন্দ, তার লাভ ও ক্ষতি স্বয়ং কর্তারই; অন্য কারো নয়। এতে সৎকর্মের প্রতি উৎসাহিতও করা হয়েছে এবং অসৎকর্ম থেকে ভীতিপ্রদর্শনও।

(২৬৫) তিনি সকলকে তার আমল অনুযায়ী প্রতিদান দেবেন। ভালো লোককে ভালো এবং মন্দলোককে মন্দ।

(২৬৬) এখানে كتاب (গ্রন্থ) বলতে তাওরাত। আর حُكم (কর্তৃত্ব) থেকে রাজত্ব ও শাসন-ক্ষমতা অথবা বিবেক ও বিচার করার এমন যোগ্যতা, যা বিবাদ মিটানোর এবং মানুষের মাঝে মীমাংসা করার জন্য জরুরী হয়।

(২৬৭) সেই সব উত্তম রুযী ও জীবিকা, যা তাদের জন্য হালাল ছিল এবং এগুলোরই মধ্যে ছিল মান্ন্ ও সালওয়ার অবতরণ।

(২৬৮) অর্থাৎ, তদানীন্তন বিশ্বে।

(২৬৯) অর্থাৎ, হালাল ও হারাম বিবৃত স্পষ্ট বিধান। অথবা মু'জিযা ও অলৌকিক ঘটনাবলী। কিংবা নবী ﷺ-এর আগমনের জ্ঞান। তাঁর নবী হওয়ার প্রমাণাদি এবং নির্দিষ্টভাবে সেই স্থানের জ্ঞান, যেখানে তিনি হিজরত ক'রে যাবেন।

(২৭০) بَغْياً بَيْنَهُمْ এর অর্থ, আপোসে একে অপরের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষবশতঃ অথবা খ্যাতি ও পদমর্যাদা লাভের জন্য জ্ঞান আসার পর তারা তাদের দ্বীনের ব্যাপারে মতবিরোধ অথবা রসূল ﷺ-এর রিসালাতকে অস্বীকার করল।

ক'রে দেবেন।[২৭১]

الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (١٧)

(১৮) এরপর আমি তোমাকে ধর্মের বিশেষ বিধানের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছি;[২৭২] সুতরাং তুমি ওর অনুসরণ কর এবং অজ্ঞদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না।[২৭৩]

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (١٨)

(১৯) আল্লাহর কাছে অবশ্যই ওরা তোমার কোন উপকার করতে পারবে না; নিশ্চয় সীমালংঘনকারীরা একে অপরের বন্ধু। আর আল্লাহ সাবধানীদের বন্ধু।

إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ (١٩)

(২০) এ (কুরআন) মানবজাতির জন্য সুস্পষ্ট দলীল[২৭৪] এবং নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথনির্দেশ ও করুণা।[২৭৫]

هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (٢٠)

(২১) দুষ্কৃতকারীরা কি মনে করে যে, আমি জীবন ও মৃত্যুর দিক দিয়ে ওদেরকে তাদের সমান গণ্য করব, যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকাজ করে?[২৭৬] ওদের ফায়সালা কত নিকৃষ্ট।

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (٢١)

(২২) আল্লাহ যথাযথভাবে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন; যাতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কর্মানুযায়ী ফল দেওয়া যেতে পারে। আর তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না।[২৭৭]

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (٢٢)

(২৩) তুমি কি লক্ষ্য করেছ তাকে, যে তার খেয়াল-খুশীকে নিজের উপাস্য ক'রে নিয়েছে?[২৭৮] আল্লাহ জেনেশুনেই ওকে বিভ্রান্ত করেছেন[২৭৯] এবং ওর কর্ণ ও হৃদয় মোহর ক'রে দিয়েছেন[২৮০]

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ

([২৭১]) হকপন্থীদেরকে উত্তম প্রতিদান এবং বাতিলপন্থীদেরকে মন্দ বদলা দিবেন।

([২৭২]) شَرِيعَة শরীয়তের আভিধানিক অর্থ হল ঃ রাস্তা, ধর্মাদর্শ, বিধান এবং নিয়ম-পদ্ধতি। রাজপথ বা 'মেনরোড'কেও شَارِع 'শারে' বলা হয়। কারণ, তা গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দেয়। তাই শরীয়ত বলতে এখানে সেই দ্বীনের বিধানকে বুঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। যাতে মানুষ সে পথে চলে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে পারে। আয়াতের অর্থ হল, আমি তোমাকে একটি সুস্পষ্ট রাস্তায় বা তরীকায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছি, যা তোমাকে সত্য পর্যন্ত পৌঁছে দেবে।

([২৭৩]) যারা আল্লাহর তাওহীদ এবং তাঁর শরীয়তের ব্যাপারে অজ্ঞ। এ থেকে উদ্দেশ্য হল, মক্কার কাফের ও তাদের সাথীরা।

([২৭৪]) অর্থাৎ, সেই দলীল-সমষ্টি যা দ্বীনের বিধি-বিধান সংবলিত এবং যার সাথে মানুষের যাবতীয় চাহিদা ও প্রয়োজনাদি সম্পৃক্ত। (এটি মানুষের জন্য একটি গাইডবুক ও জীবন-সংবিধান।)

([২৭৫]) অর্থাৎ, ইহকালে সৎপথ দেখায় এবং পরকালে আল্লাহর করুণার অধিকারী বানায়।

([২৭৬]) অর্থাৎ, ইহকালে ও পরকালে উভয়ের মধ্যে যেন কোন পার্থক্য করব না। এ রকম কখনও হতে পারে না। অথবা অর্থ হল, যেভাবে দুনিয়াতে ওরা সমান সমান ছিল, অনুরূপ আখেরাতেও সমান সমান থাকবে। মরে এরাও শেষ হয়ে যাবে এবং ওরাও? না দুষ্কৃতকারীদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে, আর না বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করা হবে। এ রকম হবে না। এই জন্য পরে বলেছেন, ওদের ফায়সালা কতই না মন্দ!

([২৭৭]) আর এটাই সুবিচার যে, কিয়ামতের দিন কোন পক্ষপাতিত্ব ছাড়াই ফায়সালা হবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার আমল অনুযায়ী ভাল অথবা মন্দ প্রতিদান দেওয়া হবে। এ রকম হবে না যে, তিনি সৎ ও অসৎ উভয়ের সাথে একই ধরনের আচরণ করবেন; যেমন কাফেরদের ভ্রান্ত ধারণা। তাদের এই ধারণার খন্ডন পূর্বের আয়াতেও করা হয়েছে। কেননা, উভয়কে সমান সমান অবস্থায় রাখা যুলুম; অর্থাৎ, সুবিচারের বিপরীত এবং স্বতঃসিদ্ধ ও সর্বস্বীকৃত বিষয় তথা বাস্তব-বিরোধীও বটে। তাই যেমন নিমগাছ লাগিয়ে আঙ্গুর ফল অর্জন করা যায় না, অনুরূপ অন্যায় কাজ সম্পাদন ক'রে সেই মর্যাদা লাভ করা যাবে না, যা আল্লাহ ঈমানদারদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন।

([২৭৮]) তাই সেটাকেই সে ভাল মনে করে, যেটাকে তার প্রবৃত্তি ভাল মনে করে এবং সেটাকেই সে মন্দ মনে করে, যেটাকে তার প্রবৃত্তি মন্দ মনে করে। অর্থাৎ, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের যাবতীয় বিধি-বিধানের উপর স্বীয় প্রবৃত্তির চাহিদাকে প্রাধান্য এবং তার জ্ঞান-বুদ্ধিকে বেশী গুরুত্ব দেয়। অথচ জ্ঞান-বুদ্ধিও পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অথবা স্বার্থপরতার শিকার হয়ে প্রবৃত্তির মত ভুল ফায়সালাও করতে পারে। একটি অর্থ এর এই করা হয়েছে; যে ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণকৃত পথনির্দেশ ও দলীল ছাড়াই স্বীয় মনমর্জির দ্বীন অবলম্বন করে। আর কেউ কেউ বলেছেন, এ থেকে এমন ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যে পাথর পূজা করত। যখন তুলনামূলক কোন সুন্দর পাথর পেয়ে যেত, তখন সে পূর্বের পাথরকে ফেলে দিয়ে দ্বিতীয় পাথরটিকে উপাস্য বানিয়ে নিত। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

([২৭৯]) অর্থাৎ, তিনি জানেন যে, সে এই ভ্রষ্টতার উপযুক্ত। অথবা অর্থ এই যে, জ্ঞান এসে যাওয়া এবং হুজ্জত কায়েম হয়ে যাওয়ার পরও (জেনেশুনে) সে ভ্রষ্টতার পথ অবলম্বন করে। যেমন, নিজেকে বড় জ্ঞানী মনে করে এমন বহু অহংকারী ভ্রষ্ট

عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ (٢٣)

এবং ওর চোখের ওপর রেখেছেন পর্দা।[২৮১] অতএব, আল্লাহ মানুষকে বিভ্রান্ত করার পর কে তাকে পথনির্দেশ করবে?[২৮২] তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?[২৮৩]

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ(٢٤)

(২৪) ওরা বলে, 'একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, এখানেই আমরা মরি ও বাঁচি; মহাকালই আমাদেরকে ধ্বংস করে।'[২৮৪] বস্তুতঃ এ ব্যাপারে ওদের কোন জ্ঞান নেই, ওরা তো কেবল ধারণা করে মাত্র।

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلاَّ أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٢٥)

(২৫) ওদের নিকট যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয় তখন কেবল এ উক্তি ছাড়া ওদের কোন যুক্তি থাকে না যে, 'তোমরা সত্যবাদী হলে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে উপস্থিত কর।'[২৮৫]

قُلْ اللهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (٢٦)

(২৬) বল, 'আল্লাহই তোমাদেরকে জীবন দান করেন অতঃপর তোমাদের মৃত্যু ঘটান। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন একত্রিত করবেন, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।'

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ (٢٧)

(২৭) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন মিথ্যাশ্রয়ীরা হবে ক্ষতিগ্রস্ত।

وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٢٨)

(২৮) আর প্রত্যেক সম্প্রদায়কে দেখবে ভয়ে নতজানু[২৮৬] অবস্থায়, প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তার আমলনামা দেখতে আহবান করা হবে এবং বলা হবে, 'তোমরা যা করতে, আজ তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেওয়া হবে।

আলেমদের অবস্থা; তারা ভ্রষ্ট হয়। মতামত তাদের ভিত্তিহীন হয়, কিন্তু 'আমার মত বড় পন্ডিত কেউ নেই' মনে করার এই অহমিকায় তারা নিজেদের দলীলাদিকে এমন মনে করে, যেন তা আসমান থেকে পেড়ে আনা তারকা। এইভাবে জেনেশুনে তারা কেবল নিজেরাই ভ্রষ্ট হয় না, বরং অন্যদেরকেও ভ্রষ্ট ক'রে গর্ববোধ করে। نَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ هَذَا الْعِلْمِ الضَّالِّ وَالْفَهْمِ السَّقِيْمِ وَالْعَقْلِ الزَّائِغِ.

(২৮০) যার কারণে ভালো কথা শোনা থেকে তার কান এবং হিদায়াত গ্রহণ করা হতে তার অন্তর বঞ্চিত হয়ে গেছে।

(২৮১) তাই সে সত্য দেখতেও পায় না।

(২৮২) যেমন বলেছেন, (مَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ) (الأعراف: ١٨٦)

(২৮৩) অর্থাৎ, চিন্তা-ভাবনা করবে না? যাতে প্রকৃত ব্যাপার তোমাদের কাছে স্পষ্ট ও পরিষ্কার হয়ে যায়।

(২৮৪) এটা হল নাস্তিকদের এবং তাদেরই মত মক্কার মুশরিকদের উক্তি, যারা পুনর্জীবন ও পরকালকে অস্বীকার করত। তারা বলত যে, পার্থিব এই জীবনই হল প্রথম ও শেষ জীবন। এর পর আর কোন জীবন নেই এবং এতে জীবন ও মরণের যে ধারাবাহিকতা চলে আসছে, তা কেবল (প্রাকৃতিক নিয়ম বা) কাল-বিবর্তনের ফল। যেমন, দার্শনিকদের একটি দল বলে যে, প্রত্যেক ছত্রিশ হাজার বছর পর প্রতিটি জিনিস পুনরায় তার অবস্থায় ফিরে আসে। আর এই ধারাবাহিকতা কোন স্রষ্টা ও পরিচালক ছাড়াই অব্যাহত আছে এবং থাকবে। না তার কোন শুরু আছে, আর না শেষ। এ দলকে 'দাহরিয়া' বলা হয়। *(ইবনে কাসীর)* পরিষ্কার কথা যে, এ মতবাদ জ্ঞান ও যুক্তির পরিপন্থী এবং তা বর্ণিত (হাদীস ও কুরআনের) উক্তিরও বিপরীত। হাদীসে কুদসীতে আছে মহান আল্লাহ বলেন, "আদম-সন্তান আমাকে কষ্ট দেয়; তারা কালকে গালি দেয় (অর্থাৎ, তার প্রতি কার্যসমূহের সম্পর্ক জুড়ে তাকে গালি-গালাজ করে) অথচ (কাল স্বয়ং কিছুই নয়) আমিই হলাম কাল। আমার হাতেই (কালের) সমস্ত এখতিয়ার। আমিই রাত ও দিনের আগমন-প্রত্যাগমন ঘটাই।" *(বুখারী ঃ তাফসীর সূরাতুল জাসিয়াহ, মুসলিম ঃ কিতাবুল আলফায)*

(২৮৫) এটাই হল তাদের সব চেয়ে বড় দলীল, যা কাট-হুজ্জতি ও অসার তর্ক বৈ কিছুই নয়।

(২৮৬) جَاثِيَة এই শব্দ থেকে সূরাটির নামকরণ হয়েছে। আয়াতের বাহ্যিক অর্থ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কিয়ামতে প্রত্যেক সম্প্রদায় (চাহে তারা আম্বিয়াগণের অনুসারী হোক অথবা তাঁদের বিরোধী সকলেই) ভয় ও আতঙ্কে নতজানু অবস্থায় বসে থাকবে। *(ফাতহুল ক্বাদীর)* তারপর তাদেরকে হিসাব-নিকাশের জন্য ডাকা হবে। যেমন, আয়াতের অবশিষ্ট অংশ থেকে তা স্পষ্ট হয়।

هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٢٩)

(২৯) আমার (নিকট সংরক্ষিত) এ আমলনামা যা তোমাদের ব্যাপারে সত্য কথা বলবে।[২৮৭] তোমরা যা করতে নিশ্চয় আমি তা লিপিবদ্ধ করাতাম।'[২৮৮]

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ (٣٠)

(৩০) সুতরাং যারা বিশ্বাস করেছে ও সৎকাজ করেছে[২৮৯] তাদের প্রতিপালক তাদেরকে নিজ করুণায় প্রবেশ করাবেন।[২৯০] এটিই মহাসাফল্য।

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنتُمْ قَوْماً مُجْرِمِينَ (٣١)

(৩১) আর যারা অবিশ্বাস করেছে (তাদেরকে বলা হবে), 'তোমাদের নিকট কি আমার আয়াত পাঠ করা হয়নি?[২৯১] কিন্তু তোমরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলে এবং তোমরা ছিলে এক অপরাধী সম্প্রদায়।'[২৯২]

وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلاَّ ظَنّاً وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ (٣٢)

(৩২) আর যখন বলা হত, 'নিঃসন্দেহে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য এবং কিয়ামত (সত্য), এতে কোন সন্দেহ নেই', তখন তোমরা বলতে, 'কিয়ামত কি? আমরা জানি না; আমরা এ বিষয়ে ধারণা করি মাত্র এবং আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত নই।'[২৯৩]

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (٣٣)

(৩৩) ওদের মন্দ কর্মগুলি ওদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং যা নিয়ে ওরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তা ওদেরকে পরিবেষ্টন করবে।[২৯৪]

وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا

(৩৪) ওদেরকে বলা হবে, 'আজ আমি তোমাদেরকে ভুলে যাব যেমন তোমরা এ দিনের সাক্ষাৎকারকে ভুলে গিয়েছিলে।[২৯৫]

---

(২৮৭) كتاب বলতে সেই আমলনামা (রেজিষ্টার)কে বুঝানো হয়েছে, যাতে মানুষের সমস্ত আমল লেখা থাকবে। (وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِاْئَ بِالنَّبِيِّنَ وَالشُّهَدَاءُ) "আমলনামা সামনে উপস্থিত করা হবে এবং আম্বিয়া ও সাক্ষীগণকে আনা হবে।" *(যুমার ঃ ৬৯)* এই আমলনামা মানুষের জীবনের এমন পরিপূর্ণ লিখিত বিবরণ হবে, যাতে কোন প্রকারের কমবেশী হবে না। মানুষ তা দেখে বলে উঠবে, (الكهف: ٤٩) (مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لاَيُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَلاَ كَبِيْرَةً اِلاَّ أَحْصَاهَا) "এ কেমন গ্রন্থ! এ তো ছোট-বড় কিছুই বাদ দেয়নি; বরং এ সমস্ত কিছুর হিসাব রেখেছে!" *(কাহফ ঃ ৪৯)*

(২৮৮) অর্থাৎ, তোমাদের আমল সম্বন্ধে আমার তো জানা আছেই। এ ছাড়াও আমার ফিরিশ্তাগণ আমার নির্দেশে তোমাদের প্রত্যেকটি কর্মাকর্ম লিপিবদ্ধ করত এবং সুরক্ষিত রাখত।

(২৮৯) এখানেও বিশ্বাস ও ঈমানের সাথে সৎকাজ ও নেক আমলের কথা উল্লেখ ক'রে তার গুরুত্বকে স্পষ্ট করা হয়েছে। আর নেক আমল বলা হয় সেই সব সৎকর্মসমূহকে যা (একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে) সুন্নত (নবী ﷺ-এর তরীকা) অনুযায়ী সম্পাদন করা হয়। সেই সব কর্মসমূহকে নেক আমল বলা হয় না, যা মানুষ তার নিজের বিবেকে ভাল মনে ক'রে অতি যত্নসহকারে ও বড়ই উদ্দীপনার সাথে সম্পাদন করে। যেমন, অনেক বিদআতী কার্যকলাপ বহু মযহাবপন্থী জামাআতগুলোর মধ্যে প্রচলিত আছে। আর এ কাজগুলোর গুরুত্ব এ জামাআতের মধ্যে ওয়াজিব ও ফরয কাজের থেকেও অনেক বেশী। এই জন্য এরা বহু ফরয ও সুন্নত কাজকে ব্যাপকহারে ত্যাগ করে, কিন্তু বিদআতী কার্যকলাপ করার প্রতি এমন যত্ন নেয় যে, এতে কোন প্রকারের শৈথিল্য ও উদাসীনতার কথা ভাবাই যায় না। অথচ নবী ﷺ বিদআতকে شَرُّ الأُمُور (সবচেয়ে নিকৃষ্টতম কাজ) গণ্য করেছেন।

(২৯০) 'রহমত' বা করুণা বলতে জান্নাত বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। যেমন, হাদীসে আছে যে, মহান আল্লাহ জান্নাতকে বলবেন, أَنْتِ رَحْمَتِيْ أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ "তুমি আমার রহমত। তোমার মাধ্যমে (অর্থাৎ, তোমার মধ্যে স্থান দিয়ে) আমি যাকে চাইব রহম করব।" *(বুখারী, তাফসীর সূরা ক্বাফ)*

(২৯১) ধমক স্বরূপ তাদেরকে এ কথা বলা হবে। কেননা, রসূলগণ তাদের কাছে এসেছিলেন। তাঁরা আল্লাহর যাবতীয় বিধি-বিধান তাদেরকে শুনিয়েছিলেন। কিন্তু তারা কোন পরোয়াই করেনি।

(২৯২) অর্থাৎ, সত্যকে গ্রহণ করার ব্যাপারে তোমরা অহংকার প্রদর্শন করেছ এবং ঈমান আননি, আসলে তোমরা পাপীই ছিলে।

(২৯৩) অর্থাৎ, কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারটা কেবল ধারণা ও অনুমান। আমরা তো নিশ্চিত নই যে, তা সংঘটিত হবে।

(২৯৪) অর্থাৎ, কিয়ামতের যে আযাবের ব্যাপারে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, অর্থাৎ, ভাবত যে, তা কিছুই নয়, তাতে তারা ধরা খাবে।

(২৯৫) যেমন, হাদীসে আছে যে, আল্লাহ তাঁর কোন কোন বান্দাকে বলবেন, "আমি কি তোমাকে স্ত্রী দান করিনি? আমি কি তোমাকে সম্মান দান করিনি? আমি কি ঘোড়া এবং উট ইত্যাদিকে তোমার বশীভূত করে দিইনি? তুমি সর্দারীও করতে এবং করও সংগ্রহ করতে।" সে বলবে, 'হ্যাঁ, এসব ঠিকই তুমি দিয়েছিলে হে আমার প্রতিপালক!' মহান আল্লাহ তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, "আমার সাথে সাক্ষাৎ করার বিশ্বাস কি তোমার ছিল?" সে বলবে, 'না।' তখন মহান আল্লাহ বলবেন, (فَالْيَوْمَ أَنْسَاكَ))

وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (٣٤)

তোমাদের আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না।'

ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللهِ هُزُواً وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (٣٥)

(৩৫) এ জন্য যে, তোমরা আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে নিয়ে বিদ্রূপ করেছিলে এবং পার্থিব জীবন তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল। সুতরাং আজ ওদেরকে জাহান্নাম হতে বের করা হবে না এবং তাদের ওজর-আপত্তিও গ্রহণযোগ্য হবে না।[২৯৬]

فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٣٦)

(৩৬) সকল প্রশংসা আল্লাহরই যিনি আকাশমন্ডলীর প্রতিপালক, পৃথিবীর প্রতিপালক এবং বিশ্বজগতের প্রতিপালক।

وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٣٧)

(৩৭) আর আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যাবতীয় গৌরব-গরিমা তাঁরই[২৯৭] এবং তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

((كَمَا نَسِيتَنِي)) "আজ আমি তোমাকে (জাহান্নামে নিক্ষেপ ক'রে) ভুলে যাব, যেমন তুমি আমাকে ভুলে ছিলে।" *(মুসলিম, কিতাবুয্ যুহদ)*

(২৯৬) অর্থাৎ, আল্লাহর আয়াতসমূহ ও তাঁর বিধানাদি নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা এবং পার্থিব প্রতারণা ও ধোঁকায় পড়ে থাকা, এ দু'টি এমন অপরাধ যে, এই অপরাধই তোমাদেরকে জাহান্নামের আযাবের উপযুক্ত বানিয়েছে। এখন আর না এখান থেকে বের হওয়া সম্ভব, আর না এই আশা আছে যে, কোন সময়ে তোমাদেরকে তওবা করার সুযোগ দেওয়া হবে এবং তোমরা তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে আল্লাহকে রাযী ক'রে নিতে পারবে।

(২৯৭) যেমন, হাদীসে কুদসীতে মহান আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ আয্যা অজাল্ল বলেন, "গৌরব ও গর্ব খাস আমার গুণ। সুতরাং যে তাতে আমার অংশী হতে চাইবে আমি তাকে শাস্তি দেব।" *(মুসলিম ২৬২০নং)*